পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 356 Friday, 29 November, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৩৫৬ সংখ্যা ❋ ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, শুক্রবার, ২৯ নভেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

কেন্দ্রের আনা আইনে ওয়াকফ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ নভেম্বরঃ ওয়াকফ নিয়ে রাজ্যগুলির সঙ্গে কোনও আলোচনাই করেনি কেন্দ্র। আজ, বৃহস্পতিবার বিধানসভার অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই দাবি করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অভিযোগ করলেন, নতুন বিলে মুসলিমদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''ওয়াকফ আইনে পরিণত হলে ওয়াকফ ব্যবস্থাই ধ্বংস হয়ে যাবে। ২০২৪ সালে যেটা আনা হযেছে, আমি মনে করি রাজ্যগুলির সঙ্গে আলোচনা করার দরকার ছিল। অথচ আমাদের সঙ্গে কোনও কনসাল্ট করা হয়নি।'' তিনি আরও বলেন, ''এমনকি আমাদের সাংসদরা প্রতিবাদও করেছিলেন। তাঁদের প্রতিবাদের জোরে সংসদীয় কমিটি করেছিল। কিন্তু তার পরেও সরকার বিল নিয়ে কাগজে একটা শুধু নোটিফিকেশন দিয়েছে। আলোচনার পথেই হাঁটেনি। এই বিলটির মাধ্যমে ২৬ নম্বর ধারায় প্রদত্ত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ও ১৪ নম্বর ধারায় সাম্যের অধিকারকে লঙ্ঘিত করা হয়েছে। এই কারণে আমরা এই বিলটির কঠোর প্রতিবাদ করছি। এই বিল এইভাবে নিয়ে এসে রাজ্য বিধানসভাকেও অপমান করা হয়েছে।'' মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিল ফেডারেল স্ট্রাকচারের পরিপন্থী। ওয়াকফ প্রপার্টিতে শুধু মুসলিম সম্প্রদায় দান করে না, অন্য সম্প্রদায়ের মানুষও দান করেন, যাতে সেই সম্পত্তি সাধারণ মানুষের কাজে লাগে।'' এই নিয়ে তৃণমূল সরকার কোনও সমস্যা কখনও তৈরি করেনি বলে উল্লেখ করে মমতা আরও বলেন, ''ওয়াকফ প্রপার্টিতে আমরা ইন্টারফেয়ার করি না। আমাদের সময় কোনও ওয়াকফ প্রপার্টি দখল করা হয়নি, যা হওয়ার তা আগেই হয়েছে। কিন্তু মুসলিমদের কোনও অধিকার কেড়ে নেওয়াকেই আমি সমর্থন করতে পারি না।'' উল্লেখ্য, ওয়াকফ সংশোধন বিল নিয়ে আগামী সোমবার ও মঙ্গলবার দু'দিন আলোচনা রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়। তার আগে এদিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অবস্থান পরিষ্কার করে দিলেন। এদিন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর ওয়াকফ-বিরোধিতার পরে নৌশাদ সিদ্দিকী প্রশ্ন করেন, ২০১১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত মোট কত ওয়াকফ সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে? উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ''এখানে ওয়াকফ সম্পত্তি দেখাশোনা করেন মোতোওয়ালিরা।'' সেই সঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দেন, সুপ্রিম কোর্টও রায় দিয়েছে, কোনও প্রপার্টি বুলডোজ করা যাবে না। গত কয়েকবছরে প্রায় ৩০০র বেশি কিছু সম্পত্তি দখল হওয়ার খবর পাওয়া যায়।

> যেকোনও ধর্মের মানুষের উপর অত্যাচারের ঘটনায় নিন্দনীয়। অন্য দেশেও যদি কোনও ধর্মের মানুষের উপর অত্যাচার করা হয় তাহলে আমরা সেটাকেও সমর্থন করি না।
> -মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

তারমধ্যে ১৫৫টি ঘটনায় জায়গা খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশ ওয়াকফ বোর্ডের ট্রাইব্যুনাল মারফত এসেছে।'' ডেবরার তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরও এদিন বিধানসভায় জানতে চান, এই বিলটি নিয়ে অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কোনও আলোচনা করা হয়েছে কিনা? সে উত্তরেও মুখ্যমন্ত্রী জানান, এটা দলের পলিসি ডিসিশন। এখানে তিনি বিষয়টা জানাবেন না। অন্য রাজনৈতিক দলগুলো কে কী করবে, সেটা তাদের ব্যাপার। তবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই বিল নিয়ে সংসদে তৃণমূল কংগ্রেসই নেতৃত্ব দিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ''আমাদের সরকার আসার পরে একজনকে চেয়ারম্যান করেছি এই ওয়াকফ বোর্ডের। পাবলিসিটি পাওয়ার জন্য আমি কিছু বলি না, উপযুক্ত নথি ছাড়া আমি কিছু বলি না। সংখ্যা লঘু দফতরে আগে বাজেট ছিল ৪৭২ কোটি টাকা। আমাদের সরকার আসার পরে ৪ হাজার ৩৮১ কোটি টাকা হয়েছে। ১৯ জেলায় ১৯টি সংখ্যালঘু ভবন হয়েছে। কিন্তু নতুন বিলে মুসলিমদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে।'' এদিন নাম না করে বাংলাদেশের হিংসার নিন্দায় সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী। এ ব্যাপারে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''যেকোনও ধর্মের মানুষের উপর অত্যাচারের ঘটনায় নিন্দনীয়। অন্য দেশেও (বাংলাদেশের নাম না করেই) যদি কোনও ধর্মের মানুষের উপর অত্যাচার করা হয় তাহলে আমরা সেটাকেও সমর্থন করি না।'' বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গের পড়শি দেশ। ওপার বাংলার সঙ্গে এপার বাংলার হিন্দুদের সংস্কৃতি ও মননের আত্মীয়তা থাকায় সেটাই স্বাভাবিক। সেখানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর যা অত্যাচারের ঘটনা ঘটছে ও সমাজমাধ্যমে যে সব ছবি দেখা যাচ্ছে, তাতে নবান্নের উৎকণ্ঠাও বাড়ছে। কারণ, যেভাবে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার শুরু হয়েছে তাতে এপার বাংলায় নতুন করে শরণার্থী সমস্যা মাথা তোলার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আন্তর্জাতিক বিষয়ে রাজ্য যে নাক গলাবে না, তাও পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''বিষয়টি দিল্লির। তাই এ ব্যাপারে রাজ্য কোনও মন্তব্য করবে না।'' মমতা এও বলেন, ''আমার সরকারের পলিসি হল অন্য দেশের ব্যাপার হলে আমরা কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে একসঙ্গে থাকব।'' প্রসঙ্গত, এ ব্যাপারে বুধবারই দিল্লি থেকে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশে চলতি পরিস্থিতি নিয়ে ভারতের অবস্থান কী হবে তা দিল্লির সরকার স্থির করবে। মানুষ তাদের সেজন্য জনাদেশ দিয়েছে। এটা আন্তর্জাতিক বিষয়। সুতরাং এ ব্যাপারে নয়াদিল্লি তথা বিদেশ মন্ত্রক যে অবস্থান নেবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সেটাই তৃণমূলের অবস্থান হবে। এদিন একই কথা বলেন মমতাও। জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক হিংসার ঘটনা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ইসকন প্রধানের সঙ্গেও কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বস্তুত, বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদ জানানোয় সম্প্রতি সেদেশের সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে গ্রেফতার করেছে ইউনুস সরকার। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলার অভিযোগ উঠেছে। এরপর থেকেই বাংলাদেশের হিংসার নিঃদায় সরব হয়েছে সব মহল।

'উই আর শকড', বাদ পড়া মুখপাত্রদের অভিষেকের নির্দেশে ফোন ডেরেকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ নভেম্বরঃ সদ্য প্রকাশ হওয়া মুখপাত্রের তালিকায় বাদ পড়েছে পুরনো কয়েকটি নাম। আর তাতেই তৃণমূলে নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব প্রকট হয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ। আর এবার আরও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বাদ পড়া সেই মুখপাত্রদের ফোন করলেন তৃণমূল নেতা ডেরেক ও ব্রায়েন। সূত্রের খবর, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই এই ফোন করেন তিনি। সদ্য মুখপাত্রদের তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন অরূপ চক্রবর্তী, ঋজু দত্ত, সুদীপ রাহা, কোহিনুর মজুমদার। তাঁরা প্রত্যেকেই তৃণমূলে 'অভিষেক পন্থী' বলেই পরিচিত। সূত্রের খবর, সেই মুখপাত্রদের কাছে বৃহস্পতিবার গেল ডেরেকের ফোন। 'কনফারেন্স কল'-এ তাঁদের সঙ্গে কথা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। বুধবারই নাম বাদ পড়ায় কার্যত অসন্তোষ প্রকাশ করেন অরূপ চক্রবর্তী। দলের সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও তিনি মনে করিয়ে দেব, দলের কঠিন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় কথা বলতে গিয়ে বিরোধীদের গালিগালাজ খেতে হয়েছে তাঁদের। সূত্রের খবর, ডেরেক বলেছেন, 'উই আর শকড' (আমরা বিস্মিত)। নেতাদের পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছেন ডেরেক। তিনি জানিয়েছেন, অভিষেককে গোটা বিষয়টি জানাবেন। মুখপাত্ররা খুব ভাল কাজ করেছেন বলে প্রশংসাও করেন তিনি। গত সোমবার কালীঘাটে ছিল তৃণমূলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে হওয়া সেই বৈঠকেই এই মুখপাত্রদের তালিকা ঠিক করা হয়। সেখানে ঠিক হয়, কোন নেতা কোন কোন বিষয়ে কথা বলবেন। সংবাদমাধ্যমে কারা কথা বলবেন, সেটাও ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। সেখানেই এই চারটি নাম নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে তৃণমূলের তরফ এর আলাদা করে কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

বিজেপি সদস্য সংগ্রহে এখনও লক্ষ্যমাত্রা বহুদূর, ধমক বনশালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ নভেম্বরঃ সদস্য সংগ্রহে এখনও ছোঁয়নি টার্গেট। এবার বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনশালের তোপে বঙ্গ বিজেপি। ভার্চুয়াল বৈঠকে বিধায়কদের কার্যত ধমক দেন বনশাল। তিনি বলেন, ''আপনি এলাকার বিধায়ক-সাংসদ, তারপরও কেন এই হাল সদস্য সংগ্রহে। জিতে ভাববেন না বিরাট কিছু হয়ে গিয়েছে। নিজের এলাকায় সময় দিন। সংগঠন তৈরি করুন।'' সূত্রের খবর, দলীয় সাংসদ এবং বিধায়কদের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ সুনীল বনশাল। মঙ্গলবার রাতে রাজ্য বিজেপির নেতাদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন বনশাল। সূত্রের খবর, সেখানে বনশাল বলেন, ''কোন বিধায়ক, কোন সাংসদ কোথায় কী করছেন, সব খবর আমাদের কাছে আছে। অনেকেই এলাকায় যান না। অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়ান। সেখানে গিয়ে দাদাগিরি করলে দল মেনে মানবে না।'' সেই সঙ্গে বনশালের পরামর্শ, ''নিজের এলাকায় সময় দিন। সংগঠন তৈরি করুন। জিতে ভাববেন না বিরাট কিছু হয়ে গিয়েছেন। আপনি এলাকার বিধায়ক, সাংসদ। তারপরেও কেন এই হাল সদস্য সংগ্রহের।'' প্রয়োজনে পুরোনো নেতা দিলীপ ঘোষ, রাহুল সিনহাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর পরামর্শ দিয়েছেন বনশাল। আরও বেশি করে তাঁদের সংগঠনের কাজে যুক্ত করার পরামর্শও দিয়েছেন তিনি। জানা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে সদস্য সংগ্রহ করার যে টার্গেট দেওয়া হয়েছিল. তার থেকে অনেকটাই দূরে রয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। তাই উচ্চ নেতৃত্বের তিরস্কারের মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁদের। সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গের একটা অংশ বাদ দিলে সমতলে সেভাবে সদস্য সংগ্রহ করা যায়নি। তাই অসন্তুষ্ট কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ক, আর সম্পর্ক ভাঙলেই 'ধর্ষণ' প্রবণতায় উদ্বিগ্ন সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বরঃ বিয়ের আগে শারীরক সম্পর্ক,তারপর বিয়ে না হলে সহবাসের অভিযোগ পুরুষ সঙ্গীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা। এই প্রবণতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি বি ভি নাগারত্ন এবং বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিংহের নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ সম্প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, যা নারী ও পুরুষের সম্পর্ক, বিশেষ করে শারীরিক সম্পর্কের সম্মতির ভিত্তি সম্পর্কে গভীর আলোচনা সৃষ্টি করেছে। আদালত উল্লেখ করেছে যে, দীর্ঘদিনের শারীরিক সম্পর্ক থাকলেও যদি নারী বিবাহের দাবি না করেন, তবে এটি সম্মতির ভিত্তিতে তৈরি সম্পর্ক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবে, বর্তমানে যদি এই ধরনের সম্পর্ক কোনও কারণে ভেঙে যায়, অনেক সময় পুরুষের বিরুদ্ধে ধর্ষণসহ বিভিন্ন ফৌজদারি ধারায় মামলা করা হচ্ছে। এই প্রবণতা আদালতের মতে উদ্বেগজনক, কারণ এটি সম্পর্কের সম্মতি ও তার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন বিতর্ক তৈরি করছে। এ ধরনের মামলাগুলি, যেখানে নারী বা পুরুষ শারীরিক সম্পর্কের পরে মামলার আবেদন করেন, সমাজের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে মনোভাব এবং আইন ব্যবস্থার যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রশ্ন তুলে ধরে। বিশেষত, যখন কোনো শারীরিক সম্পর্ক সম্মতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এবং সেখানে ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছুটা অস্পষ্টতা থাকে, তখন তার পরে মামলা দায়ের হওয়া পুরুষের জন্য একটি আইনগত জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। এই ধরনের ঘটনায় প্রায়ই ধর্ষণ এবং অন্যান্য ফৌজদারি মামলা তৈরি হয়, যা একদিকে পুরুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ হিসেবে উঠতে পারে, অন্যদিকে সম্পর্কের প্রকৃত পরিস্থিতি এবং সম্মতির ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এই প্রসঙ্গে, মহারাষ্ট্রের একটি মামলার উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে এক মহিলা অভিযোগ করেছেন যে ২০০৮ সালে তিনি একজন পুরুষের কাছে চাকরি পান, যিনি তখন অসুস্থ স্ত্রীর দেখাশোনা করতে তাকে নিয়োগ করেছিলেন। পরে, অভিযুক্ত পুরুষ তাকে জোর করে বারবার যৌন সম্পর্ক করতে বাধ্য করেন এবং বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দেন, যদিও তার দুটি স্ত্রীর মধ্যে একাধিক অসুস্থতা ছিল। ২০১৭ সাল থেকে তিনি মহিলাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করেন এবং বিয়ের প্রতিশ্রুতিও ভুলে যান। এই ধরনের ঘটনা প্রমাণ করে যে, যখন পুরুষ সম্মতি নিয়ে কোনো সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং সেই সম্পর্কের পরবর্তী সময়ে কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তখন নারীর অভিযোগে পুরুষের বিরুদ্ধে শারীরিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে আইনগত জটিলতা তৈরি হতে পারে। আদালতের মন্তব্যে আরও বলা হয় যে, সম্মতির ভিত্তিতে তৈরি সম্পর্কের স্বীকৃতি, যা অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরে চলে, তার পরবর্তী অবস্থা যদি বিবেচনায় নেওয়া না হয়, তবে তা সম্পর্কের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং স্বীকৃতির মধ্যে গ্যাপ সৃষ্টি করতে পারে। বর্তমানে যেহেতু শারীরিক সম্পর্কের পর আইনগত সমস্যা তৈরি হচ্ছে, সেখানে ন্যায়ের বাস্তব প্রয়োগ এবং সম্পর্কের প্রকৃত অবস্থা বিচার করে সিদ্ধান্ত নেয়া অত্যন্ত জরুরি। এই পরিস্থিতিতে সমাজে এক ধরনের দ্বৈত মানদণ্ড সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে একদিকে সম্মতির ভিত্তিতে সম্পর্ক হতে পারে, অন্যদিকে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর ধর্ষণের অভিযোগও উঠতে পারে। তাই আদালতের পরামর্শ হচ্ছে, যেখানে সম্মতি পরিষ্কার নয় বা কোনো প্রতিশ্রুতি ছিল, সেখানে আইন ও সমাজের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। আদালত আশা প্রকাশ করেছে যে, সম্পর্কের বিষয়টি সঠিকভাবে বিচার করা উচিত, যাতে কোনো পক্ষের অযথা ক্ষতি না হয়।

রাজধানীতে বোমাতঙ্ক! এক মাসে একই এলাকায় ফের বিস্ফোরণ

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বরঃ উত্তর দিল্লির প্রশান্ত বিহারের পিভিআর মাল্টিপ্লেক্সে ফের বিস্ফোরণ। বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা ৪৮ নাগাদ ঘটে এই বিস্ফোরণ। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ ও দমকলের চারটি ইঞ্জিন। কী থেকে, কেন বিস্ফোরণ হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে প্রাথমিক ভাবে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। এই নিয়ে একই এলাকায় এক মাসের মধ্যে ২বার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল। মাস খানেক আগেই প্রশান্ত বিহার এলাকায় সিআরপিএফ স্কুলের সামনে বিস্ফোরণ হয়েছিল। সেই সময় স্কুলের দেওয়াল ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। এই বারের বিস্ফোরণে, পার্কের বাউন্ডারি ওয়াল ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বিস্ফোরণ স্থলে সাদা পাউডার জাতীয় গুঁড়ো পদার্থ পাওয়া গিয়েছে। এই একই ধরনের পাউডার আগের বারের বিস্ফোরণের সময় পাওয়া গিয়েছিল বলে পুলিশ সূত্রের খবর। সংবাদ মাধ্যম পিটিআই'কে পুলিশ জানিয়েছে মাসখানেক আগে হওয়া স্কুল ব্লাস্টের সঙ্গে এই বিস্ফোরণের মিল রয়েছে। একই ধরনের সাদা গুঁড়ো মিলেছে এখানে। যদিও বিস্ফোরণ খুব একটা ভয়াবহ ছিল না। একটি মিষ্টির দোকানের বিপরীতে ঘটনাটি ঘটেছে। তবে এখনই স্কুল ব্লাস্টের সঙ্গে এই বিস্ফোরণকে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে না। এর পিছনে কোনও নাশকতামূলক ছক আছে কি না তাও ক্ষতিয়ে দেখছে পুলিশ। বম্ব স্কোয়াড এবং ডগ স্কোয়াড পৌঁছেছে ঘটনাস্থলে। পুলিশ সূত্রে খবর, বিস্ফোরণস্থলটি ঘিরে দেওয়া হয়েছে। কাছে থাকা একজন অটো চালক সামান্য আঘাত পেয়েছে।

বাংলাদেশে অসুরক্ষিত হিন্দুরা! কঠিন পরিস্থিতি সামলাতে বৈঠকে মোদি-জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বরঃ বাংলাদেশে বিপন্ন হিন্দুরা। সংখ্যালঘু ও হিন্দুদের সুরক্ষা প্রশ্নের মুখে। এবার সেই নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক সারলেন বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর।

সূত্রের বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর হিংসার ঘটনা নিয়ে বর্তমান কী পরিস্থিতি তা প্রধানমন্ত্রীকে এই দিন বিশদে জানান জয়শঙ্কর। আঘাত নেমে আসছে হিন্দুদের উপরে, এই অভিযোগ উঠেছে বার বার। সম্প্রতি বাংলাদেশে সাধু চিন্ময়কৃষ্ণ দাস গ্রেফতারের পরেই ফের উত্তাল হয়ে উঠেছে পদ্মাপাড়। এই পরিস্থিতিতে ভারতের ভূমিকা নিয়ে বার বার প্রশ্ন উঠেছে। সংখ্যালঘু এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে কড়া বার্তা দিয়ে চিঠি লেখা হয়েছিল বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারকেও। জানা গিয়েছে, বাংলাদেশ ছাড়াও, জি৭ বিদেশ মন্ত্রীদের বৈঠকে কী আলোচনা হয়েছে তাও সংক্ষেপে প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, ২৪-২৬ নভেম্বর ইতালিতে বৈঠক সেরে দেশে ফিরেছেন জয়শঙ্কর। ইতালিতে, আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এবং ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইউক্রেন-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। বাংলাদেশে হিন্দুদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান হিংসার মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে বিদেশমন্ত্রীর বৈঠক বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের জনসংখ্যার মাত্র ৮ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। কিন্তু ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর থেকেই বার বার প্রশ্নের মুখে পড়েছে তাঁদের সুরক্ষা। প্রায় ২০০টির বেশি হামলার সম্মুখীন হয়েছে সংখ্যালঘুরা। কিছুদিন আগেই, অক্টোবরে এক সমাবেশে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকাকে অসম্মান করার অভিযোগে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় ঢাকা বিমানবন্দরে হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে গ্রেপ্তার করে ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। তারপরেই নতুন করে অশান্ত হয়েছে বাংলাদেশ। কোর্ট তাঁর জামিনের আর্জি খারিজ করে দিয়েছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়। চট্টগ্রামে আদালতের বাইরে বিক্ষোভের মুখে পড়ে এক মুসলিম আইনজীবী নিহত হয়েছেন। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে ছয় সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ইস্কনকে 'ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠন' বলে অভিহিত করে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছিল ইউনূস সরকার। যদিও সেই দাবি খারিজ হয়ে গিয়েছে হাই কোর্টে।

কলকাতায় সনাতনী সমাজের মিছিল ঘিরে ধুন্ধুমার, ভাঙল ব্যারিকেড, আহত এক পুলিশকর্মী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ নভেম্বরঃ বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হামলার প্রতিবাদ ও ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের মুক্তির দাবিতে কলকাতার রাজপথে একাধিক হিন্দু সংগঠন। শিয়ালদহ থেকে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড ধরে বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনের কাছাকাছি মিছিল পৌঁছতেই ধুন্ধুমার পরিস্থিতি। ভাঙল ব্যারিকেড। আহত এক পুলিশকর্মী। বৃহস্পতিবার বেকবাগানের কাছে পুলিশ মিছিল আটকাতে ব্যারিকেড দিয়ে দেয়। এদিকে মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আর তারপরই বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণের সদস্যদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। এক পুলিশকর্মী আহত হন। ব্যারিকেডের নীচে চাপা পড়ে আহত হন বেশ কয়েকজন। বাংলাদেশে বিপন্ন হিন্দুরা। আর তার প্রতিবাদে কলকাতায় মিছিল হচ্ছে। এখনও অবধি যা খবর, প্রথম ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে গেছেন বিক্ষোভকারীরা। মিছিল থেকেই হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে উঠছে মুহুর্মুহু স্লোগান। প্রসঙ্গত, কোটা বিরোধী আন্দোলনের জেরে চলতি বছরের এপ্রিল থেকে অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বাংলাদেশে। আন্দোলনের জেরে গত আগস্টে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপরই বাংলাদেশে গঠিত হয় ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বতী সরকার। সেই সরকারের বিরুদ্ধে সে দেশের হিন্দুদের ওপর অত্যাচারে অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের সনাতন জাগরণ মঞ্চের অন্যতম মুখ সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে গ্রেফতার করেছে ইউনুসের সরকার। এরপর থেকেই বিভিন্ন মহল থেকে বাংলাদেশের সরকারের প্রতি হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের জোরাল অভিযোগ সামনে এসেছে।

ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন হেমন্ত সোরেন, রাঁচিতে 'ইন্ডিয়া' জোটের শক্তি প্রদর্শন

রাঁচি, ২৮ নভেম্বরঃ ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন হেমন্ত সোরেন। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নেতা হেমন্ত চতুর্থবারের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হলেন। তাঁর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল ইন্ডিয়া জোটের প্রায় অধিকাংশ শরিক দলই। হাজির ছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে, কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি, এনসিপি প্রধান শারদ পাওয়ার, মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা, পাঞ্জাবের আপ মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান, হিমাচল প্রদেশের কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু, সোরেনের শরিক দল সিপিআইএমএল নেতা দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, আম আদমি পার্টির আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল, শিবসেনা ঠাকরে গোষ্ঠীর নেতা উদ্ধব ঠাকরে, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব ও মহাগাঁটবন্ধনের শরিক দল আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব, পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী পুত্র উদয়নিধি স্ট্যালিন ও কর্নাটকের কংগ্রেসের উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পদে বৃহস্পতিবার হেমন্ত সোরেনের শপথ অনুষ্ঠানে ফের একবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের চাঁদের হাট বসল রাঁচির মোরাবাদী মাঠে। লোকসভা ও চার রাজ্যের বিধানসভা ভোটে সেয়ানে সেয়ানে টক্কর হয়েছে ইন্ডিয়া বনাম এনডিএ জোটের। সেই ভোটগুলির পর তথাকথিত কংগ্রেসের একতরফা দাদাগিরি অনেকটাই খণ্ডিত হয়েছে। চাপের মুখে রয়েছে অন্য ছোট দলগুলিও। কেবলমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটায় কার্যত জোটের চালকের ভূমিকায় পৌঁছে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। কারণ, অখিলেশের সমাজবাদী পার্টি সংখ্যায় এগিয়ে থাকলেও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় তৃণমূল নেত্রী কয়েক কদম এগিয়ে রয়েছেন। বস্তুত ইন্ডিয়া জোটের কর্তৃত্ব এখন আর রাহুল গান্ধির হাতে নেই। জম্মু-কাশ্মীর ও ঝাড়খণ্ডে ইন্ডিয়া জোট জিতেছে। অন্যদিকে, হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্র দখল করেছে মোদি নেতৃত্বাধীন এনডিএ। এই ২-২ গোলের ফলাফলে দেশের প্রাচীনতম দল কংগ্রেসের হাল আরও শোচনীয় হয়েছে। লোকসভা ভোটে ৯৯ আসনে জিতে কংগ্রেস যে ইন্ডিয়া জোটের স্টিয়ারিং ধরেছিল, এখন নিজের গাড়িই বিভিন্ন নির্বাচনে মুখ থুবড়ে পড়ায় রাহুল গান্ধির নেতৃত্বও বড়সড় প্রশ্নের মুখে পড়তে চলেছে। যার প্রথম ও প্রধান দৃষ্টান্ত শীত অধিবেশনে কংগ্রেসের এক এবং একমাত্র ইস্যু আদানি নিয়ে সংসদ অচল করার পক্ষপাতী নয় তৃণমূল কংগ্রেস, সেটা তারা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে। ফলে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব তথা ঝাড়খণ্ডের মহাগাঁটবন্ধনের অন্যতম শরিক দল এদিনে শপথানুষ্ঠানে হাজির থাকবে। কিন্তু, জম্মু-কাশ্মীর, হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রে কংগ্রেসের জয়ের চাকা মাটিতে গেড়ে বসে যাওয়ায় যথেষ্ট চাপের মুখে রয়েছে রাহুল ব্রিগেড। এদিন বিকেলে রাঁচির মোরাবাদী মাঠে হেমন্ত সোরেনকে শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল সন্তোষকুমার গঙ্গোয়ার। এদিন হেমন্ত সোরেন একাই শপথ নেন। বিধানসভায় শক্তি প্রদর্শনের পর মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। গত লোকসভা ভোটে শাসক দলের চালিকাশক্তি বিজেপিকে যথেষ্ট বেগ দিয়েছে ইন্ডিয়া জোট। সব থেকে বড় কথা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ জায়গায় পৌঁছতে পারেনি বিজেপি। তাই অন্ধ্রপ্রদেশের তেলুগু দেশম ও বিহারের জেডিইউয়ের কাঁধে ভর রেখে সরকার গড়তে হয়েছে। সেই হিসাবে বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের আজকের চাঁদের হাট ছিল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ লোকসভা ও বিধানসভা ভোটের পর এই প্রথম বিরোধীদের তাবড় নেতৃত্বকে এক অনুষ্ঠানে দেখা গেল।

চিন্ময় কৃষ্ণকে বহিষ্কার করল ইসকন, তাঁর আন্দোলনকে বিপথগামী বলল

দুরন্ত বার্তা, মায়াপুর, ২৮ নভেম্বরঃ চট্টগ্রামের পুণ্ডরীক ধামের অধ্যক্ষ চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে বহিষ্কার করল ইসকন বা ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনসায়েন্স। বৃহস্পতিবার সংস্থার কলকাতার সদর দফতর থেকে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের আন্দোলনের সঙ্গে ইসকনের কোনও সম্পর্ক নেই। বাংলাদেশে ইসকনকে জঙ্গি সংগঠন আখ্যা দিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবি উঠেছে। আগামীকাল শুক্রবার হাই কোর্টে বাংলাদেশ সরকারের এই ব্যাপারে অবস্থান জানানোর কথা। তার আগে ইসকনের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ইসকন বাংলাদেশের তরফে বলা হয়েছে গত ৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সরকার পরিবর্তনের পর ইসকনকে নিয়ে অপপ্রচার শুরু হয়। চিন্ময় কৃষ্ণ দাস এবং আরও কয়েকজনের আন্দোলনে যুক্ত থাকার বিষয়ে আগেই জানানো হয়েছিল এর সঙ্গে ইসকনের সম্পর্ক নেই। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের আন্দোলনে চিন্ময় কৃষ্ণের যুক্ত থাকাকে সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপ বলে উল্লেখ করে বলা হয়েছে এই কারণেই বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইসকনের সিদ্ধান্তে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখ পুড়ল বলে অনেকে মনে করছেন। চিন্ময় কৃষ্ণকে গ্রেফতার এবং জামিন না দেওয়ার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে গত মঙ্গলবার বিবৃতি দিয়েছিল নয়াদিল্লি। সেই বিবৃতিকে অবাঞ্ছিত আখ্যা দিয়ে তা দু দেশের বন্ধুত্বের সম্পর্কের পরিপন্থী বলেছিল বাংলাদেশ সরকার। সেই চিন্ময় কৃষ্ণকে বহিষ্কার করে ইসকন সংশ্লিষ্টদের অস্বস্তিতে ফেলল বলা চলে। বিবৃতিতে ইসকন জানিয়েছে, 'আগেই জানানো হয়েছিল, চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ইসকনের মুখপাত্র নন। তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে তাঁর ব্যক্তিগত। তাঁর বক্তব্যের দায় বাংলাদেশ ইসকনের নয়। এই সংগঠন কোনও ধরনের সাম্প্রদায়িক বা সংঘাতমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত নয়। ভবিষ্যতেও জড়াবে না।' ইসকন বাংলাদেশ সরকার এবং দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, সংগঠন সম্পর্কে অপপ্রচারে কান না দিতে।

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম

কলকাতা,২৮নভেম্বরঃবাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর চলেছে অত্যাচার ও নিপী।ন। হাসিনা সরকারের পতনের পরেই শুরু হয় হিন্দুদের উপর অত্যাচার। এই নিয়ে পথে নেমেছে বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন। বাংলাদেশের হিন্দু নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুকে গ্রেফতার করে বাংলাদেশের পুলিশ। সেই নিয়ে উত্তাল হয়ে ওঠে বাংলাদেশের হিন্দু সমাজ। এই নিয়েই মঙ্গলবার মুখ খোলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।ন্ড ফিরহাদ বলেন, বাংলাদেশে যা হচ্ছে তা মোটেই কাম্য নয়। বাংলাদেশে আগে একটা ধর্ম নিরপেক্ষতার বাতাবারণ ছিল। কিন্তু নতুন সরকার আসার পড়ে সেই ধর্ম নিরপেক্ষতা আর নেই। তিনি বলেন, এই সরকার পাকিস্তানের মতো পিছিয়ে পড়বে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, পররাষ্ট্রের বিষয় নিয়ে তারা কোনো কথা বলেন না। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়। তবুও যেহেতু তাদের প্রতিবেশী আর দুই বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতি এক তাই বিষয়টা উল্লেখ করলেন। ফিরাদ হকিম বলেন, তিনি খুবই মর্মহত এই বিষয়ে। তিনি ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করেন, কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশ সরকার ধর্ম নিপেক্ষতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে।

দূষণে হাঁসফাঁস অবস্থা দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর ঃ বায়ুদূষণে হাঁসফাঁস করছে রাজধানী দিল্লি। ক্রমাগত খারাপ হচ্ছে দিল্লির বাতাস, চারিদিকে শুধু ধোঁয়াশা আর ধোঁয়াশা। দূষণ এতটাই যে, বিষিয়ে উঠেছে দিল্লির বাতাবরণ। দূষণ কমানোর চেষ্টা যে হচ্ছে না, তা নয় তবুও দিল্লিতে ধোঁয়াশা রয়েছে।বৃহস্পতিবার সকালে কুয়াশা ও ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল দিল্লির বাতাবরণ। ইন্ডিয়া গেট থেকে কর্তব্যপথ, অক্ষরধাম থেকে লালকেল্লা - সর্বত্রই অতি ঘন ধোঁয়াশা ছিল। সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে অনেকেই শ্বাসকষ্টের সমস্যার কথা জানিয়েছেন। ধোঁয়াশার কারণে দৃশ্যমানতাও কিছুটা কমে যায় দিল্লিতে। নতুন দিল্লি রেল স্টেশন চত্বরে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩০১।দূষণ তো রয়েছেই, এরইমধ্যে দিল্লিতে যমুনা নদীর জল এখনও বিষাক্ত অবস্থায় রয়েছে। এদিন

এ এক অসম বন্ধুত্বের গল্প

বিশেষ প্রতিবেদন,২৮নভেম্বরঃ না, গল্প নয়! একদম সত্যি কথা। মানুষের সঙ্গে না-মানুষের বন্ধুত্বে কথা। বেশি দূরে নয়, ঘটনা মহেশতলার। মহেশতলার সুশান্ত মণ্ডলের জীবনে এক অসাধারণ স্পর্শের কথকতা যেন! তিনি ক্যাব চালব। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা অনলাইন অ্যাপ ক্যাবেই চলে সুশান্তর রোজগার। কিন্তু সাধারণ এই ক্যাব চালকের সঙ্গী হয়েছে ছোট্ট এক পাখি। শীর্ণকায় সেই বুলবুলিই হয়ে উঠেছে ওই তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতা, রাজপথে সাদা অল্টো গাড়ির ওই চালকের কাঁধে দিব্যি খোশমেজাজে বাস ছোট্ট 'ন্ড জোড়া বুলবুল পাখির একটিকে নিয়েই চলাফেরা সুশান্তর। এমনকী চা থেকে ভাত, 'ঝটুর জন্য আলাদা কোনও ব্যবস্থা করতে হয় না ওই ক্যাব চালকের। ১৫-১৬ ঘণ্টা গাড়িতে চেপে ঝটুর ক্লান্তি আসে না একটুও। যাত্রীদের কাছেও খুব একটা বিরক্তির কারণ হয় না ছোট্ট বুলবুলি। তিনি বলেন, আমার বাড়ির পাশের একটি গাছের তলায় পড়েছিল একজোড়া বুলবুলি পাখি। আমার স্ত্রী ওদের নিয়ে আসে। খাঁচায় নয়, তারপর থেকে বাইরে ছেড়ে রেখেই ওদের যত্ন শুরু করি। তবে ঝটু অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। আমার সঙ্গ ছাড়ে না। গাড়ি চালাই ওকে নিয়েই, কোথাও চলে যায় না। যা খাব, তাই দিতে হবে। যেন আমার জীবনের একটা অঙ্গ ও।

হাতে সংবিধান, লোকসভার সাংসদ হিসেবে শপথ নিলেন প্রিয়াঙ্কা

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর ঃকেরলের ওয়ানাড সংসদীয় উপনির্বাচনে বিরাট জয়ের পর বৃহস্পতিবার সংসদে এলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। এদিন সকালে লোকসভার সাংসদ হিসেবে শপথ নিতে সংসদে আসেন প্রিয়াঙ্কা। সঙ্গে ছিলেন তাঁর মা সোনিয়া গান্ধী, দাদা রাহুল গান্ধী ও দলের সহকর্মীরা। এছাড়াও প্রিয়াঙ্কার ছেলে ও মেয়ে রায়হান এবং মিরায়া সংসদে আসেন।সংসদে চত্বরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে প্রিয়াঙ্কা বলেছেন, আমি ভীষণ খুশি। এদিন সকালে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় ফুল দিয়ে প্রিয়াঙ্কাকে অভিবাদন জানানো হয়। ফুল দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয় প্রিয়াঙ্কার গাড়ি। পরে হাতে সংবিধান নিয়ে, লোকসভার সাংসদ হিসেবে শপথ নিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা। এছাড়াও নন্দেদ উপনির্বাচনে জয়ী রবীন্দ্র বসন্তরাও চাভানও লোকসভার সাংসদ হিসেবে শপথ নিয়েছেন। অন্যদিকে কেরলের ওয়ানাড সংসদীয় উপনির্বাচনে বিরাট জয়ের পর বৃহস্পতিবার সংসদে এলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। এদিন সকালে সাংসদ হিসেবে শপথ নিতে সংসদে আসেন প্রিয়াঙ্কা। সঙ্গে ছিলেন তাঁর মা সোনিয়া গান্ধী, দাদা রাহুল গান্ধী ও দলের সহকর্মীরা। এছাড়াও প্রিয়াঙ্কার ছেলে ও মেয়ে রাযহান এবং মিরায়া সংসদে আসেন।সংসদে চত্বরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে প্রিয়াঙ্কা বলেছেন, আমি ভীষণ খুশি। এদিন সকালে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় ফুল দিয়ে প্রিয়াঙ্কাকে অভিবাদন জানানো হয়। ফুল দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয় প্রিয়াঙ্কার গাড়ি।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে শুক্রবার অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন, উত্তেজনা তুঙ্গে

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর ঃ শুক্রবার বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম সংলগ্ন বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।৪ বছর আগে তকালীন বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধর্মতলার একটি তারকাখচিত হোটেলে আয়োজিত নির্বাচনে হারিয়েছিলেন তাঁর ভাই স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়।চার বছর আগে দুভাইয়ের প্রশাসনিক শীর্ষপদে বসা নিয়ে উত্তপ্ত হয়েছিল ময়দান। দুই বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর দাদা ও ভাই। ফলে রাজ্য অলিম্পিক ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচনে দুভাইয়ের লড়াইয়ে অস্বস্তিতে পড়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর পরিবার। বহু চেষ্টা করে ছোট ভাই স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বড় ভাই অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নির্বাচনে না দাঁড়ানোর অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি শোনেননি ।এবার অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনে আর দুভাইয়ের লড়াই নয়, প্রতিপক্ষের মুখ পরিবর্তন হযেছে। বর্তমান বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনকে কোনঠাসা করতে আসরে নেমেছেন ক্রী।মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং তা তিনি করছেন রাজ্যের শাসকদলের নির্দেশ অনুসারে।রাজ্যের ক্রী।মন্ত্রী বকলমে যে প্রার্থী দিয়েছেন তিনি হলেন রোয়িংয়ের চন্দন রায়চৌধুরী। তিনি সভাপতি পদে দাঁ।চ্ছেন । আর সহ-সভাপতি পদে বিশ্বরূপ দে । সচিব পদে জহর দাস রয়েছেন ।বেঙ্গল অলিম্পিক সংস্থার নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে বিশ্বরূপ দে বলেছেন, তিনি দলের নির্দেশ দাঁড়িযেছেন। অতীতে সিএবি নির্বাচন এবং আইএফএ নির্বাচনেও দলের নির্দেশ মত চলেছিলেন । এবারও সেইভাবেই

ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন হেমন্ত সোরেন, শক্তি প্রদর্শন ইন্ডি জোটের

রাঁচি, ২৮ নভেম্বর ঃ ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার কার্যকরী সভাপতি হেমন্ত সোরেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে ঝাড়খণ্ডের ১৪-তম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন হেমন্ত সোরেন। রাঁচির মোরহাবাদী ময়দানে হেমন্ত সোরেনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। হেমন্ত সোরেনকে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল সন্তোষ কুমার গাঙ্গোয়ার। শপথগ্রহণের পর হেমন্তকে অভিনন্দন জানান রাজ্যপাল।হেমন্ত সোরেনের এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে শক্তিঃ প্রদর্শন করল ইন্ডি জোট। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও তাঁর স্ত্রী সুনিতা কেজরিওয়াল, এএপি সাংসদ রাঘব চাড্ডা, পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান প্রমুখ। এছাড়াও তামিলনাড়ুর উপমুখ্যমন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিন, কংগ্রেস নেতা ডি কে শিবকুমার, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব উপস্থিত ছিলেন।

উচ্চ ফলনশীল ধান চাষে সাফল্য মিলল পুর্ব মেদিনীপুরে

পূর্ব মেদিনীপুর,২৮নভেম্বরঃউচ্চ ফলনশীল ধানচাষে সাফল্য মিলল পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান নুজিভীডু সিডস জানিয়েছে, তাদের গবেষনায় তৈরি ' ইন্দ্রানী 'এন পি ৭০৬১ নামে ধান বীজ উপাদনে ঘাটতি মেটাতে সাহায্য করবে। পরিসংখ্যান বলছে, পশ্চিমবঙ্গে শুধু ধান উপাদন কমেছে এমন নয়, সামগ্রিকভাবে কৃষিজাত উপাদন হ্রাস পেয়েছে। এজন্য মূলত জলবায়ু পরিবর্তনকে দায়ী করা হয়েছে। এই সমস্যা মেটাতেই উচ্চফলনশীল শস্যের দিকে ঝুঁকছেন সকলে। এই ধরনের ধানগাছের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি বলে পোকামাকড়ের আক্রমণে ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও কম। নতুন এই ধানবীজ বিভিন্ন ধরনের মাটি ও জলবায়ু অনুযায়ী, কৃষকদের তারা বীজ সরবরাহ করে। এই ধরনের বীজ থেকে উপন্ন গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি, উচ্চ ফলনের সম্ভাবনাও থাকে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুরের কৃষ্ণপুর গ্রামের চাষীরা ইন্দ্রাণী ধান চাষে ভালো সাফল্য পেয়েছে। কারণ বন্যায় বেশ কয়েকদিন ক্ষেত ডুবে থাকলেও এই গাছের তেমন ক্ষতি হয় না। শিসের দৈর্ঘ্য বেশ বড়ো হওয়ায় ধান কাটতেও খুব সুবিধা হয়। তাছাড়া দানাগুলিও বেশ পুরুষ্টু। এই ধানচাষে কৃষকদের সাফল্য প্রচার করতে পূর্ব মেদিনীপুরের বীরবরপুরের সারসা গ্রামে এবং পটাশপুরের কৃষ্ণপুর গ্রামে সেলিব্রিটি মেগা শো অনুষ্ঠীত হয়। ছিলেন কৌতুকাভিনেতা মাকু এবং বোলপুরের শিল্পী উত্তম দাস বাউল। ইন্দ্রানী নিয়ে গান শোনান উত্তম দাস বাউল। অনুষ্ঠানে কৌতুকাভিনেতা মাকু কৌতুকের মাধ্যমে চাষিদের বোঝান এই ধানচাষে কেমন লাভ হয়। কর্তৃপক্ষের আশা,এই ধান চাষ করলে কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থারও দ্রুত উন্নতি হবে। আশ্চর্যের বিষয়, কাটা পর্যন্ত গাছ পড়ে যায় না। সব গুলি সমান মাপের লম্বা শীষ। একসঙ্গে সব ধান পাকে তাই কাটা সহজ এবং ফসল পাওয়া যায় বেশি।

সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের সূচনায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২৮নভেম্বরঃ নমস্কার বন্ধুগণ,এটা শীতকালীন অধিবেশন এবং আবহাওয়াও ঠান্ডা থাকবে। আমরা ২০২৪ - এর শেষ পর্যায়ে এবং দেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে ২০২৫'কে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হচ্ছে। বন্ধুগণ,সংসদের এই অধিবেশন অনেক দিক দিয়েই বিশেষ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি, সেটি হ'ল - আমাদের সংবিধানের ৭৫ বছরের যাত্রা। কারণ, এটি ৭৫ বছরে পা দিচ্ছে। এটা গণতন্ত্রের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। আগামীকাল আমরা সংবিধান সভায় আমাদের সংবিধানের ৭৫তম বর্ষ পালন শুরু করব একসঙ্গে। সংবিধান নির্মাতারা খস।। রচনার সময় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রতিটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, যার ফল এই সুঃদর নথিটি। এটির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ আমাদের সংসদ ও তার সদস্যগণ। সংসদের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যকর আলোচনা, যেখানে যত বেশি সংখ্যক মানুষের যোগদান সম্ভব। দুর্ভাগ্যজনকভাবে মানুষের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তিরা নিরত চেষ্টা করছে সংসদকে দখল করতে, তাকে অচল করে দেওয়ার অভিসন্ধি নিয়ে রাজনৈতিক লাভের জন্য। সংসদকে অচল করে দেওয়ার তাদের লক্ষ্য খুব কম সময়েই সফল হয়েছে। মানুষ তাদের কাজের প্রতি নজর রাখেন, সময় এলে শাস্তিও দেন। ন্ডাই হোক, সবচেয়ে অস্বস্তিকর বিষয়টি হ'ল - এই ধরনের আচরণ নতুন সাংসদদের অধিকার খর্ব করে - যাঁরা সব দল থেকেই নতুন ভাবনা ও প্রাণশক্তি নিয়ে আসেন। খুব কম সময়েই এই নতুন সদস্যরা সবাই বলার সুযোগ পান। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রত্যেক প্রজন্মের দায়িত্ব পরবর্তী প্রজন্মকে তৈরি করে দেওয়া। কিন্তু, যারা বারংবার মানুষের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হচ্ছেন - ৮০, ৯০ বার - সংসদে আলোচনাও করতে দিচ্ছেন না, গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকেও সম্মান জানাচ্ছেন না। মানুষের প্রতি তাদের কী দায়িত্ব, সেটাও তারা বোঝেন না। ফলে হয় কি, তারা মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হন, ভোটদাতারা তাদের পুনরায় প্রত্যাখ্যান করেন। বন্ধুগণ,এই সভা গণতন্ত্রের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ২০২৪ - এর সংসদীয় নির্বাচনের পর রাজ্যে রাজ্যে দেশের মানুষ সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁদের ভাবনা-চিন্তা ও আশা-আকাঙ্খা ব্যক্ত করার। এই রাজ্যগুলির নির্বাচনের ফলাফল ২০২৪ - এর লোকসভা নির্বাচনের ফলকে আরও শক্তিশালী করেছে, সমর্থনের ভিত মজবুত করেছে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আস্থা বৃদ্ধি করেছে। গণতন্ত্রে মানুষের মনোভাবকে সম্মান করা এবং তাঁদের আশা-আকাঙ্খা পূরণ করতে নিরন্তর কাজ করে যাওয়া আমাদের আবশ্য কর্তব্য। আমি বারবার বিরোধীদের কাছে আবেদন রেখেছি এবং কয়েকজন বিরোধী সদস্য অত্যন্ত দায়িত্বশীল ব্যবহারও করেছেন। তাঁরাও চান সভা সুষ্ঠুভাবে চলুক। তবে, মানুষের দ্বারা যারা প্রত্যাখ্যাত, তারা অনেক সময় তাদের সহকর্মীদের কন্ঠও রোধ করেছেন, তাঁদের ভাবনাকে অসম্মানও করেছেন এবং গণতন্ত্রের মূল্যবোধকে অবহেলা করেছেন। আমার আশা, সব দলের নতুন সদস্যরা সুযোগ পেয়েছেন। তাঁরা ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন ধারণা ও উদ্ভাবনী দৃষ্টিকোণ নিয়ে আসবেন। আজ সারা বিশ্ব অনেক আশা নিয়ে ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে। সংসদের সদস্য হিসেবে আমাদের সময়টিকে ব্যবহার করতে হবে ভারতের আন্তর্জাতিক শ্রদ্ধা ও আকর্ষণকে আরও বাড়াতে। এই ধরনের সুযোগ, যা বিশ্ব মঞ্চে ভারত পেয়েছে, তা খুব বিরল। ভারতের সংসদ থেকে যে বার্তা দেওয়া হবে, তাতে গণতন্ত্রের প্রতি ভোটদাতাদের নিষ্ঠা, সংবিধানের প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতা এবং সংসদীয় কাজকর্মে তাঁদের আস্থার প্রতিফলন থাকা উচিত। ন্ডতাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের তাঁদের মনোভাবকে যথাযথ সম্মান দেওয়া উচিত। এখন সময় এসেছে যে, এ যাব যত সময় নষ্ট হয়েছে, তা পূরণ করতে সভায় বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা। ভবিষ্য প্রজন্ম এই আলোচনা করে তা থেকে অনুপ্রেরণা পাক। আমি আশা করি, এই অধিবেশন হবে অত্যন্ত ফলপ্রসূ। সংবিধানের ৭৫ বছরের গরিমা বৃদ্ধি করবে, ভারতের আন্তর্জাতিক অবস্থান শক্ত করবে, নতুন সাংসদদের সুযোগ দেবে এবং নতুন ভাবনাকে স্বাগত জানাবে। এই মনোভাব নিয়ে আমি আরও একবার সংসদের সকল মাননীয় সদস্যদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে এই অধিবেশনকে ব্যবহার করার জন্য আমন্ত্রণ ও স্বাগত জানাই। ন্ডসকলকে অনেক ধন্যবাদ।

ধ্যান চাঁদ একজন আইকনিক হকি খেলোয়াড়

মধুসূদন দে, বাঁকুড়াঃ২৯ শে আগস্ট। ১৯০৫ সাল। হকির কিংবদন্তী খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদের জন্মদিন। ভারত সরকার ২০১২ সাল থেকে প্রতিবছর ২৯ শে আগস্ট জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন করে। ভারতে খেলাধুলার ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ অবদানের সম্মানে জাতীয় ক্রীড়া দিবস ঘোষণা করা হয়।হকির জাদুকর ধ্যান চাঁদ। ভারতের এলাহাবাদ শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর হকি খেলোয়াড়। ১৯২৮ সালে অলিম্পিকের জন্য ভারতে হকি খেলোয়াড় বাছাই করা হয়। ধ্যানচাঁদ উত্তর প্রদেশ থেকে সুযোগ পান। প্রথম ম্যাচ থেকেই ক্যারিশমা দেখাতে শুরু করেন। দুর্দান্ত গতি। দারুণ পাস দেওয়ার ক্ষমতা। সবাইকে চমকে দেন। জাযগা পেযে যান জাতীয় দলে। সেখান থেকে সোজা হল্যান্ডের আমস্টারডামে আযোজিত অলিম্পিকে।১৯২৮ সালের ১৭ ই মে অলিম্পিক হকিতে অভিষেক হয়। প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ ছিল অস্ট্রিয়া।৬-০ গোলে ভারত ম্যাচ জিতে নিল। ধ্যানচাঁদ নিজেই তিন গোল করেন। সে বারের অলিম্পিকে চাঁদ একাধিক গোল করেন। দর্শকেরা মুগ্ধ হয়ে তাঁর খেলা উপভোগ করেন। অলিম্পিকে ভারত সোনা জিতে। এটাই ছিল ভারতের প্রথম স্বর্ণ পদক।১৯৩২ সালের লস এঞ্জেলেস অলিম্পিক। ভারত আরও ভয়ংকর হয়ে উঠে। চাঁদের খেলা দেখে জার্মান এক নায়ক হিটলার তাঁর ভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। ধ্যানচাঁদ কে জার্মানির হয়ে খেলার জন্য নাগরিকত্ব দিতে চেয়েছিলেন। আর বলেছিলেন- যত টাকা চান দেওয়া হবে। ধ্যান চাঁদ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বলেছিলেন- আমি টাকার জন্য খেলি না, আমি খেলি দেশের জন্য।১৯৩৬ সালে বার্লিন অলিম্পিকের ফাইনালে হিটলারের চোখের সামনে জার্মান দলকে হারিয়ে ভারত তৃতীয় বারের মতো অলিম্পিকের শিরোপা ঘরে তোলে। ১৯৪৮ সালে তিনি হকি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। মারা যান ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে। তিনি ছিলেন একজন আইকনিক হকি খেলোয়াড়।

আবাস যোজনা নিয়ে একদম অভিনব কেলেঙ্কারি - সব সীমা ছাড়িয়ে

কলকাতা,২৮নভেম্বরঃআবাস যোজনা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে শাসক দলের দুর্নীতি আর নতুন কিছু নয়। কিন্তু দুর্নীতির নিত্য নতুন পদ্ধতি দেখে মানুষ হতবাক। এমন অভিনব দুর্নীতি বলেই তা আজকের অফবিট নিউজ। আবাসের টাকাতেই নাকি তৈরি হয়ে গিয়েছে হোম স্টে। রমরমিয়ে চলছে ব্যবসা। আবাসে বেলাগাম স্বজনপোষণের অভিযোগের মধ্যেই এই ছবি দেখা গেল টাকি পৌরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডে। এখানেই থাকেন রেশন ডিলার মানস দাস। অভিযোগ, একতলা পাকা বাড়ি থাকার পরেও আবাস ২০১৯-২০ সালে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা পান। সেই টাকাতেই হয় দোতলা। তারপর তিনতলা। বাড়ি পরিচিতিও ততক্ষণে গিয়েছে। সামনে এসেছে 'ইচ্ছেডানা হোমস্টে'। জানাজানি হতেই এলাকায় এই নিয়ে শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক। রেশন ডিলারের অবশ্য দাবি, যখন তিনি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার জন্য আবেদন করেছিলেন তখন তিনি বেকার ছিলেন। বাবার মৃত্যু পর তিনি রেশনের দোকান চালান। যদিও পুর প্রধান সোমনাথ মুখোপাধ্যায় বলছেন, আমরা যখন মানস দাসকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি তাঁর নামে বরাদ্দ করেছি তখন তিনি বেকার ছিলেন। টাকি পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ফারুক গাজির দাবি, তাঁকে নাকি হোম স্টে করার কোনও অনুমতিই দেওয়া হয়নি। টাকি পৌরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে,জায়গা ছোট থাকার জন্য দোতলা বাড়ি করার অনুমতি পেয়েছিলেন। কিন্তু, উনি তিনতলা করে হোমস্টের সাইবোর্ড ঝুলিয়েছেন। খবর পাওয়া মাত্র ওনাকে নোটিস পাঠানো হয়েছে। জানানো হয়েছে সরকারি ঘরে হোম স্টে করা যাবে না। একেই বলে আবাস দুর্নীতি, যার কোনো সীমা নেই।

তিন লক্ষ টাকার জাল নোট সহ ধৃত এক ব্যক্তি

কলকাতা,২৮নভেম্বরঃবৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ধর্মতলা বাস ডিপোতে ছেয়ে গিয়েছিল STF আধিকারিকরা। প্রথমে কেউ কিছু বুঝতে না পারলেও পরে উত্তরবঙ্গ থেকে একটি বাস ধর্মতলা ট্রাম ডিপোতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তপর হয়ে ওঠেন ওই আধিকারিকরা। চলে ম্যারাথন তল্লাশি। সন্দেহজনক এক ব্যক্তিকে তারা ধরেন। তার কাছে থাকা একটি ব্যাগেও চালানো হয় তল্লাশি। এরপরই আধিকারিকদের হাতে আসে পাঁচশো টাকার বান্ডিল-বান্ডিল জাল নোট। আটক হওয়া ব্যক্তিকে ওখানেই পুলিশ পাহারায় বসিয়ে রাখা হয়েছে। এসটিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, আটক ব্যক্তি মালদহ থেকে বাসে উঠেছিলেন। ব্যক্তির নাম মনোয়ার শেখ। মালদহের কালিয়াচকে বাড়ি। প্রায় তিন লক্ষ টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। এলাকায় বেশ ভিড় জমে যায়। পুলিশকে ভিড় সামলাতে বেশ বেগ পেতে হয়। সূত্রের খবর, STF এর কাছে আগেই খবর ছিল উত্তরবঙ্গ থেকে এক জাল নোটের কারবারি কলকাতায় আসছে বাসে করে। সেই মতো তারাও প্রস্তুত ছিল। ইতিমধ্যে ওই ব্যক্তিকে হেফাজতে নিয়ে তারা জানার চেষ্টা করছে কার থেকে ওই টাকা নিয়ে তিনি কাকে দিতে যাচ্ছিলেন।

আজকের আবহাওয়া

কলকাতা,২৮নভেম্বরঃফেঙ্গাইলের প্রভাব কিছুটা হলেও পড়েছে বাংলায়। ফলে এক লাফে বাংলার তাপমাত্রা কিছুটা বে।ছে। বাতাসে ঢুকেছে অনেকটা জলীয় বাষ্প। বৃহস্পতিবার সকালে আলিপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা যাচ্ছে, সপ্তাহান্তে উপকূলে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বৃষ্টি হতে পারে ৩০ ও ১ তারিখ। পয়লা ডিসেম্বর একদম হালকা বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরে। ফেঙ্গালের পরোক্ষ প্রভাবে তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করেছে এ রাজ্যে। জলীয় বাষ্প ক্রমাগত ঢুকতে শুরু করায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বাড়ছে ক্রমাগত। কার্যত শীতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ঘূর্ণিঝ। ফেঙ্গাইল। ফলে আরও ২৩ দিন তাপমাত্রা কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। ন্ড ইতিমধ্যে তামিলনা। উপকূলে ফেঙ্গাইল আছড়ে পড়েছে। যতটা ভাবা হয়েছিল ঠিক ততটা ভয়ঙ্কর হয় নি। আজ কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বুধবারের চেয়ে প্রায় দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি তাপমাত্রা বেড়েছে। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকালের চেয়ে প্রায় দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি।রাতের তাপমাত্রা আরও কিছুটা বাড়ার আশঙ্কা। বাঁকুড়ায় বৃহস্পতিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, শ্রীনিকেতনে তাপমাত্রা ১৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আসানসোল ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা, দমদমে আজ ১৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা। ডিসেম্বরের শুরুতে জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়তে চলেছে বলেই সূত্রের খবর।

ঝাড়খণ্ডের কুন্তি জেলায় আবার ঘটলো দিল্লির শ্রদ্ধাকাণ্ডের মতো ঘটনা

ঝাড়খন্ড,২৮নভেম্বরঃ নারী নির্যাতন দিন দিন বেড়েই চলেছে। হাজার বছর আগে যখন সমাজ পুরুষ শাসিত হওয়া শুরু করে, তখন কিন্তু এভাবে নারী নির্যাতন হতো না। আমরা যত আধুনিক হচ্ছি ততই বাড়ছে নারী নির্যাতন। তা আবার নিজের দীর্ঘদিনের প্রেমিকাকে হত্যা করা। লিভ-ইন পার্টনারকে খুন করে ৪০-৫০ টুকরো করল যুবক। শুধু তাই নয়, তাঁকে ধর্ষণও করেছে সে খুনের আগে। তারপর ফেলে দেয় জঙ্গলে। নারকীয় এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়খণ্ডের কুন্তি জেলায়। ঘটনাটি নারকীয় তাতে সন্দেহ নেই। সুস্থ কোনো মানুষ এভাবে কাউকে খুন করতে পারে তা কল্পনার বাইরে। জানা যাচ্ছে, ২৪ নভেম্বর জরিয়াগ। থানা এলাকার জোরদাগ গ্রামের কাছে একটি জঙ্গলে মানবদেহের কাটা অংশ মিলেছিল। একটি কুকুরকে দেখা গেছিল সে খাচ্ছে সেগুলি। তারপরই ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। অবশেষে গ্রেফতার করা হয় ২৫ বছর বয়সি নরেশ ভেংড়া নামের এক যুবককে। তখন পুলিশ জানতে পারে, অন্তত ১৪ দিন আগে নিজের লিভ-ইন পার্টনারকে ধর্ষণ করে খুন করে তাঁর দেহ টুকরো করে ফেলে দিয়েছিল সে। পুলিশ স্তম্ভিত ওই যুবকের কান্ড দেখে। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে ওই যুবক তার লিভ-ইন পার্টনারকে না জানিয়ে অন্য এক মহিলাকে বিয়ে করেছিল। আর এখন থেকে শুরু হয় দু'জনের গন্ডগোল। আর তার পরিনাম হলো ভয়ঙ্কর।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১২ অগ্রহায়ন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার, ইংরেজীঃ২৮ নভেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ১৩ অগ্রহায়ন, চান্দ্রঃ ২৮ কেশব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ , বাংলাদেশঃ১৩ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৭ অগ্রহায়ন ১৯৪৬, মৈতৈঃ২৮ হিয়াঙ্গৈ, আসামঃ ১২ অঘোন, মুসলিমঃ২৬-জমাদিউল-আউয়াল-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ০০ঃ৩১ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৪৮ঃ০৮।চন্দ্র উদয়ঃশেষ রাত্রি ০৪ঃ০৫ঃ১৪(২৮) এবং অস্তঃবিকাল ০৩ঃ১৮ঃ৫৮(২৯)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃ ত্রয়োদশী (জয়া) কাল ঘ ০৭ঃ৪৭ঃ৫৪ দং ৪২৬৩০ পর্যন্তনক্ষত্রঃস্বাতী কাল ঘ ১০ঃ২১ঃ১৬ দং ১০৪৯৫৫ পর্যন্ত পরে বিশাখাকরণঃগর রাত্রিঃ ০৬ঃ৪৬ঃ৪৩ দং ৩১৫৫১৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃসৌভাগ্য সন্ধ্যা ঘ ০৪ঃ৫৭ঃ৩৭ দং ২৭২২৩০ পর্যন্ত পরে শোভনঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ০০ঃ৩৭ থেকে - ০৭ঃ২৬ঃ৫৮ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ১২ঃ২১ থেকে - ০২ঃ৩৮ঃ৪২ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৪১ঃ০৩ থেকে - ০৯ঃ১২ঃ২১ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৫০ঃ৫০ থেকে - ০৩ঃ২২ঃ০৮ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৪ঃ৫৮ থেকে - ০৬ঃ০০ঃ৩৭ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৯ঃ৩৬ঃ২৯ থেকে - ১০ঃ১৯ঃ৪০ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০৮ঃ১৯ঃ৩২ থেকে - ০৯ঃ১২ঃ২১ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০২ঃ০৬ঃ১৯ থেকে - ০৩ঃ২৭ঃ১৬ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৩ঃ২৭ঃ১৬ থেকে - ০৪ঃ৪৮ঃ১৩ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ১১ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০১ঃ০৩ঃ২৮ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৭১২৩৪১২ (১৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ৬১৭০৪২ (১৫) ৪ পদমঙ্গলঃ৩৯৫১৪২ (৮) ২ পদবুধঃ৭১৮৪৫৪৭ (১৮) ১ পদবৃহস্পতিঃ১২৪২১৪৮ (৫) ১ পদশুক্রঃ৮২৫৩৪৫১ (২০) ৪ পদ শনিঃ১০১৫২৫১৭ (২৪) ৩ পদরাহুঃ১১১১১৯৫৬ (২৬) ৩ পদকেতুঃ৫১১১৯৫৬ (১৩) ১ পদবুধ বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃ বৃশ্চিক রাশি সকাল ০৭ঃ২২ঃ৩৬ পর্যন্ত। ধনু রাশি সকাল ০৯ঃ২৭ঃ৫৩ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ১১ঃ১৪ঃ৪৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ১২ঃ৪৮ঃ১২ পর্যন্ত। মীন রাশি দুপুর ০২ঃ১৯ঃ১৬ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০৩ঃ৫৯ঃ৪৯ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৮ঃ১২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ১১ঃ৩২ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্র ১০ঃ২৭ঃ১৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৮ঃ৩৪ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৪৮ঃ৪৫ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০৫ঃ০২ঃ৫৫ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

শহর কলকাতায় ১৮ ডিগ্রির ঘরেই রয়েছে রাতের তাপমাত্রা। আগামী ৭২ ঘণ্টা খুব একটা তাপমাত্রা হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাপমাত্রা খুব বেশি নামার সম্ভাবনাও নেই। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে ০.৭ ডিগ্রি কম। জোয়ার-সকাল ৯ টা ৫১ মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫১ মিনিট। ভাটা-সকাল ৭ টা ৫১মনিট এবং রাত ৩ টা ৫১মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৫৯ মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৪৬মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃ পারিবারিক সমস্যা মেটানোর জন্য স্ত্রীর সাহায্যে কাজের সন্ধান পাবেন। শুভদিন। শুভদিন
বৃষ রাশিঃসৃষ্টিশীল কাজে আপনার মেধার বিকাশে নাম ও যশ বৃদ্ধি পাবে। ঔষধ, লৌহ ও বস্ত্র ব্যবসায়ীর জন্য সুখবর থাকবে। অর্থ ব্যয়।
মিথুন রাশিঃ ফাটকা ব্যবসায়ে ভালো অর্থ হাতে আসতে পারে। শুভদিন
কর্কট রাশিঃরাজনীতিবিদরা সাংগঠনিক কাজে সুফল পেতে পারেন। বিবাহের যোগ হবে আজ।
সিংহ রাশিঃ অবিবাহিতরা প্রেমের প্রস্তাব পেতে পারেন। সংসারে শান্তি
কন্যা রাশিঃবয়ঃসন্ধির সন্তানদের হাতে অতিরিক্ত অর্থ দেবেন না।।
তুলা রাশিঃকর্মক্ষেত্রে গোলযোগের জন্য সংস্থা পরিবর্তন করতে হতে পারে। শ্বশুরকুল থেকে হঠাৎ কিছু সম্পত্তি হাতে আসতে পারে।
বৃশ্চিক রাশিঃ সন্তান পড়াশোনায় অমনোযোগী হলেও পরীক্ষার ফল ভালোই হবে। ছোট ব্যবাসায়ীরা আশানুরূপ উন্নতির সুযোগ পাবেন।
ধনু রাশিঃচাকরিস্থানে আরও ভালো খবর আশা করতে পারেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সাবধানে থাকুন। আর্থিক উন্নতি হবে আজ থেকে।
মকর রাশিঃ ব্যবসায়ীরা প্রতিবেশী ব্যবসায়ীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করুন। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি। শুভদিন
কুম্ভ রাশিঃ মা, বাবা ও ভাইবোনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন। কাজের সুযোগ হবে।
মীন রাশিঃ অংশীদারী ব্যবসায় এখনই বড় বিনিয়োগ করবেন না। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হোন।

তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ির লক্ষ্য করে বোমাবাজি, অভিযোগ বিজেপির দিকে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসন্তী, ২৮ নভেম্বরঃ রাজনৈতিক গন্ডগোলে উত্তেজনা জয়নগর লোকসভার বাসন্তীতে। এবার তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি চললো। কাঠগড়ায় বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য। বুধবার বিকালে দঃ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানা এলাকার এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তৃণমূলের ওই নেতার বাড়ি ও দোকান পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা যায়। তবে এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে বিজেপির এক পঞ্চায়েত সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয়

বাসন্তী

সূত্রে জানা যায়, জয়নগর লোকসভার অধীন বাসন্তী বিধানসভার উত্তর মোকামডিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূল নেতা অশোক প্রধানের বাড়ি লক্ষ্য করে কেউ বা কারা দুটি বোমা ছোড়ে বলে অভিযোগ। একটি বোমা ফাটে। অন্যটি বাড়ির পাশেই পড়েছিল বলে জানা গিয়েছে।এই বোমাবাজির ঘটনায় তাঁর বাড়ির সংলগ্ন একটি দোকান ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জানলা, দরজা ভেঙে গিয়েছে। অ্যাসবেসটসের ছাউনি উড়ে গিয়েছে। আতঙ্কে রয়েছেন পরিবারের লোকেরা। আগেও বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই তৃণমূল নেতাকে মারধর করেছে বলে অভিযোগ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের। এব্যাপারে বাসন্তীর বিধায়ক তৃনমূলের শ্যামল মন্ডল বলেন, বিজেপির দুস্কৃতীরা এর আগেও এই ঘটনা ঘটিয়েছিলো।

আমাদের কর্মীকে প্রাণে মারতে চায় ওরা।তবে তাদের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর বলেন, ওটা ওদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল, এর সাথে বিজেপি কোনো ভাবেই জড়িত নয় আমাদের পঞ্চায়েত সদস্যকে মিথ্যাভাবে জড়িয়েছে ওরা।

রিষড়া সেবা সদন হাসপাতালের আমূল সংস্কারে উদ্যোগী রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, রিষড়া হুগলি, ২৮ নভেম্বরঃ স্বাস্থ্য পরিষেবায় গতি আনতে রিষড়া সেবা সদন হাসপাতালের পরিকাঠামোর আমূল সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। একেবারে নতুন ভাবে সেবা সদনকে চালু করতে রাজ্য সরকার ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। রিষড়া সেবা সদন হাসপাতালে ভূমিপুজোর মধ্যে দিয়ে ওই পরিকাঠামো সংস্কারের কাজ শুরু হলো। শুক্রবার পুরোদমে ওই কাজ শুরু হবে বলে প্রশাসন সূত্রের খবর। রিষড়া পুরসভার পুরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্র বলেন, 'পরিকাঠামো সংস্কারের কাজ শুক্রবার শুরু হচ্ছে। ২০২৫ সালের মধ্যেই চালু হবে ৫০ শয্যার আধুনিক হাসপাতাল। তবে সেবা সদনের যে পুরোনো আদল ছিল, সেটা বজায় রেখেই নতুন ভাবে তাকে সাজানো হবে। চালু হবে ইন্ডোর ও আউটডোর পরিষেবাও।' প্রশাসন সূত্রের খবর, এ ব্যাপারে জমি সংক্রান্ত জটিলতা ছিল। সেটা কাটিয়ে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে গ্রামীণ হাসপাতালের আদলে রিষড়া সেবা সদনকে একটি ছোট হাসপাতাল হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। নতুন হাসপাতাল প্রাথমিক ভাবে হবে ৫০ শয্যার। সেখানে রক্তের বিভিন্ন জটিল পরীক্ষার পাশাপাশি আলট্রাসোনোগ্রাফি, এক্সরে ও ছোটখাটো অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা থাকবে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেবা সদনের আমূল সংস্কারের বিষয়ে বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হন।

৭ জনকে ফাঁসির সাজা শোনাল চুঁচুড়ার আদালত

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া হুগলি, ২৮ নভেম্বরঃ একযোগে ৭ জনকে ফাঁসির সাজা শোনাল আদালত। বড় রায় চুঁচুড়া আদালতের ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের। চার বছর আগের একটি খুনের ঘটনায় ২৫ নভেম্বর ৭ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। বৃহস্পতিবার সাজা শোনান বিচারক শিব শঙ্কর ঘোষ। জানা যাচ্ছে, ঘটনার নেপথ্যে ছিল ত্রিকোণ প্রেমের ঘটনা। ২০২০ সালের ১১ অক্টোবর চুঁচুড়া শহরের জনবহুল এলাকা রায়ের-বেড় থেকে বছর তেইশের যুবক বিষ্ণু মালকে বাড়ির সামনে থেকেই বাইকে করে তুলে নিয়ে যায় বিশাল দাস ও তাঁর সাগরেদরা। ওই রাতেই চাঁপদানি এলাকায় বিষ্ণুকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ ওঠে বিশালের বিরুদ্ধে। আলাদা করে ফেলা হয় মাথা। দেহ কেটে ছয় টুকরো করা হয়। পরে তা প্যাকেটে করে শেওড়াফুলি ও বৈদ্যবাটির বিভিন্ন জায়গায় ফেলে দেওয়া হয়। সেই সময় এই ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছিল এলাকায়। তখন থেকেই উঠছিল ফাঁসির দাবি। এদিকে পুলিশ ধরতেই নিজেরাই সব ঘটনা খুলে বলে বিশালের শাগরেদরা। পুলিশি জেরায় বিষ্ণুর দেহের কেটে ফেলা অংশ কোথায় কোথায় ফেলা হয় তা জানায় দুষ্কৃতীরা। সেই রেশ ধরে বাকি দেহাংশের খোঁজ মিললেও কাটা মাথার খোঁজ মেলেনি। এদিকে তখনও ধরা পড়েনি বিশাল। ওই বছরই ৩ নভেম্বর তাঁকে এলাকার লোকজন দেখতে পেয়ে ধরতে গেলে গুলিও চালায়। তবে পালাতে পারেনি। চন্দননগর থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায়। আনা হয় চুঁচুড়া থানায়। সেখানেই কাটা মাথা কোথায় ফেলেছে তার সন্ধান দেয় পুলিশকে। বৈদ্যবাটি খালের ধার থেকে প্লাস্টিকে মোড়ানো অবস্থায় মুন্ডু উদ্ধার করে পুলিশ। হাড়হিম করা এই ঘটনায় ততক্ষণে তোলপাড় চলছে সংবাদমাধ্যমে। বিশাল দাস ছাড়াও ফাঁসির সাজা হয়েছে রামকৃষ্ণ মণ্ডল, রথীন সিংহ, রাজকুমার প্রামাণিক, রতন ব্যাপারী, বিনোদ দাস, বিপ্লব বিশ্বাস, মান্তু ঘোষ ও সেখ মিন্টুর। সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''৩৪ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। বিষ্ণু একটা মেয়েকে ভালোবাসত। সেই প্রেমের কারণেই এই ঘটনা। মুরগি কাটার চপার দিয়ে টুকরো করে কাটে দেহ। এটা একেবারে বিরলতম ঘটনা। ৭ জনের ফাঁসির সাজা হয়েছে। আর বাকি একজনের সাত বছরের জেল হয়েছে।

বি গার্ডেন থানা এলাকার নস্করপাড়ায় বহুতলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আতঙ্ক

হাওড়া, ২৮ নভেম্বরঃ বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ হাওড়ার বি গার্ডেন থানা এলাকার নস্করপাড়ায় একটি বহুতলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায়। দমকলের ২টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে প্রায় ঘন্টা দেড়েকের চেষ্টায় ওই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিন দুপুর দেড়টা নাগাদ আগুন লাগে বলে দমকল সূত্রে জানা গেছে। বহুতলের যে তলায় আগুন লেগেছে সেখানে একটি বেসরকারি হাসপাতালের নার্সিং হোস্টেল রয়েছে। ধূপ থেকেই আগুন লাগে বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে। আগুনে কারও ক্ষয়ক্ষতি না হলেও ঘরের মধ্যে থাকা সব জিনিস পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। এই ঘটনায় আশপাশের লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

তবে সময়মতো দমকল এসে পড়ায় ও আশপাশের বাসিন্দারাও আগুন নেভানোর কাজে এগিয়ে আসায় বড় কোনও ঘটনা ঘটেনি। হাসপাতালের নার্সিং কর্মীরা ওই সময় হাসপাতালের কাজে ছিলেন। তবে তাদের সমস্ত জিনিসপত্র আগুনে ভস্মীভূত হয়। ওই সময় কোনও নার্সিং স্টাফই সেখানে ছিলেন না। তাই বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটেনি। দমকল আধিকারিক প্রদীপ পাত্র বলেন, মোমবাতি বা মশার ধূপের জন্য আগুন লাগে। ১টা ঘরে আগুন লেগেছিল। আগুন সম্পুর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। ঘরের ভিতরে বিছানা সহ অন্যান্য জিনিসপত্র ছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ২টি ইঞ্জিন। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। ঘরের মধ্যে সেই সময় কেউ ছিলেন না। দরজাও খোলাই ছিল।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল মদ বোঝাই পিকআপ ভ্যান, দুর্ঘটনায় মৃত ২

দুরন্ত বার্তা, বৈঁচি, ২৮ নভেম্বরঃ রাস্তার পাশে বসে তাস খেলছিলেন কয়েকজন। আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁদের উপর উল্টে গেল মদ বোঝাই পিকআপ ভ্যান। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুই জনের। আহত হয়েছেন চারজন। মৃতদের নাম দীপক সরকার (৩৯) এবং হীরালাল রায় (৬৮)। দুর্ঘটনাটি পাণ্ডুয়ার বৈঁচির। আহত গাড়ির চালক-সহ চারজনকে পাণ্ডুয়া থেকে চুঁচুড়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈঁচির দিক থেকে গুড়াপের দিকে দেশি মদ নিয়ে যাচ্ছিল একটি পিকআপ ভ্যান। বৈঁচির নুনিয়াডাঙার কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ইলেকট্রিক পোস্টে ধাক্কা মারে। সেইসময় রাস্তার ধারে চায়ের দোকানের পাশে একটি মাচায় বসে জনা ছয়েক গ্রামবাসী তাস খেলছিলেন। গাড়ি গিয়ে তাঁদের উপর পড়ে। ঘটনাস্থলে একজনের মৃত্যু হয়। গাড়ির তলা থেকে উদ্ধার করে আহতদের পাণ্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে একজনের মৃত্যু হয়। পরে পাণ্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে পাঠানো হয় আহতদের। বৈঁচি বাটিকা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দীপ্তেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''প্রতিদিনই ওই চায়ের দোকানের পাশে মাচায় বসে কয়েকজন তাস খেলেন। আজকে হঠাৎ করেই মদ বোঝাই গাড়িটি তাঁদের উপর উল্টে নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। পুলিশ ও স্থানীয় মানুষ উদ্ধারকাজে হাত লাগায়। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি ক্রাইম অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র জানিয়েছেন, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি কয়েকজনের উপর পড়ে যায়। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন

কলকাতা, ২৮ নভেম্বরঃ আগামী বছরের গোড়ায় বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন। আগামীকাল শুক্রবার সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। ওইদিন আলিপুরের অতিথিশালা সৌজন্যে এই বৈঠক হবে। থাকবেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, ডিজি রাজীব কুমার। থাকবেন রাজ্যের প্রথম সারির সব শিল্পপতিরা। সব বণিকসভার প্রতিনিধিদেরও থাকার কথা। শিল্প দপ্তর এই বৈঠকের দায়িত্বে থাকলেও সম্মেলনের সঙ্গে যুক্ত সব দপ্তরের সচিবরাই থাকবেন। ২০২৫ এর ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি হতে চলেছে বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন। এই সম্মেলনে থাকবেন দেশবিদেশের শিল্পপতিরা।

দক্ষিন পূর্ব রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স রেল যাত্রীদের নিরাপত্তা প্রদানের পাশাপাশি রেলের সম্পত্তি এবং এর স্থাপনা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নেফিড পশ্চিমবঙ্গে ক্রমবর্ধমান দাম মোকাবেলায় পেঁয়াজের ট্রেন লোড পাঠিয়েছে

কলকাতা, ২৮ নভেম্বরঃ সারা দেশে পেঁয়াজের ক্রমবর্ধমান দাম নিয়ন্ত্রণে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে, প্রায় ৮৩০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ বহনকারী একটি ট্রেন রেক আজ নাসিকের লাসালগাঁও থেকে পাঠানো হয়েছিল। ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (NAFED) এর এই চালানের লক্ষ্য হল সাশ্রয়ী মূল্যে ভোক্তাদের কাছে পেঁয়াজের স্থিতিশীল সরবরাহ নিশ্চিত করা। উপরোক্ত উদ্যোগটি ভারত সরকারের ভোক্তা বিষয়ক বিভাগের মূল্য স্থিতিশীলতা তহবিল (PSF) প্রকল্পের অধীনে (NAFED) দ্বারা গৃহীত হচ্ছে, যা মূল্যের অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং যুক্তিসঙ্গত হারে প্রয়োজনীয় পণ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে চায়। চালানটি ১ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ কলকাতায় পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে, যেখানে এটি (NAFED) -এর মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে যুক্তিসঙ্গত মূল্যে বিক্রি করা হবে। হুগলি, কলকাতা, শ্যাম বাজার, জগ্গু বাজার, দমদম, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা ইত্যাদি সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ৩৫ কেজিতে বিক্রয় করা হবে। (NAFED)-এর উদ্যোগ হল বাজারকে স্থিতিশীল করার জন্য এবং ভোক্তাদের, বিশেষ করে যে অঞ্চলে দামের তীব্র ওঠানামার সম্মুখীন হচ্ছে তাদের স্বস্তি প্রদানের চলমান প্রচেষ্টার একটি অংশ। এই পদক্ষেপটি খাদ্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে এবং সাধারণ মানুষের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে প্রয়োজনীয় পণ্যগুলি উপলব্ধ করা নিশ্চিত করার জন্য ভারত সরকারের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার জন্য (NAFED)-এর প্রতিশ্রুতিকে বোঝায়।

সুন্দরবন পুলিশ জেলার নামখানা থানার পক্ষ থেকে শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গাপুর এলাকায় দুস্থ মানুষদের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এলাকার বেশ কিছু দুস্থ মানুষদের হাতে শীত বস্ত্র তুলে দেন নামখানা থানার ওসি বিভাস সরকার, সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেসকে সিক্রেট ব্যালট ইলেকশনে জেতানোর আহ্বান জানালেন বিনোদ শর্মা

প্রশান্ত দাশগুপ্তঃ ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেসকে ভোটে জেতানোর জন্য সিক্রেট ব্যালট ইলেকশনে প্রতিটি রেল কর্মীদের ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন জানালেন ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেসের কর্ণধার বিনোদ শর্মা মহাশয়। তিনি ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেসের হাত শক্ত করার জন্য সিক্রেট ব্যালটে ভোট দেয়ার আহ্বান জানান। যাতে ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেস রেল শ্রমিকদের তথা রেল কর্মচারীদের কর্ম জীবনে প্রতিটি দাবি-দাওয়া আদায় করতে পারে এবং রেলের কাছে প্রতিবাদ জানাতে পারে। ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট তথা এনএফআইআর-এর জয়েন্ট সেক্রেটারি বিনোদ শর্মা প্রত্যেককেই আবেদন জানান, সিগন্যাল স্টোর-পি ডব্লিউ আইহাওড়া, পাওয়ার সিগন্যালহাওড়া, হাওড়া অর্থোপেডিক হাসপাতাল সহ প্রত্যেক জায়গায় ইআরএমসিকে বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য। ইস্টার্ন রেলওয়ের সমস্ত কর্মীদের তিনি আহ্বান জানান, ইআরএমসির হাত যদি আপনারা শক্ত করতে না পারেন তাহলে আপনাদের

জন্য এবং আপনাদের সমস্ত দাবি-দাওয়া পূরণের জন্য রেলের কাছে প্রতিবাদ করা ও দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য লড়াই করা অসুবিধা হবে।

এছাড়াও প্রতিদিন ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেসের পক্ষে বিনোদ শর্মার সঙ্গে ভোট প্রচারে থাকছেন ইআরএমসির সাধারণ সম্পাদক স্বপন দত্ত, মাধব মল্লিক ছাড়াও থাকছেন ইআরপিডব্লিউসি-র সভাপতি চন্দ্রশেখর প্রসাদ ভার্মা, সম্পাদক গণেশ প্রসাদ সহ অন্যান্য পদাধিকারী ও নেতৃত্ব।

ব্যারাকপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির উদ্যোগে ভ্যাট মুক্তাঞ্চলে খুশি এলাকাবাসী

নববারাকপুর, ২৮ নভেম্বরঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিখিয়েছেন শুধু ঝান্ডা ধরে রাজনীতি নয়। মিটিং মিছিল করলেই হবে না। চব্বিশ ঘন্টা মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে পরিষেবা পৌঁছে দিতে হবে। মানুষের সাথে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর দেখানো পথে সাংসদ সৌগত রায় ও বিধায়ক তথা মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশে গত বছর থেকেই শুরু হয়েছিল সাতসকালেই দুয়ারে সভাপতি। ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী চালু করেছেন। ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষের দুয়ারে হাজির হয়ে পরিষেবা প্রদানে। গত রবিবার বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতর ২০৫ ও ২০৬ নং পার্টে নবকামারগাতি কলোনীর পুকুর পাড়ে এলাকায় গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলে তাদের এলাকার রাস্তাঘাট, আলো, ড্রেন নিকাশি ভ্যাট এর নানাবিধ সমস্যা অভাব অভিযোগ অসুবিধা শোনেন। বৃহস্পতিবার সাতসকালেই দুয়ারে সভাপতির প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে খুশি গ্রামবাসীরা। ব্যারাকপুর ২ ব্লকের নবকামারগাতি পুকুর পাড় এলাকায় দীর্ঘদিনের ভ্যাট আর্বজনা মুক্তাঞ্চলে করতে বৃহস্পতিবার সাতসকালেই জেসিপি দিয়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু। হাজির পরিদর্শনে ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী সহ বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান অঞ্জলি দেউরি, সুমন্ত ওঝা সহ পঞ্চায়েত সদস্যরা।অভিযোগের ৭২ ঘন্টার মধ্যে পরিষেবা প্রদান পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির। রীতিমতো জেসিপি দিয়ে দীর্ঘদিনের ভ্যাট আর্বজনা মুক্তাঞ্চলে পরিনত অভিযান। পরিচ্ছন্নতায় অঞ্জলি রায়, সুবীর কীর্তনিয়া বাসিন্দারা খুশি। বাসিন্দারা সভাপতির এহেন উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়েছেন। দীর্ঘদিনের নোংরা আর্বজনা ভ্যাট দুর্গন্ধ থেকে মুক্তি পেলাম। সুস্থ ও সুন্দর ভাবে বসবাস করতে পারব। এলাকায় সৌন্দর্যায়ন ও সবুজায়নে জোর সভাপতি। ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী বলেন এলাকার গ্রামবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি বাস্তবায়িত হল। সাংসদ ও বিধায়কের ঐকান্তিক নির্দেশে চেষ্টা করেছি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার। কোন লোক দেখানো নয়। সারা বছর মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করেছি। কে কি টিপ্পুনি কাটল পরোয়া করি না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের পাশে মানুষের সাথে দাড়িয়ে কাজ করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন। কাজ করে যাব। মানুষের পাশে ছিলাম আছি ভবিষ্যতে ও থাকব। এই ভ্যাট আর্বজনা জেসিপি দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজে সহযোগিতা করেছেন নববারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা। তার সহযোগিতায় এই কাজ সাফল্য পেল। পুরপ্রধানকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। পাশাপাশি আগামী দিনে পুকুর পাড় এলাকায় পরিবেশ সৌন্দর্যায়ন করা হবে বলেও প্রতিশ্রুতি দিলেন পঞ্চায়েত সভাপতি। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী জানান, মানুষের সুবিধায় আমরা সকালবেলা এই পরিষেবা দিই তবে যাতে মানুষের মনে না হয় এই পরিষেবা লোক দেখানো তাই অভিযোগ পাওয়ার পরই দ্রুত জঞ্জাল পরিষ্কার করা হল। পাশাপাশি এলাকার সাধারণ মানুষদেরও এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার আহ্বান জানান তিনি। সাধারণ মানুষজনও প্রশাসনের এমন পদক্ষেপে খুশি বলে জানান।

হাওড়ায় জাতীয় সড়কে জ্বলে গেল চার চাকা গাড়ি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ নভেম্বরঃ হাওড়ায় জাতীয় সড়কে জ্বলে গেল চার চাকা গাড়ি। দাউদাউ করে জ্বলে যায় চলন্ত ওই গাড়ি। বুধবার রাতের ঘটনা। হাওড়ার ১৬নং জাতীয় সড়কের জালান কমপ্লেক্সের কাছে ওই ঘটনা ঘটে। চলন্ত গাড়িতে হঠাৎই আগুন ধরে যায়। আগুন লাগার মুহূর্তে গাড়ির চালক ও যাত্রীরা মুহুর্তে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকল ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। জানা গেছে, সাঁকরাইলের দিক থেকে কলকাতাগামী লেনের উপর দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে চার চাকা গাড়িটি। গাড়িতে অগ্নিকান্ডের জেরে যানজটের সৃষ্টি হয় জাতীয় সড়কে। দমকলের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

তিন তিনটি হনুমানের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য হাওড়ার জগৎবল্লভপুর থানা এলাকায়

হাওড়া, ২৮ নভেম্বরঃ তিন তিনটি হনুমানের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল হাওড়ার জগৎবল্লভপুর থানা এলাকার গোবিন্দপুর বাটান দাসপাড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, খাবারের সঙ্গে কীটনাশক মিশিয়ে খাইয়ে হত্যা করা হয়েছে হনুমানগুলিকে। ইতিমধ্যেই ওই অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমেছে জেলার বনদপ্তর। মৃত্যুর কারণ খুঁজতে হনুমানগুলির দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে তারা। জানা গেছে, গত কয়েকদিন ধরেই এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল একদল হনুমান। হনুমানের কামড়ে আহত হন বেশ কয়েকজন বাসিন্দাও। আর এরপরেই ওই এলাকায় পরপর কয়েকটি হনুমানের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে বনদপ্তর।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, হনুমানের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে কেউ বা কারাও কীটনাশক খাইয়ে হনুমানগুলিকে হত্যা করেছে। পশুপ্রেমী সংগঠনের দাবি দোষীদের খুঁজে বের করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। হাওড়া জেলা বন আধিকারিক জানান, একের পর এক হনুমানের মৃত্যুর কারণ জানতে ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে কলকাতার বেলগাছিয়ায় পশু চিকিৎসালয়ে। কোনও বিশেষ রোগে নাকি কীটনাশকের কারণে মৃত্যু হচ্ছে তা জানার চেষ্টা চলছে। পরিবেশ কর্মী সৌরভ দত্ত বলেন, গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাটানে হনুমান মারা যাচ্ছে। বিষয়টি শোনার পর ঘটোনাস্থলে গিয়ে দেখি সেখানে মৃত হনুমান পড়ে আছে। মৃত হনুমানগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। আরও জানা গিয়েছে বেশ কিছুদিন ধরে হনুমান মারা যাচ্ছে। বিভিন্ন কারণেই হনুমানের মৃত্যু হতে পারে। বিষয়টি পুরোটাই তদন্তসাপেক্ষ। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

হরিয়ানার এন আই এফ টি এমের ম্যানেজমেন্ট সংস্থার পড়ুয়ারা তাদের কোর্সের অঙ্গ হিসাবে হাতে কলমে প্রশিক্ষন কৈখালীতে

দুরন্ত বার্তা, কৈখালী, ২৮ নভেম্বরঃ ভারত সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়া করণ দপ্তরের অধীনস্থ জাতীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উদ্যোগ এবং হরিয়ানার এন আই এফ টি এমের ম্যানেজমেন্ট সংস্থার ২০ জন ছাত্র ছাত্রী (গ্রাজুয়েট ট্রেনি) ও একজন অধ্যাপিকা তাদের কোর্সের একটি অংশ হিসেবে সুন্দরবনের গ্রামের বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের উন্নততর ব্যবস্থা, ফুড প্যাকেজিং, বিপনন, স্বাস্থ্যবিধি রুপায়ন বিষয়ে সমীক্ষা মূলক কাজে আসেন। নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের একটি অংশিধারী গ্রাম কুলতলির কৈখালির বনঘেরিতে দশ দিনের একটি কার্যক্রমে অংশ নেন তাঁরা। এটি ১৯ শে নভেম্বর থেকে শুরু হয় এবং শেষ হবে ২৯ শে নভেম্বর। বিভিন্ন রাজ্যের এই সমস্ত গ্রাজুয়েট ট্রেনিরা বনঘেরি গ্রামের মহিলাদের নিয়ে খাদ্য প্রক্রিয়া

করণের বিভিন্ন রকম প্রজেক্ট হাতে কলমে শেখানোর চেষ্টা করেন,যেমন বিভিন্ন সবজির (টমেটো, শসা সহ অন্যান্য) আচার, জেলি তৈরি,সুন্দরবনের বিভিন্ন রকমের মাছ ও চিংড়ির আচার তৈরি, ধান বা চাল থেকে বিভিন্ন রকম খাদ্য তৈরীর প্রযুক্তি ইত্যাদি। এই প্রশিক্ষণ সম্পর্কে রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান ড ্চন্দন কুমার মন্ডল বলেন, এন আই এফ টি এমের মত একটি সংস্থার সাথে আমাদের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র কাজ করার যে সুযোগ পাচ্ছে তাতে আমাদের সুন্দরবন এলাকার কৃষিজীবী মানুষদের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কে নতুন নতুন উদ্ভাবনী পদ্ধতি ও প্রযুক্তি হাতে-কলমে শেখার সুযোগ তৈরি হচ্ছে যা ভবিষ্যতে এই এলাকার উদ্যোগী যুবক-যুবতীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে দেবে। এই ১০ দিনের কার্যক্রমে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফ থেকে দেখাশুনা করছেন ডঃ মানসী চক্রবর্তী। তিনি বুধবার বললেন, খাদ্য প্রক্রিয়া করণের অনেক সুযোগ আমাদের রয়েছে। আর এরা এগিয়ে এসে সেই কাজকে আরও বেশি করে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। এর ফলে কাজের সুযোগ বাড়বে সুন্দরবনের মানুষের। বিকল্প কর্মসংস্থান তৈরি হবে সুন্দরবনের মানুষের।

হরিয়ানার এন আই এফ টি এমের অধ্যাপিকা ড . ভাস্বতী ভট্টাচারিয়া বলেন, ভিলেজ এডপশন প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে আমরা নিমপীঠের কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের অধীনস্থ একটি গ্রাম বেছে নেওয়া আমাদের একটি নতুন সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। এখানে খাদ্য প্রক্রিয়া করণের মূলত মাছ ও চিংড়ি ভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়া করণের সম্ভাবনা প্রচুর যা আমরা আমাদের ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে আরো কিভাবে উন্নত করা যায় সে ব্যাপারে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের সাথে যৌথভাবে কাজ করার পরিকল্পনা করছি। এছাড়া জয়নগরের মোয়া ও আমাদের আলোচনার মধ্যে রয়েছে।

প্রযুক্তির মাধ্যমে কিভাবে জয়নগরের মোয়ার আয়ু বাড়ানো যায় তা নিয়ে ডঃ চন্দন মন্ডলের সাথে আমরা আলোচনা করেছি,যাতে করে আমাদের ইনস্টিটিউট এবং নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে একটি প্রজেক্ট করা যায়। আশা করা যায় এনআইএফটি এমের মতন সংস্থা যদি জয়নগরের মোয়া নিয়ে কাজ করে তবে জয়নগরের মোয়ার আন্তর্জাতিক রপ্তানির একটা নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। পাশাপাশি এর ফলে সুন্দরবনের কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক ব্যবহার ও উন্নতমানের প্যাকেজিং ও বাজার পাবে।আর ভিন রাজ্য থেকে আসা পড়ুয়ারা সুন্দরবনের মানুষের সাথে মিশে এই কাজ করার অভিজ্ঞতা পেয়ে খুশি।

জয়নগরে নিজস্ব দোকানে মোয়ার পরীক্ষাগার বানালো জয়নগরের এক মোয়া ব্যবসায়ী

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৮ নভেম্বরঃ অগ্রহায়ণ মাস চলছে, শীতের প্রকোপ খুব বেশি না হলেও শীতের আমেজ রয়েছে পুরোপুরি। আর এই সময়ে জয়নগর বহড়ু সহ আশেপাশের এলাকায় বহু মোয়া ব্যবসায়ী মোয়ার পসরা নিয়ে হাজির হয়েছে।

আর এই মোয়ার গুনগত মানকে ঠিক রাখতে জয়নগরে এই প্রথম নিজস্ব দোকানে মোয়ার পরীক্ষাগার তৈরি করেছে জয়নগরের মা কালী সুইটসের কর্ণধার খোকন দাস। জয়নগর স্টেশন মোড়ের এই পরীক্ষাগার থেকেই নিয়মিত জয়নগরের মোয়ার সাথে জড়িত জিনিসের পরীক্ষা করা হচ্ছে। এমনকি নলেন গুড়, পাটালি, কনকচূড় ধানের খই সহ মোয়ার পুরোটাই পরীক্ষা গারে পরীক্ষা করে উন্নত মানের প্যাকেজিং করা হচ্ছে। আর এই পরীক্ষাগারের এই সব পরীক্ষার মূল দায়িত্বে আছেন দেশের বরিষ্ঠ

বিজ্ঞানী দেবশ্রী দে।তিনি এই পরীক্ষাগারে দাঁড়িয়ে বলেন, জয়নগরের মোয়াকে বিশ্বের দরবারে আরো বেশি করে পৌঁছে দিতে এবং এর গুণগত মানকে ঠিক রাখতে এই পরীক্ষাগারের মাধ্যমে পরীক্ষা করে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই উন্নত মানের প্যাকেজিং করা হচ্ছে। আমাদের এই পরীক্ষা গার থেকে পরীক্ষা করা জয়নগরের মোয়ার বর্তমানে গড় আয়ু ধরা হচ্ছে ৩৩ দিন, নলেন গুড় ১৫ দিন এবং পাটালির ৯ মাস। আগামী দিনে এই মোয়ার আয়ু যাতে আরও বাড়ানো যায় তাঁর পরীক্ষা নিরিক্ষা ও চলছে।

এই পরীক্ষাগারের কর্ণধার খোকন দাস বলেন, আমরা জয়নগরের উন্নত মানের মোয়া খাদ্য প্রেমিকদের মুখে তুলে দিতে বদ্ধপরিকর,সেই কারণেই পরীক্ষা গারের মাধ্যমে আমরা উন্নত মানের জয়নগরের মোয়া তুলে দিচ্ছি। আর তাদের এই উদ্যোগে খুশি খাদ্য প্রেমিরা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৩৫৬ সংখ্যা, শুক্রবার ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

কবিগুরুর রাষ্ট্রচিন্তা

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা। জীবন ও অনুভব-কর্ষিত যত ফসল রবীন্দ্রনাথ ফলিয়েছিলেন পরিমাণ ও প্রাখর্যে তা বিস্ময়কর, তাঁর অশীতিবর্ষী সুদীর্ঘ জীবনসীমা সত্ত্বেও পৃথিবীতে তুলনারহিত। তিনি মুখ্যত শিল্পী ছিলেন - এই অসংশয়িত সত্যের বাইরেও আর এক রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে থাকেন, যিনি রসস্রষ্টা নন বলে শিল্প-ভোক্তার অনুকম্পায়ীও নন। গগনবিহারী, শিল্পচৈতন্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূকে এড়িয়ে, আমরা ইচ্ছা করলে, শুধুমাত্র এক ধীমান, প্রখর বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন, পরম সামাজিক ও কর্মিষ্ঠ বাঙালির মুখোমুখিও আমরা দাঁড়াতে পারি। তাঁরও নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভাবতে প্রলুব্ধ হই, বাণী ও বর্ণের শিল্পী যদি তিনি না হতেন তাহলে চেনা-রবীন্দ্রনাথের যেটুকু অবশিষ্ট থাকবেন তাও কি 'অন্য-এক' অথচ 'সম্পূর্ণ' রবীন্দ্রনাথ নন? কবি বা শিল্পী বা সুরকার হয়তো নন, তবু রাজনীতিক, সংগঠক, প্রজ্ঞাবান দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী রূপেও অ-খণ্ডিত ও পূর্ণ এক সামাজিক ব্যক্তি - সেও কি কম আকর্ষণীয়? এমন ব্যক্তি তো থাকতেই পারেন, সব সমাজের মতো আমাদের সমাজেও, যিনি শিল্পসংবেদী নন; তাঁর কাছেও তা হলে থেকে যান আরেক জন, অ-কবি, হৃতশিল্প, কিন্তু সমাজলিপ্ত জাগতিক, রবীন্দ্রনাথ। এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি পর্যায়ে তাঁর সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও প্রত্যক্ষ কর্মসাধনার জন্য তিনি ভবিষ্য প্রজন্মের নিকট অবশ্যপঠনীয় বলে সুদীর্ঘকাল বিবেচিত হতেন। রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রধান অসুবিধে তাঁর বিশালত্ব, বহুমাত্রিকতা ও শাবল্য; এক সঙ্গে সবটুকু রবীন্দ্রনাথকে আলিঙ্গন আমাদের সাধ্যের বাইরে থেকেই যায়। রবীন্দ্রজীবনের পাঠকমাত্রেই জানেন যে, তাঁর চরিত্রে শৈথিল্য ও অন্যমনস্কতা স্বভাবপরিপন্থী ছিল। সারা জীবনে দায়িত্ব-এড়ানোর নজির তিনি কোথাও রাখেননি। প্রথম বিলেত গিয়েছিলেন সতেরো বছর বয়সে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মুখচোরা ছেলেটি লজ্জা কাটিয়ে মেমসাহেবদের সঙ্গে নেচেছে, খোশগল্প করেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে হেনরি মর্লির ক্লাস করতে গেছে, পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তালিম নিয়েছে - বয়োঃধর্মে এই সবই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। অতিরিক্ত দুটি ঘটনায় আমাদের মন আটকে যায়, যেহেতু বয়োঃধর্মের ব্যাকরণে তা মেলে না। সে সময়ে লিপিবদ্ধ কড়চাতে দেখা যায় ঐ তরুণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ ইংরেজ সমাজের যেমন তীব্র সমালোচক, তৎসঙ্গে প্রবাসী ইঙ্গবঙ্গ সমাজেরও; তেমনি পার্লামেন্টে গিয়ে গ্ল্যাডস্টোনের বক্তৃতা শুনতেও ভোলে না, নিজের পক্ষপাতিত্ব জানায় বঞ্চিত আইরিশদের প্রতি। ইত্যাকার ঘটনাবলি এই অর্থে প্রতীকী যে, এই তরুণ পরবর্তী জীবনেও যে সর্বতোভাবে নির্মোহ ও সময়স্পর্শিত হয়েই কাটাবেন, তার ইঙ্গিত এখানে মিলছে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ তার জীবদ্দশায় দেশে কি বিদেশে সংঘটিত যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় সর্বদা সাড়া দিয়েছেন। স্বদেশের ভাবনাজগতে ও বিভিন্ন রাষ্ট্রিক-সামাজিক কর্মপ্রবর্তনায় তাঁর অংশগ্রহণ সর্বদাই স্বতঃস্ফূর্ত থেকেছে।

ক্লাসিক অমল পালেকর

রজনীগন্ধা ছবি মুক্তি পেল ১৯৭৪ সালে। মনু ভাণ্ডারীর গল্প 'য়েহি সচ হ্যায়' অবলম্বনে তৈরি সরল ও সোজাসুজি ছবি মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আলোড়ন সৃষ্টি করল। সেই 'অ্যাঙ্গরি ইয়ং ম্যান' যুগে এই ছবিটি যেন নতুন হাওয়া বইয়ে দিল, জঞ্জির ছবির জেরে অমিতাভ বচ্চন তখন একেবারে শিখরে। তখনও সুপারস্টার রাজেশ খান্নার ম্যাজিক শেষ হয়ে যায়নি। রজনীগন্ধা ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করলেন অতি সাদামাটা দেখতে, নিজেকে জাহির করার কোনও ব্যাপার নেই, লাজুক, বিনয়ী এবং অনেকটা সেই পাশের বাড়ির ছেলের মতো দেখতে অমল পালেকর, তাঁর বিপরীতে ছিলেন নতুন নায়িকা বিদ্যা সিনহা। ছবি দারুণ ভাবে চলল এবং দর্শকরা তাঁকে দারুণ ভাবে নায়ক হিসাবে মেনেও নিলেন, হিন্দি সিনেমায় নায়ক বলতে যা বোঝায় তিনি আসলে ছিলেন একবারেই তার বিপরীত। অতি সাধারণ (তিনি যে চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তা ছিল মধ্যবিত্ত সাধারণ এক ব্যক্তির, যাঁকে নিজের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়) এক ব্যক্তিকে রূপোলি পর্দায় দেখতে বেশ ভালোই লেগেছিল দর্শকদের, এই বদলটা তাঁদের পছন্দ হয়েছিল। রজনীগন্ধার পরে অমল পালেকর অভিনীত ছোটি সি বাত এবং চিতচোর ছবি দু'টি (দু'টি ছবিই মুক্তি পেয়েছিল ১৯৭৬ সালে) জনপ্রিয়তা লাভ করে। দু'টি ছবিই ছিল বিনোদনে ঠাসা আর এই ছবি দু'টিতেও পালেকরকে সেই সাদামাটা সাধারণ এমন এক ব্যক্তির ভূমিকায় দেখা যায় যিনি নিত্য নতুন সমস্যায় পড়ছেন। ছোটি সি বাত ছবিতে তিনি হিসাব রক্ষকের (অরুণ) ভূমিকায় অভিনয় করেন যিনি বোম্বেতে কাজ করেন এবং তিনি যে মেয়েটিকে ভালোবাসেন (আবার সেই বিদ্যা সিনহা) কিছুতেই তাঁর মন জয় করতে পারছেন না। তারপরে তিনি অশোক কুমারের (কর্নেল জুলিয়াস নগেন্দ্রনাথ উইলফ্রেড সিং) কাছে একই সঙ্গে আত্মবিশ্বাসী ও ভদ্র হওয়ার পাঠ নিলেন, অভিজ্ঞ অশোক কুমারের সঙ্গে তাঁর অনেকগুলি মনে রাখার মতো দৃশ্য রয়েছে। বহু থিয়েটারে অভিনয় করার দৌলতে তাঁর প্রথম ছবি থেকেই অভিনয়ের ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস দেখা গিয়েছিল পালেকরের মধ্যে। বোম্বের জেজে কলেজ অফ আর্ট থেকে পেন্টিংয়ের পাঠ নেওয়ার পরে তিনি ১৯৬০-এর দশকের একেবারে শেষ দিকে থিয়েটারে অভিনয় করতে শুরু করেন। তিনি ছবিতে যে সব ভূমিকায় অভিনয় করতেন সেখানে চরিত্রটি খানিকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং যথেষ্ট লাজুক প্রকৃতির, যদিও চরিত্রাভিনেতা পালেকর মোটেই তেমন ছিলেন না! চিতচোর ছবিতে তিনি ওভারসিয়ার (বিনোদ) চরিত্রটিতে অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন। নায়িকার মা-বাবা বিনোদকে ইঞ্জিনিয়ার ভেবে ভুল করেছিলেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

মনের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আত্মচিন্তা করতে হবে। আত্ম বিশ্লেষণ করতে হবে। তবেই সঠিক পথের সন্ধান করা সম্ভব হবে। যিনি আত্মবিশ্লেষণ করতে পারেনি তিনি সঠিক পথের সন্ধান পান। সোজা পথ ধরে চলাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। যিনি সোজা পথ ধরে চলেন তিনি কোনও সময়ে বিপদে পড়েন না। তিনি শুদ্ধ আত্মার অধিকারী। আসলে বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হবে। দেসের উন্নতির স্বার্থে এবং নিজের উন্নতির স্বার্থে বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হবে। নিজের স্বার্তে বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে উন্নতি করতে পারলে সমাজ এবং দেশ উন্নতি লাভ করতে পারে এক সঙ্গে

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

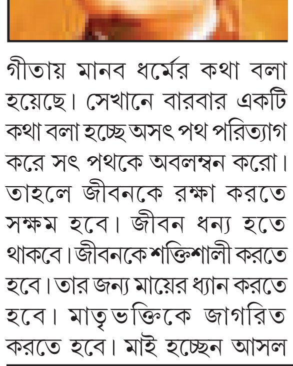

গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে তত্ত্বমূলক বক্তব্য রাখলেন বউবাজারের গুলেদানন্দ

রবীন্দ্র কুমার শীল

অবশেষে নির্বাসন কাটিয়ে বউবাজারে ফিরলেন গুলেদানন্দ বাবা মহারাজ। তবে এখন তিনি বেশ মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন। বেশি কথা কারোর সঙ্গে বলছেন না। মাঝে মধ্যে হুঙ্কার দিচ্ছেন -'ব্যোম কালী'। 'ব্যোম শঙ্কর' শুনেছি। কিন্তু 'ব্যোম কালী' কথাটি কোনও ভক্তদের মুখ থেকে এখনও শোনা যায়নি। এটা একটি নতুন সংযোজন বলা যেতে পারে। গুলেদা হলটা কি যে হঠাৎ করে 'ব্যোম কালী' বলে মঝে মধ্যে চিৎকার করতে শুরু করে দিয়েছেন। কলকে পান করছেন নাতো ঘরে বসে। তবে কলকের কোনও গন্ধ এখনও পর্যন্ত আমাদের নাকে এসে ঠোক্কর দেয়নি। চা সিগারেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে আমাদের আড্ডার জলসা। আড্ডার জলসা কথাটা বেশ নতুন ধরনের। নতুন শব্দ তৈরি করা হল। তা হল একমাত্র গুলেদার জন্য। তিনিই এর আবিস্কার কর্তা। গণতান্ত্রিক চা ব্যবস্থা প্রথা চলছিল। এবারে সমাজতান্ত্রিক চা ব্যবস্থার দিকে বেশি করে মনোযোগ দেওয়ার কথা বললেন গুলেদা। সমাজতান্ত্রিক চা ব্যবস্থার কথাটার মধ্যে জটিল রহস্য রয়েছে বলে মনে হল। সমাজতান্ত্রিক চা ব্যবস্থা মানেই হল যারা আড্ডার কথা শুনতে আসবে বা পাশে বসে কথা শুনতে থাকবে তাদের জন্যও চা বলতে হবে। এটা হল সমাজতান্ত্রিক চা ব্যবস্থা। গুলেদা একনায়কতন্ত্র চা ব্যবস্থার পক্ষে কোনও রকম সায় দিতে একেবারে নারাজ। তিনি মাঝে মধ্যে একনায়কতন্ত্র চা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। একনায়কতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর একটি অশ্রদ্ধা রয়েছে। তহে তিনি হিটলারপন্থী না হলেও তিনি কিন্তু জার্মানপন্থী। তিনি জার্মান জাতটাকে বেশি ভালোবাসেন। জার্মান জাতটা লড়াকু জাত। একেবারে ইজরায়েলের মতো। ইজরায়েল যেমন আজকে বিশ্বের সেরা লড়াকু জাত বলে বিবেচিত হতে শুরু করে দিয়েছে ঠিক সেই রকম জার্মান জাতটা লড়াকু জাত হিসাবে ইতিহাসের পাতার নাম লিখিয়েছে। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ (১৯১৪) এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ (১৯৩৯) সৃষ্টির মূলে জার্মান। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে পরাজিত জার্মান তাদের সম্মানকে ফিরে পাওয়ার জন্য দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু করলো। জার্মানকে যারা অপমানিত করেছিল তাদেরকে গ্রাস করে নিয়ে উদ্যোগী হয়েছিল হিটলার। কিন্তু তিনি ভুল করলেন রাশিয়া আক্রমণ করে। রাশিয়া যদি জার্মান আক্রমণ না করতে তাহলে বিশ্বের সেরা শক্তিতে পরিণত হতো জার্মান। হিটলার এই সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল না। ব্রিটিশ শক্তি রাশিয়া বিরোধী শক্তি ছিল। তারা রাশিয়াকে বেশি পচ্ছন্দ করতো না। ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করে প্রথম ভুল করেছিলেন হিটলার। ইংল্যাণ্ডকে রক্ষা করতে ব্রিটিশ শক্তি তলে তলে রাশিয়ার সঙ্গে হাত মেলানোর পথ তৈরি করতে শুরু করে। এদিকে এশিয়ায় ব্রিটিশ আধিপত্য বিপন্ন। দুই 'জ' তখন এক। জার্মান এবং জাপান এক হয়ে রয়েছে। ইউরোপ তখন জার্মান শক্তির কাছে পরাস্ত হতে শুরু করেছে। এদিকে এশিয়ার ওপরে জাপান আধিপত্য বিস্তার করছে। ব্রিটিশদের কাছ থেকে উপনিবেশগুলি কেড়ে নেওয়ার ছক তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে জাপান। পার্ল হারবারে আক্রমণ করে আমেরিকার অবস্থাকে কাহিল করে দিয়েছে। আমেরিকার তখন বিপন্ন। আমেরিকা জাপানের হাত থেকে রক্ষা পেতে বাধ্য হয়ে আনবিক বোমা মারল হিরোসিমা নাগাসাকিতে। ফলে জাপান আত্মসমর্পণ করলো। যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। জার্মান রাশিয়া, ব্রিটেন এবং আমেরিকার মিলিত মিত্র শক্তির কাছে পরাস্ত হতে হল। ফলে হাফ ছেড়ে বাঁচল ব্রিটেন। আমেরিকা যদি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে যোগদান না করতো তাহলে জার্মান শক্তিকে পরাস্ত করা একেবারে অসম্ভব ছিল। জার্মান তখন রাশিয়া অধিকার প্রায় করে ফেলেছে। রাশিয়ার মস্কো এবং লেনিনগ্রাদে নাৎসি বাহিনী জয়ের বিগল বাজাতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়াকে রক্ষা করতে স্তালিন তখন চিরশত্রু ব্রিটেনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফেলেছে। চার্চিল, রুজভেল্ট এবং স্তালিন তখন গলায় গলায় বন্ধু। ফলে জার্মান একা হয়ে পড়ল।

এদিকে জাপান তখন বিপন্ন। জাপানকে শায়েস্তা করতে কৌশল খুঁজছিল ব্রিটেন। পেয়ে গেল হাতের কাছে আমেরিকাকে। বাধ্য করল ব্রিটিশরা আমেরিকাকে যুদ্ধে নামাতে। ফলে আমেরিকা সর্ব শক্তি নিয়ে বিশাল বাহিনী নামালো নাৎসী বাহিনীর বিরুদ্ধে। জার্মান আক্রমণ করলো। এদিকে জার্মানদের অর্ধেক সেনা রাশিয়াতে রয়েছে। ফলে বেশি দিন ধরে মিত্র শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারলো না। রাশিয়াতে জার্মান শক্তি ক্রমশ পিছু হটতে শুরু করলো। রুশ বাহিনী সুযোগ বুঝে পূর্ব জার্মান অধিকার করে ফেলল। আমেরিকা রাশিয়ার চালাকি ধরে ফেলল। ফলে পশ্চিম জার্মানকে আমেরিকা তাদের অধিকারে রাখল। এক জার্মান দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। পূর্ব জার্মান রাশিয়ার অধীনে। আর পশ্চিম জার্মান আমেরিকা ব্রিটেনের অধীনে থাকলো। তার ফলে পূর্ব জার্মান সমাজতান্ত্রিক দেশে পরিণত হল। রাশিয়া এই পূর্ব জার্মানের ওপরে আধিপত্য বিস্তার করলো। এর এদিকে পশ্চিম জার্মান গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত হল। বার্লিন প্রাচীর দুই জার্মানের সীমান্ত হল। একাই গুলেদা প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন। তিনি যে দুই বিশ্ব যুদ্ধের বিচার বিশ্লেষণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তা বলতে গেলে অসাধারণ। এত সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ আমাদের পক্ষে করাটা অসম্ভব ছিল। আমরা এতখানি ব্যাপারটাকে খতিয়ে দেখিনি। গুলেদা বেশ খানিকটা দম নিলেন। চা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটে ফুঁক দিলেন। পাক্কা পনেরো মিনিট ধরে চলল তার ধূমপান। তারপরে তিনি দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি বলতে শুরু করলেন দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে জার্মান এবং জাপান হারার ফলে ভারতের সশস্ত্র সেনা আক্রমণের প্ল্যান একেবারে ভেস্তে গেল। রাস বিহারী বোস যে সিদ্ধান্তগ্রহণ করে ছদ্মবেশে জাপানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন সেই কৌশলকে তিনি বাস্তবায়িত করতে পারলেন না। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন জাপানের সহযোগিতা নিয়ে জাপানের হাতে বন্দি ভারতীয় সেনাদের নিয়ে একটি শক্তিশালী বাহিনী তৈরি করে ভারত আক্রমণ করে ব্রিটিশদের দেশ থেকে বিতারিত করবেন। সেই রকমভাবেই এগিয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছিল। জাপানের রাজধানি টোকিওতে এ ব্যাপারে একটি বিশাল সম্মেলন হয়েছিল। সেখানে রাস বিহারী বোস উপস্থিত থেকে তাঁর পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। জাপান সরকার সব রকমের সহযোগিতা দেওয়ার আশ্বাস দেয়। জাপান রাস বিহারী বোসকে 'এশিয়ার সূর্য' বলে আখ্যায়িত করে সম্মানিত করেছিল। তৈরি হল 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি'। এদিকে সুভাষ চন্দ্র বোস জাপানের ভারতীয় সেনাদের আরও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্য নিয়ে জার্মানে গোপনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। জার্মান চ্যান্সেলর হিটলারের সঙ্গে দেখা করলেন। বহু আলোচনা হল। কিন্তু জার্মান এত দূর থেকে কোনও রকম সযোগিতা করা একেবারে অসম্ভব বলে জানালো। তবে হিটলার আশ্বাস দিয়েছিলেন জাপান সরকার ভারতীয় সেনা দলকে সহযোগিতা করবে এবং ব্রিটিশদের হাত থেকে ভারতকে উদ্ধার করতে জাপান সব রকমের সামরিক সাহায্য করবে। হিটলারের এই আশ্বাস নিয়ে সুভাষ চন্দ্র বোস সাবমেরিন করে জাপানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। জাপানে সুভাষ বোস উপস্থিত হতেই তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন রাস বিহারী বোস। রাস বিহারী বোস তখন ভারতীয় সেনার প্রধান। সেই সময়ে সুভাষ বোস ভারতীয় সেনাদের আরও বেশি শক্তিশালী করে তোলার জন্য জাপানদের কাছ থেকে আধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম চাইলেন। জাপান সরকার সুভাষ বোসকে সব রকমের সহযোগিতা করতে আগ্রহী হল। জাপান সেনা শক্তি ব্রিটিশদের কাছ থেকে যে সব ভারতীয় ভূখণ্ড কেড়ে নিয়ে ছিল সেই সব ভুখণ্ড আজাদ হিন্দ বাহিনীর হাতে তুলে দিল। আজাদ হিন্দ বাহিনী বেশ শক্তিশালী বাহিনীতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় সেনারা তখন ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার ব্যাপারে সক্রিয়। জাপান আন্দামানের অধিকার আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নেতাজির হাতে অর্পন করলো। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস আন্দামানে উপস্থিত হয়ে সেলুলার জেল পরিদর্শন করলেন। তিনি সেলুলার জেলকে জাতীয় মিউজিয়ামে পরিণত করার কথা ভেবে ছিলেন। এই জেলে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বন্দি করে রাখা হয়েছিল। বহু বন্দিদের ওপরে অত্যাচার করা হয়েছে। বাংলার বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুভূষণ রায় প্রমুখ বিপ্লবীরা এখানে বন্দি ছিলেন। আলিপুর বোমা মামলার অধিকাংশ অভিযুক্তরা আন্দামান সেলুলার জেলে বন্দি থাকেন। বাঙালি বিপ্লবী বন্দির সংখ্যাই বেশি ছিল আন্দামানে সেলুলার জেলে। বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত আন্দামানে সেলুলার জেলে থাকার সময়ে ব্রিটিশ জেলারের অত্যাচারে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে তাঁকে ধরে মাদ্রাজে বন্দি করে পাগলা গারদে রাখা হয়েছিল। সেখান থেকে তিনি চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে কলকাতায় ফিরে ছিলেন। তবে তাঁকে পুলিশি নজরে রাখা হয়েছিল। আন্দামানে বন্দিরা যখন কলকাতায় ফিলে এসেছিলেন তখন তারা আর কেউই বিপ্লবী আন্দোলনে নতুন করে নাম লেখায় নি। উল্লাসকর দত্ত এর আর্থিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করে। তাঁর সঙ্গে ভালোবাসা ছিল বিপিন চন্দ্র পালের বোন লীলা পালের। সেই মহিলাকে খুঁজে বের করে ছিলেন তিনি। তখন লীলা পাল বিধবা। তাঁকে আবার পুনরায় বিবাহ করে পত্নীর স্বীকৃতি দেন। সে আর এক কাহিনী। বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ তখন বসুমতী পত্রিকায় কাজ নিলেন। তিনি তখন এই পত্রিকায় লেখালেখি করতে শুরু করে দিয়েছেন। তবে তখন তিনি আর বিপ্লবী বিষয়ক কোনও প্রবন্ধ লেখালেখি করেননি। তবে তিনি 'কারাজীবন' নিয়ে একটি বই লিখেছেন। উল্লাসকর দত্তও তাঁর 'কারাজীবন' নিয়েও একটি বই প্রকাশ করেন। নেতাজি সুভাষ বোস সেলুলার জেলকে জাতীয় মিউজিয়াম করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারত সরকার সেই সিদ্ধান্তকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে নিয়েছিল। গুলেদা যেভাবে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে সংযোজন করে ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে দিয়েছিলেন সেটা একটি বিশেষ গবেষণালব্ধ বিষয় হিসাবে খ্যাতি লাভ করতে পারবে বলে আমাদের নিশ্চিত ধারনা তৈরি হয়ে গেল। গুলেদা এত গভীরে সব কিছু ভাবেন বা চিন্তা করেন তা আমাদের আজানা ছিল না। রাত গভীর হলে গুলেদার বই পড়ার নেশা রয়েছে। তিনি যে পড়াশুনার পাশাপশি গভীর ভাবে তার মূল্যায়ন করেন সেটা আমাদের কাছে অজানা ছিল। বহুকাল বাদে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে যে গভীর আলোচনা হল তাতে আমাদের জ্ঞানের মাত্রা বৃদ্ধি পেল। 'হিপ হিপ হুররে গুলেদা' বলে চিৎকার করতে হচ্ছে। কিন্তু হিদারাম ব্যানার্জি লেন তো কলকাতার ময়দান নয়। এখানে এই রকম চিৎকার করে উঠলে লোকেরা আমাদের পাগল ছাড়া আর কিছুই বলবে না এটা নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বিশাল। কলকাতা থেকে শুরু হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম। আর তার শেষ হল জাপানের মাটিতে। আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনী তৈরি করেন সুভাষ চন্দ্র বোস। তিনি না থাকলে সেই সময়ে ভারতীয় জাতীয় ফোর্স এত শক্তিশালী হতে পারতো না। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির নাম পরিবর্তন করে আজাদ হিন্দ বাহিনী নামকরণ করেন নেতাজি। জাপান মিত্র শক্তির হাতে পরাস্ত হলে আজাদ হিন্দ বাহিনী সেনাদের গ্রেফতার করে ব্রিটিশ বাহিনী। পরাজিত ভারতীয় সেনাদের ধরে কোর্ট মার্শাল করেছিল ব্রিটিশ সেনা কর্তারা। লালকেল্লায় কোর্ট মার্শাল বসেছিল। সানওয়াজ খান, হাবিবুর রহমান প্রভৃতির বিচার হয়েছিল। পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু তখন আজাদ হিন্দ বাহিনী সেনাদের পক্ষ নিয়ে কোর্ট মার্শালে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। এদিকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনাদের কোর্ট মার্শাল হওয়ার জন্য নৌ সেনারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ভারতীয় নৌ সেনারা ছিল ছিল ব্রিটিশ শক্তির মূল স্তম্ভ। বোম্বাই বন্দরে ভারতীয় নৌ সেনারা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতেই ইংল্যাণ্ডের রাজা খুবই অসুবিধায় পড়ে গেলেন। তখন রাজা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন স্বাধীন ভারত হবে।

কলকাতা নিয়ে চলে গবেষণা

বিশেষ প্রতিবেদক

আজও নানা রহস্যে ঘেরা জব চার্নকের আগের কলকাতার ইতিহাস! বাঙালি আজকের ২০২১ এ সারা পৃথিবীতে নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকলেও কলকাতার প্রতি সে আজও এক তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে। কলকাতার প্রেমে সে বার বার হাবু ডুবু খায়। কলকাতার উৎপত্তিটাই নানা সময়ের কাল চক্রে নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা খুঁজে পাই। এই ২০২১ সালে দাঁড়িয়েও কলকাতা নগরীটার কোণে কোণে পাওয়া যায় অজানা নানা তথ্য। জব চার্নকের আগের কলকাতার কথাই ধরা যাক। দ্বাদশ শতাব্দীর আগে পোদ্, জেলে, দুলে বাগদী এই আদিবাসী দের নিয়ে একটা জনবসতি অঞ্চল গড়ে উঠেছিল। নাম দেওয়া হয়েছিল কালী ক্ষেত্র। বর্তমানের বেহালা থেকে দক্ষিণেশ্বরের মধ্যবর্তী জায়গাই কালীক্ষেত্র নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মার্টিন সাহেব দক্ষিণেশ্বরকে সেই সময়ে বাংলার রাজধানী হওয়ার উপযুক্ত মনে করতেন।

আরও পিছনের দিকে ইতিহাসের পাতা থেকে জানা কিছু তথ্য। গুপ্ত আর হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের পতনের পর তাঁর বংশের মানুষজন তাদের সঞ্চিত ধনরত্ন আর কুলদেবী সিংহবাহিনীকে নিয়ে বাংলার করখানি গ্রামে বসবাস শুরু করে। পরে সেই জায়গাই সপ্তগ্রামে প্রসিদ্ধ হয়। পুরনো জমিদারদের বাড়িকে কেন্দ্র করেই হাট বাজার এবং পরে হাট খোলা গড়ে উঠেছিল।

কলকাতার প্রাথমিক উন্নতির অবদানে যোগ্য কান্ডারি ছিলেন কালীঘাটের পুরোহিত ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী, তাঁর আত্মীয় রাম গোবিন্দ রামশরণ,যাদবেন্দ্র সহ আরও অনেকে। গোবিন্দপুরের জন্ম মোটামুটি ১৫২০ থেকে ১৫৩০ এর মধ্যে। কারণ সেই সময়ের কালীঘাটের হালদার বংশের ভবানীপ্রসাদ চক্রবর্তী এবং তার দুই ছেলে গোবিন্দপুরে থাকতেন। এছাড়া নানা জায়গা থেকে সম্ভ্রান্ত কায়স্থ, বৈদ্য নবশাখেরা গোবিন্দপুরে বসতি গড়ে তোলেন। রাজা প্রতাপদিত্যের দেওয়া জমিদারী ভোগ করতেন টাকীর জমিদার রায় চৌধুরীদের পূর্বপুরুষ আর খুলনা বাগের সম্ভ্রান্ত জমিদার বর্গ। অনুমান করা হয় তাঁরাই কেউ গোবিন্দপুরের নামকরণ করেছিলেন।

কত শত গল্পের আড়ালে লুকিয়ে আছে আমাদের কলকাতা। কলকাতার নানা পথ চলতে চলতে আর নথিপত্র ঘাটার পরও মনে হতে পারে হয়ত আরও কত অজানা তথ্য হয়ত অধরাই রয়ে গেছে কলকাতার বুকে। গোবিন্দ রাম শরণের নাতি রামচন্দ্র দত্ত বানিয়ে ছিলেন হাট খোলা বাজার। তাঁর বাড়ি ছিল ছড়ানো নিমতলা পর্যন্ত। শোনা যায় ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে গঙ্গার বুকে পর্তুগীজদের প্রথম জাহাজ এসে গোবিন্দপুরের শেঠ বসাকদের সঙ্গে জামা কাপড় কেনাকাটা করেছিল। কলকাতার আদি বসবাস কারী হিসাবে শেঠ আর বসাকদের সম্মান দেওয়া হয়। শোনা যায় কালিদাস বসাক ছাড়াও বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার, ব্যবসায়ী মানুষ জন সেখানে বসতি গড়ে তুলেছিল। সময়টা ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দ ছিল। মোঘল সাম্রাজ্যের সময়ে বাংলা থেকে শুরু করে সারা ভারতবর্ষের বুকে একটা অন্ধকার সময় ঘনিয়ে আসে। নারীর স্বাধীনতা আর শিক্ষা ব্যবস্থা দুই-ই বিলুপ্ত হয়। কারণ মোঘল সম্রাটের দরবার পর্তুগীজরা সুন্দরী রমণী পাচার করেই যে সম্মান অর্জন করত তাকে গৌরবের মনে করত। জানা যায় মোগল সাম্রাজ্যের সময় থেকে পর্তুগীজরা সুতো আর নটীর ব্যবসা করত। সেই থেকে ঐ স্থানের নাম হয় সুতানটী। ভগবতী কালির নাম থেকেই কলকাতা নামের সৃষ্টি হয়েছে। সেটা অনেক ঐতিহাসিকগণ বলে থাকেন। অনেকেই আবার মনে করেন ওই কালীক্ষেত্রই পরে কলকাতা হয়। সম্রাট অশোকের সময় ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে টোডরমল্লের রাজস্ব তালিকায় বা ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে চাঁদ সওদাগরের ভ্রমণ তালিকাতেও কলকাতার উল্লেখ পাওয়া যায়। আসলে কয়েশো বছর আগে বাংলাদেশের আর কোথায় কী আড়ত বা বসতি ছিল সেটা অনুসন্ধান সাপেক্ষিক। তবে শুধু গোবিন্দপুর, সুতানটী আর কলকাতাই বাসযোগ্য এলাকা ছিল না। এটা হলফ করে বলাই যায়।

কলকাতার সৃষ্টির ইতিহাস বিশাল। তা এক কথায় শেষ করা একেবারে অসম্ভব। কলকাতাকে নিয়ে বহু গবেষকেরা গবেষণা করে চলেছেন

বাংলা ছবিতে নবদ্বীপ হালদার

নিশ্চিত ভাবে তিনি বাংলা চলচ্চিত্রের সাদাকালো যুগের আইকনিক কমেডি কিং নবদ্বীপ হালদার। শুধু মাত্র কথা বলার স্টাইলে সবাইকে মাতিয়ে তুলতে পারতেন অট্ট হাসিতে। উত্তম-সুচিত্রা জুটির ব্লকবাস্টার ছবি 'সাড়ে চুয়াত্তর' এ- অন্নপূর্ণা বোডিংয়ে চাকরের ভূমিকায় যেভাবে কণ্ঠস্বর অবদমিত করে 'বাবু' বলে বোডিংয়ের বোর্ডারদের সাথে কথা বলেছেন সকলে হলে হেসে গড়িয়ে পড়েছেন, আজও সেই ছবি আরও একবার দেখলে সব প্রজন্মের মানুষ একই ভাবে হেসে ফেলবেন তিনিই কমেডি কিং নবদ্বীপ হালদাব। হাসিখুশি মদনের ভূমিকায় নবদ্বীপ হালদার ঠিকই পেরেছেন। তার বড় দাঁতের হাসির সাথে একটি আশ্চর্যজনকভাবে কড়া গলায় 'বাবু' শব্দের উচ্চারণ আমাদের এখনও আমাদের উচ্চস্বরে হাসায়।

নবদ্বীপের জন্ম উনিশশো এগার সালে, পূর্ব বর্ধমানের সোনাপলাশি গ্রামের বর্ধিষ্ণু পরিবারে। গ্রামে তাঁকে সকলে চিনত নবা হালদার নামেই। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল থেকে পাশ করার পর পরিবারের সঙ্গে কলকাতা পাড়ি। প্রথম ছবি দেবকী বোসের 'পঞ্চসার'কিন্তু জনপ্রিয়তা লাভ করেন 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবিতে। অনেক ছবি নবদ্বীপ হালকার করেছেন যেমন 'গ্রহের ফের','সোনার সংসার', 'শহর থেকে দূরে', 'সাধারণ মেয়ে', 'বৈকুণ্ঠের উকিল','ছেলে কার' সহ আরও অনেক নাম আছে।

নবদ্বীপ হালদার গ্রামের সঙ্গে অটুট সম্পর্ক রেখেছেন, নিয়মিত আসতেন গাজন, দুর্গাপুজোয়। কলকাতা থেকে দল এনে যাত্রা পালায় অভিনয়ও করতেন। শোনাতেন হাস্য কৌতুক। সেবার নবদ্বীপ গ্রামে এসেছেন। তাঁকে জোর করে মঞ্চে তোলা হল। নবা বামুন মঞ্চে উঠে নিজের সংলাপ ভুলে গিয়ছিলেন। তবে মেকআপ দিয়েছিলেন।

উত্তম কুমারের কাছে অভিনেতা বিশ্বজিৎ

বুড়ো অর্থাৎ তরুণ কুমার একদিন এসে বললেন দাদা তোমার সঙ্গে একটা ছেলে দেখা করতে এসেছে, কে ছেলেটি? বিশু,কয়েকটা ছবিতে নামছে,থিয়েটার করে। চরম ব্যস্ততার মাঝেও তাঁকে দেখা করার সুযোগ দিলেন উত্তমকুমার। বললেন, অমুক দিন দেখা করতে বলিস।

নির্দিষ্ট দিনেই ভবানীপুরের বাড়িতে এসেছিলেন ছেলেটি নিতে চান,যদি একটু বুঝিয়ে দেন। স্ক্রীন একটিং আর স্টেজ একটিংয়ে কী পার্থক্য সেদিন বেশি করে অভিনেতা উত্তমকুমারের কাছে জানতে চাইছিলেন নবাগত অভিনেতা বিশ্বজিৎ, দুই থেকে তিন ঘন্টা ধরে মহানায়কের কাছে ভূতনাথের চরিত্র বুঝে নিয়েছিলেন।

বিশ্বজিৎকে মহানায়ক কথা দিয়েছিলেন যদি রোজ সকালে তাঁর কাছে আসেন তিনি,তাহলে

নম্রতা আর বিনয়ের সঙ্গে উত্তমকুমার কে প্রণাম করলেন, বেশ সুশ্রী দেখতে।

উত্তমকুমার তখন একরাশ কাজের মধ্যে ডুবে আছেন,মুক্তি পেয়েছে সেই বছর তাঁর অভিনীত এগারোটি ছবি। মুক্তিপ্রাপ্ত সব ছবি সাফল্য পেয়েছে,মহানায়কের মেজাজও বেশ ফিল গুড আবহ। ছেলেটিকে বসতে বলে উত্তমকুমার বললেন, কী ব্যাপার?

অতি বিনয়ের সুরেই সে বলল, আমার নাম বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, রঙমহলে 'সাহেব বিবি গোলাম'হবে,ওরা তাঁকে 'ভূতনাথের' চরিত্রে নির্বাচিত করেছেন। সিনেমায় উত্তমকুমারের ভূতনাথের চরিত্রে তাঁর অসাধারণ অভিনয় দেখেছেন, ওই চরিত্রটা তিনি বুঝে তাঁর সব জ্ঞান দিয়েই তাঁকে তৈরি করে দেবেন। মজার তথ্য হল রঙমহলে যতদিন বিশ্বজিৎ রিহার্সাল দিয়েছিলেন কোনওদিন সকালে উত্তমকুমারের কাছে তাঁর যেতে ভুল হয়নি। বিশ্বজিতের অভিনয়ের হাতে খড়ি হয়েছিল 'ডাকহরকরা' ছবির সামান্য একটা চরিত্র করার জন্য সে ১৯৫৮-সালের ঘটনা।

তারপর 'কংস'ছবিতে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র করেছেন,আসল ব্রেক তিনি পেয়েছিলেন এম কে জি প্রোডাকসন্সের 'মায়ামৃগ' ছবিতে সন্ধ্যা রায়ের সঙ্গে অভিনয় করে। ছবিটা করার সময়ে বিকাশ রায় তাঁকে বলেছিলেন, 'দেখেছ তো তোমার চারপাশে কারা আছে? সন্ধ্যারানি, ছবি বিশ্বাস, আমি, উত্তমকুমার... তুমি কিন্তু অভিমন্যু।

মন্তেশ্বরে সদস্য সংগ্রহ অভিযানে এসে বাংলাদেশের মৌলবাদী শক্তিকে আক্রমণ দিলীপের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৮ নভেম্বর ঃ বাংলাদেশে ভারত বিরোধী মৌলবাদী শক্তি এখন অতিসক্রিয়। স্থায়ী সরকার নাই বলে বিশৃঙ্খলা চলছে। সেখানকার মৌলবাদীরা এখনোও বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচার করে যাচ্ছে। হাসিনা সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল তখন এইসব রোধ করেছিলো। সরকার সরে যেতেই মৌলবাদীরা ভারত বিদ্বেষী হয়ে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচার শুরু করেছে বলে পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বরে বিজেপির সদস্য সংঘ অভিযানে এসে বাংলাদেশ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিজেপির প্রাক্তন সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার সদস্য সংগ্রহ অভিযানে দিলীপ ঘোষ মন্তেশ্বর সবজির বাজারের বিক্রেতা ও দোকানদারদের সৌজন্যে সাক্ষাৎ করার সাথে সাথে সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচি করেন। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির মণ্ডল কমিটির সভাপতি ঝুলন হাজরা, বিজেপির জেলার নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক সৈকত পাঁজা সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্বরা। এদিন দিলীপবাবু দাবি করেন, যে সব হিন্দুদের উপর অত্যাচার হচ্ছে তারাই বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বড় ভূমিকা নিয়ে ছিল। তাদের পিতৃ-পুরুষের জায়গায় তারা থাকছে, এই মৌলবাদীরা বারে বারে আক্রমণ করে সব কিছু কেরে নিচ্ছে, তা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের ইসকনের মহারাজ চিন্ময় দাসের গ্রেফতারি নিয়েও তিনি তীব্র নিন্দা করেন। দিলীপবাবু সাংবাদিকদের বাংলাদেশে পণ্য- পরিবহন বন্ধ নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ভারতের খাবার খাবে আর হিন্দুদের মারবে। পশ্চিমবঙ্গের চোর-ডাকাত মারা গেলে আরবদেশ থেকে আওয়াজ উঠে, সেই রকমই বাংলাদেশের হিন্দুরা ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে। তৃণমূল সরকার কে খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, ওখানে অত্যাচারিত হিন্দুরা বাঙালী। ওই বাঙালীদের কোন কথা বলছে না তো সরকার। কেন ভোট ব্যাঙ্কের জন্য চুপ তৃণমূল বলে এদিন প্রশ্ন তোলেন দিলীপ ঘোষ। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে সনাতন জোটের মুখ তথা ইসকনের সন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভুকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করে তার উপর দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়। যার প্রতিবাদে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুরা শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদে নামলে তাদের উপর হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা। বাংলাদেশের পুলিশ ও সেনাবাহিনীও তাদের মদত দেয় ও হিন্দুদের উপর আক্রমণ করে যার ফলে বাংলাদেশ, ভারত সহ বিভিন্ন দেশের হিন্দু সংগঠনগুলি তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। অবিলম্বে বাংলাদেশী সরকারের এই মৌলবাদী শক্তিকে সমর্থন করা থেকে বিরত থাকতে হুঁশিয়ারি দিয়েছে নয়া দিল্লিও।

শিলিগুড়িতে পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে সরব শঙ্কর ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর ঃ পানীয় জলের আকাল শিলিগুড়িতে। শহর জুড়েই ভূগর্ভস্থ জলের যোগানে কম। বালাসন নদী থেকে পরিস্থিতি সামাল দিতে পরিশ্রুত জল সরবরাহের কথা। শিলিগুড়ি পৌরনিগম সেই পরিষেবার কাজে ব্যর্থ। বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ এ নিয়ে সরব। বিধানসভায় উল্লেখ পর্বে তিনি বলেন, বিকল্প হিসেবে কূয়োর জল ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু তাও হচ্ছে না। অন্যতম কারণ, নিয়মিত তা সাফাই হয় না। এ জন্য রাজ্য সরকারের তরফেও অর্থের জোগান নেই। পানীয় জলের জোগানে অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, মুখ্যসচিব ড. মনোজ পন্থকে এ বিষয়ে জানিয়ে হস্তক্ষেপ চেয়েছেন তিনি। শ্রী ঘোষ বলেন, মহকুমাশাসক জানান, এজন্য এসডিজেএফ - এর সিইও দায়ী রয়েছেন। শিলিগুড়ি - জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের তরফে আবার শিলিগুড়ি পৌরনিগমের দিকেই অভিযোগের আঙুল। মেয়র গৌতম দেব বলছেন, জেলাশাসকের কাছে চলে যান। তাঁর মতে, এই নিয়ে এক জাঁতাকলে পড়েছেন তিনি। উন্নয়ন তহবিলের অর্থে কাজ করতে বাধা শিলিগুড়িতেই। বিধানসভায় শঙ্কর ঘোষ এ জন্য বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের ফান্ড থেকে অর্থ বরাদ্দ করে কূয়ো সাফাই করা হোক -এই দাবিতে সরব তিনি। অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শঙ্কর ঘোষ।

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতির সমূহের সহ নিবন্ধক, সাউথ ২৪ রেঞ্জ এর আদেশনামা, নং - ৭১১ তারিখ ২৬.০৭.২৪ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে নামখানা ব্লক মহিলা ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, রেজি নং ১/০৯-১০, তারিখ ২২.০৪.২০০৯ এর সমস্ত সদস্যাগণকে জানানো হচ্ছে যে আগামী ইংরেজি **২৮.০১.২৫ তারিখ, দুপুর ১২.০০** টায় নামখানা ব্লক মহিলা ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, এর প্রধান কার্যালয়ে নীচের আলোচ্যসূচি অনুযায়ী এই সমিতির পরিচালক মন্ডলী সদস্য নির্বাচনের জন্য একটি বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।
নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ সমিতির কার্যালয় থেকে জ্ঞাত করার জন্য সকল সদস্যাকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আমমোক্তারনামা

রবিউল ইসলাম, পিতা- তোকিমুদ্দিন সেখ, সাং- খিদিরপুর, পোঃ- কানুপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২৩ সালে Book-I, ১৮৮৯৮ নং আমমোক্তার দলিল মূলে মানিরুল হক আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার ১১০ নং জরুর মৌজাস্থিত আর. এস. ও এল. আর. ২০০৩, নং দাগের এল. আর. ৯২০২ নং খতিয়ানের মোট ১৬.৫০ শতক সম্পত্তি হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা

১) কলি সেখ, পিতা- রফিক সেখ, ২) সেখ আব্দুল রহমান, পিতা- সেখ নুর ইসলাম, উভয়ের সাং- রমজানপুর তালাই, পোঃ- জরুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২৫।০৫।২০২৩ তারিখে Book-I, 7803 নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১) আবজাল সেখ, ২) আলমেশ সেখ, ৩) আসগার সেখ, ৪) আতাবুল সেখ, ৫) সেতাবুল সেখ, ৬) সুরাতন বিবি আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার ১২৩ নং সেলালপুর মৌজাস্থিত আর. এস. ও এল. আর. ২, নং দাগের এল. আর. ২৫৪ নং খতিয়ানের মোট ৬৭ শতক সম্পত্তি হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF MURSHIDABAD MUNICIPALITY
LALBAGH, P.O. & DIST.- MURSHIDABAD, PIN-742149
e-Mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No: - 03482-270232
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 481/MM/NIQ/2024-25** Date: 27.11.2024, last date for online submission to tender is **12-12-2024 (Thursday) up to:12:30 pm 482/MM/NIeT/2024- 25**, Dated: 28-11-2024. The last date for online submission of tender is **13-12-2024 (Friday) up to 14:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Indrajit Dhar
(Chairman, Murshidabad Municipality)

বৈঁক ऑफ़ इंडिया BOI Bank of India *Relationship Beyond Banking*

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
ধর্মতলা স্ট্রিট শাখা
৫০/২, ধর্মতলা স্ট্রিট, কলকাতা, পিন-৭০০০১৩
ডিমান্ড নোটিশ

নোটিশ ইউ/এস ১৩(২) এর সিকিউরিটাইজেশন এবং আর্থিক সম্পদের পুনর্গঠন এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর প্রয়োগ

নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণ গ্রহীতারা **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** থেকে নীচের উল্লিখিত সুরক্ষিত ঋণগুলি গ্রহণ করেছেন নীচের উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ তাদের নিজ নিজ সম্পত্তি বন্ধক দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়েছে। যেহেতু তারা সংশ্লিষ্ট ঋণ চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে এবং অনিয়মিত হয়ে পড়েছে, তাই তাদের ঋণগুলিকে আরবিআই নির্দেশিকা অনুসারে এনপিএ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-এর কাছে তাদের বকেয়া পরিমাণগুলি নিম্নলিখিত সারণীতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং উল্লিখিত পরিমাণের উপর আরও সুদও প্রযোজ্য হিসাবে প্রদেয় হবে এবং তাদের নিজ নিজ তারিখ থেকে কার্যকরভাবে চার্জ করা হবে।

ক) পণ্যে লোন নেওয়া হয়েছে খ) শাখার নাম ও ঠিকানা গ) অ্যাকাউন্ট নং	ঋণগ্রহীতাদের নাম এবং সহ-ঋণগ্রহীতা / বন্ধক	ক) বকেয়া পাওনা টাকা খ) এনপিএ তারিখ গ) অনুমোদিত সীমা	নিরাপত্তার প্রকৃতি / সম্পদ হিসাবে সুরক্ষিত বিবরণ
ক) স্টার হোম লোন খ) ধর্মতলা স্ট্রিট ৫০/২ ধর্মতলা স্ট্রিট, কলকাতা, পিন-৭০০০১৩ গ) ৪০০৭৭৫১১০০০০৩৯	শ্রী দীনেশ কুমার যাদব ৮১, বি.বি. গাঙ্গুলি স্ট্রিট, বৌবাজার, কলকাতা-৭০০০১২	ক) ১১৮২৮০৩.৫৯ টাকা + সুদ খ) ২৯-০৩-২০২৪ গ) ১০০০০০০.০০ টাকা	বন্ধক রাখা ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৪র্থ তলা বিল্ডিংয়ের নাম 'কৃষ্ণ অ্যাপার্টমেন্ট', মৌজা-জাংরা, জেএল নং ১৬, প্রাঙ্গণ নং ২৬, অশ্বিনীনগর, বাগুইআটি, কলকাতা-৭০০০৫৯।
ক) স্টার হোম লোন খ) ধর্মতলা স্ট্রিট ৫০/২ ধর্মতলা স্ট্রিট, কলকাতা, পিন-৭০০০১৩ গ) ৪০০৭৭৫১১০০০০০৯১	শ্রী রঞ্জিত কুমার ফ্ল্যাট নং. ২০১, দ্বিতীয় তল, টাওয়ার গঙ্গা, গোদরেজ প্রকৃতি, ১৮৭এফ/১, বি.টি. রোড, সোদপুর, কলকাতা-৭০০১১৫	ক) ২১,৯৩,৭৯৯.১৪ টাকা + সুদ খ) ২৮-০৯-২০২৪ গ) ২৩,০৮,১১৬ টাকা	বন্ধক রাখা ফ্ল্যাট নং ২০১, দ্বিতীয় তল, বিল্ডিংয়ের নাম 'টাওয়ার গঙ্গা' গোদরেজ প্রকৃতিতে, মৌজা-সুকচর, জেএল নম্বর ৭, হোল্ডিং নং.১৮৭এফ/১, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, পানিহাটি মিনিসিপ্যালিটির ১৪ নং ওয়ার্ড, থানা-খরদহ, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১১৫।

১. যেহেতু আপনি উল্লিখিত ক্রেডিট সুবিধার অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে আপনার বকেয়া পরিশোধে ডিফল্ট করেছেন, আমরা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জারি করা নির্দেশাবলী/নির্দেশাবলী অনুসারে আপনার অ্যাকাউন্টটিকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছি।
২. উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, আমরা এতদ্বারা আপনাকে উপরে উল্লিখিত আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে নোটিশ দিয়েছি এবং আপনাকে আরও সুদের সাথে এনপিএ তারিখে বকেয়া পাওনা অর্থের পরিমাণ ব্যাঙ্ককে পরিশোধ করার মাধ্যমে আপনার দায় সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। তার উপর মাসিক বিশ্রামের সাথে সংমিশ্রিত সারণী অনুসারে, এবং ব্যাঙ্কের সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচগুলি, যতক্ষণ না আপনার দ্বারা পরিশোধ করা হবে ৬০ দিনের মধ্যে এই নোটিশের তারিখ, যা ব্যর্থ হলে অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আমরা সম্পূর্ণরূপে আপনার ঝুঁকিতে খরচ এবং ফলাফল হিসাবে ব্যাঙ্কের কাছে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩ এর অধীনে ব্যাঙ্কের উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করব উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদ।
৩. যদিও আমরা আপনাকে ব্যাঙ্কের সমস্ত বকেয়া প্রযোজ্য সুদ, সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ব্যাঙ্কের খরচ এবং সুরক্ষিত সম্পদগুলি উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পরিশোধের মাধ্যমে পরিশোধ করার জন্য উপরের মতো আপনার দায়ভার বহন করার আহ্বান জানাচ্ছি। অনুগ্রহ করে গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখবেন যে SARFAESI আইনের ধারা ১৩(৮) অনুসারে, সুরক্ষিত সম্পদের খালাসের অধিকার শুধুমাত্র তারিখ পর্যন্ত আপনার কাছে উপলব্ধ থাকবে পাবলিক নিলামের জন্য নোটিশ প্রকাশ বা সুরক্ষিত সম্পদের লিজ, অ্যাসাইনমেন্ট বা বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরের জন্য সরকারী বা ব্যক্তিগত চুক্তি থেকে কোটেশন বা দরপত্র আমন্ত্রণ।
৪. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগ করার ফলে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায়, তা প্রথমে আমাদের দ্বারা করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচ এবং/অথবা আনুষঙ্গিক যে কোনও ব্যয়ের পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে এবং দ্বিতীয়ত উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধে এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ এবং অর্থের অবশিষ্টাংশ, যদি থাকে, ব্যাংকের সম্পূর্ণ পাওনা (যেকোনও অধীন সহ ব্যাঙ্কের কাছে আপনার অন্যান্য বকেয়া ঋণগ্রহীতা বা গ্যারান্টার হিসাবে) সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা হলে, আপনাকে প্রদান করা হবে।
৫. যদি উল্লিখিত বকেয়াগুলি সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদায়কৃত অর্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা না হয়, তাহলে আমরা ঋণ পুনরুদ্ধারের আগে আইনিপুনরুদ্ধারের পদক্ষেপগুলি দায়ের সহ আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার আমাদের অধিকার সংরক্ষণ করি। ট্রাইব্যুনাল/আদালত, আপনার কাছ থেকে আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ ইত্যাদির সাথে বকেয়া অবশিষ্ট পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য।
৬. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উপরোক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুযায়ী, এই নোটিশটি প্রাপ্তির পরে, আপনি বিক্রয়, ইজারা, লাইসেন্স, উপহারের মাধ্যমে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলি হস্তান্তর বা কোনও দায়বদ্ধতা তৈরি করা থেকে বিরত থাকবেন, বন্ধক বা অন্যথায়।
৭. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাঙ্কের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত আইনের ১৩ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।
৮. উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি বিরূপতা ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৯-১১-২০২৪
স্বা-চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মহিলা থানা থেকে নিখোঁজ মানসিক ভাবে অসুস্থ মহিলাকে খুঁজে বের করতে নির্দেশ দিলো হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ নভেম্বর ঃ জলপাইগুড়ির এক মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়ে সাথ মাস আগে আলিপুরদুয়ার মহিলা থানা উদ্ধার করে, রাতেই বাবার কাছে খবর যায় মেয়ে উদ্ধারের, পরের দিন সকালে মেয়েকে নিতে থানায় পৌঁছলে পুলিশ জানায়। রাতেই আপনার মেয়েকে বাসে তুলে দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে কোনো সুরাহা না পেয়ে অবশেষে লিগ্যাল রাইটস প্রোটেকশন অর্গানাইজেশন এর সহোযোগিতায় গরীব ভ্যান চালকের পরিবার হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়। ২৬ নভেম্বর উভয়পক্ষের বক্তব্য শোনার পর দুই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসারদের দিয়ে স্পেশাল টিম তৈরী করে খুঁজে বের করার নির্দেশ দিলেন জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার পুলিশ সুপারকে। জলপাইগুড়ির কোথাওয়ালী থানা জেনারেল ডায়েরি নম্বর না দেওয়ার অভিযোগ। কোনো সহযোগিতা করেনি বলে অভিযোগ গরীব পরিবারের। জলপাইগুড়ি কোতোয়ালী থানা, আলিপুরদুয়ার কোতোয়ালী থানা ও আলিপুরদুয়ার এর মহিলা থানার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন খোদ কলকাতা হাই কোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের ডিভিশন বেঞ্চের দুই বিচারপতি। সাত মাস থেকে আজও ঘরে ফেরেনি রাখি রায়, ঘটনা প্রসঙ্গে নিখোঁজ মানসিক ভারসাম্যহীন রাখি রায়ের দুঃস্থ অসহায় ভ্যান চালক বাবা পিন্টু রায় চোখে জল মুছে বলেন, সাত মাস আগে মেয়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে যায়, আমরা কাজে তখন বাইরে ছিলাম সেই থেকে অনেক জায়গায় খোঁজখুঁজি করি কিন্তু পাইনি মেয়েকে এরপর হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় আলিপুরদুয়ার থানা থেকে আমাদের ফোন করে বলা হয় আপনার মেয়েকে পাওয়া গেছে নিয়ে যান। আমি বলি এখন রাতে জলপাইগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার যাওয়া সম্ভব নয়, আপনারা থানাতেই রাখেন ভোর হতেই আমরা রওনা দিচ্ছি, সেই মতো ভোর হতেই আমি আলিপুরদুয়ার পৌঁছায় থানায় যাই, কিন্তু পুলিশ বলে আপনার মেয়েকে বাসে তুলে দেওয়া হয়েছে বাড়ি যাবার জন্য, শুনেই আমি হতাশ হয়ে যাই, পুলিসকে বলি রাত টুকু রাখতে পারতেন, ওড়া কোনো কথা শুনলো না, সেই থেকে আজ সাত মাস আমি সাড়া দিন ভ্যান টেনে রাতে ঘুমাতে পারি না, কি করে ঘুমাবো নিজের সন্তান তো ফেলে দিতে পারি না। অপরদিকে এই দুঃস্থ অসহায় মানুষটির পাশে দাঁড়িয়েছে লিগ্যাল রাইটস প্রটেক্টসন অর্গানাইজেশন নামের একটি স্বেচ্ছা সেবি সংগঠন। সংগঠনের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে পুলিশের ভূমিকা, কর্তব্যে পালনে গাফিলতি সহ একাধিক বিষয় নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা দায়ের করে। এই প্রসঙ্গে মামলাকারি পক্ষের আইনজীবী অতিন্দ্র চৌধুরী জানান, গত ২৬ নভেম্বর মামলাটি সার্কিট বেঞ্চের দুই বিচারপতি সম্পা সরকার এবং পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায় ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটি শুনানির জন্য উঠলে, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন খোদ দুই বিচারপতি এরপরেই দুপক্ষের বক্তব্য শোনার পর, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপারের উদ্দেশ্যে নির্দেশ জারী করে অবিলম্বে এই ঘটনাটিকে গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করার জন্য বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠনের কথা বলেন। আমরা আশাকরছি হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের এই আদেশের পর নিখোঁজ রাখি রায়ের ঘটনার ভালো একটি ফল বেড়িয়ে আসবে। আইনজীবি, অতীন্দ্র চৌধুরী। অপরদিকে এই মামলা প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি স্থিত কলকাতা হাই কোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের সরকারী আইনজীবি তথা এডিশনাল এডভোকেট জেনারেল, জয়জিত চৌধুরী জানান, আলিপুরদুয়ার জেলার পিংক পুলিস মেয়েটিকে উদ্ধার করে ছিলো, তবে মেয়েটি পুলিশকে জানায় কিছু টাকা পেলে সে নিজেই বাড়ি চলে যেতে পারবে, এরপর থেকেই মেয়েটি নিখোঁজ বলে দাবি পরিবারের, মঙ্গলবার এই মামলায় ডিভিসন বেঞ্চের দুই বিচারপতির সম্পা সরকার এবং পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায় জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দিয়েছেন বিশেষ দল সিট গঠন করে দ্রুত নিখোজ মেয়েটিকে খুঁজে বের করার।

বাঁশের সাঁকো ভাঙা, নদীর জল পেরিয়ে চলছে যাতায়াত

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ নভেম্বর ঃ বাঁশের সাঁকো ভাঙ্গা, তাই নদীর জল পেরিয়ে চলছে স্কুলে যাতায়াত। ঘটনাটি জলপাইগুড়ির সাহেববাড়ি প্লেনঘাটি সংলগ্ন এলাকা। এই

এলাকার মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে পাঙ্গা নদী। সারা বছর ধরে কম বেশী জল থাকে। এলাকার উদ্যোগে নদীর উপর বাঁশের সাঁকো তৈরী হলেও তা বর্ষাকালে জলের তোড়ে ভেঙে যায়। ফলে ওই এলাকার স্কুল, কলেজ, অফিস কাছারি ও ব্যাবসায়ী লোকজন প্রায়ই সমস্যায় পড়েন। কাছেই মুন্নাজ হ্যাপি হোম স্কুল। এদিন স্কুল সময়ে দেখা গেল ছাত্র- ছাত্রীদের অনেককেই নদী পার হতে। ছাত্রদের দেখা গেল ফুল প্যান্ট খুলে চটি সহ হাতে নিয়ে নদী পার হচ্ছেন। সমস্যার কথা শিকারও করেন। সাগরিকা রায়, অভিজিত বর্মন বলেন, কম সময়ে আমাদের স্কুলে যাওয়ার এটাই রাস্তা। নদীর উপর উপর বাঁশের সেতু ভেঙে যাওয়ায় এভাবেই জল পেরিয়ে স্কুলে যাচ্ছি। এভাবে না গেলে তাহলে তিন - চার কিলোমিটার পথ ঘুরে স্কুলে যেতে হয় বলে তাঁরা জানান। অন্যদিকে রুপালী রায়, শচীন রায়, বলেন আমরা অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা। পাঙ্গা সাহেব বাড়ি বাজার থেকে শুরু করে নানা কাজে আমাদের নদীর ওপারে পাঙ্গা সাহেব বাড়ি এলাকায় যেতে হয়। খুব তাড়াতাড়ি যাওয়ার এটাই রাস্তা। এই নদীর উপর সেতু হলে ভালই হয়।

বিশ্ব বাণিজ্য বঙ্গ-সম্মেলনের প্রস্তুতি শুরু করেছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, ২৮ নভেম্বর ঃ আগামী ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ হতে চলেছে বিশ্ব বাণিজ্য বঙ্গ-সম্মেলন। আর ঠিক তার আগে শুক্রবার নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে আলিপুরের 'সৌজন্য' প্রেক্ষাগৃহে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি বৈঠক করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আধিকারিকরা ইতিমধ্যে সমস্ত রকম প্রস্তুতি সেরে ফেলেছেন। শুক্রবার বিকেল সাড়ে চারটে থেকে এই বৈঠক শুরু হবে বলে সূত্রের খবর। এই বৈঠকে একাধিক শিল্পপতি-সহ সমাজের নানান বিশিষ্টজনদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাস এবার প্রচুর বিনিয়োগ আসতে চলেছে। বাংলাকে বিভিন্ন শিল্পপতিদের সামনে আরও কীভাবে বিনিয়োগ যোগ্য করে তোলা যায়, তা নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজ্যে বাণিজ্য সম্মেলন হওয়ার পর থেকেই বিনিয়োগের সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়েছে। সেই দিক থেকে শুক্রবারের আলোচনা খুবি গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছেন বাংলার বাণিজ্য মহল।

অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে শিশুদের মুখেভাত দেন কর্মী-সহায়িকারা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মায়াকলোনি অঙ্গনারী কেন্দ্রে শিশুদের মুখেভাত দেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকারা। এদিন খাওয়া দাওয়ার আয়োজন ছিল অন্য দিনের থেকে একদম আলাদা। এদিন রান্না করা পায়েস শিশুদের খাইয়ে মুখেভাত হয়। শুধু তাই নয় গর্ভবতী মায়েদের সাধও দেওয়া হয় এদিন। শিলিগুড়ি সংলগ্ন ডাবগ্রাম ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত একটিয়াশাল মহিপাল বিএসপি স্কুলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রায় দেড়শো জন। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী গায়ত্রী চক্রবর্তীর কথায়, এদিন প্রায় পনেরো জন শিশুকে অন্নপ্রাশন দেওয়া হয় পাশাপাশি বারো জন গর্ভবতী মাকে সাধ দেওয়া হয়। এই দিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাবগ্রাম দু নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিতালী মালাকার সহ অন্যান্যরা।

সিনেমা চলাকালীন আগুন রানাঘাটের হলে

দুরন্ত বার্তা, রানাঘাট, ২৮ নভেম্বর ঃ সিনেমা চলাকালীন আগুন লাগে রানাঘাটের হলে। তবে অল্পের জন্য শেষ পর্যন্ত বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গেল রানাঘাট টকিজ সিনেমা হল। রানাঘাট রেল স্টেশনের পাশেই রয়েছে রানাঘাট টকিজ। সূত্রের খবর, হলে শো চলাকালীন বৃহস্পতিবার আচমকা আগুন লেগে যায় একটি এসি মেশিনে। দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। ধোঁয়ায় ঢেকে যায় হল। তা দেখেই চিৎকার- চেঁচামেচি শুরু করে দেন হলে আসা লোকজন। কিছু সময়ের মধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয় সিনেমা। খবর যায় দমকলে। মুহূর্তেই বন্ধ করে দেওয়া হয় হলের বিদ্যুৎ সংযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের একটি ইঞ্জিন। ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। পরবর্তীতে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন রানাঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যান কোসলদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

আমমোক্তারনামা

কলি সেখ, পিতা- রফিক সেখ, সাং- রমজানপুর তালাই, পোঃ- জরুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২৫।০৫।২০২৩ তারিখে Book-I, ৮৪৮২ নং আমমোক্তার দলিল মূলে মানিক চন্দ্র হালদার আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার ১২৩ নং সেলালপুর মৌজাস্থিত আর. এস. ও এল. আর. ৬/৫৬৬, নং দাগের এল. আর. ১৩১৭ নং খতিয়ানের মোট ২৬ শতক সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা

কলি সেখ, পিতা- রফিক সেখ, সাং- রমজানপুর তালাই, পোঃ- জরুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০.০৫.২০২৩ তারিখে Book-I, ৬৭৩১ নং আমমোক্তার দলিল মূলে অখিল মন্ডল আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার ১২৩ নং সেলালপুর মৌজাস্থিত আর. এস. ও এল. আর. ৬৫৬৭, ১০ নং দাগের এল. আর. ৬৮৯, ১০৮৬ নং খতিয়ানের মোট ২৬ শতক সম্পত্তি হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Office of the
Bagnan I Gram Panchayat
Bagnan,Howrah
Sub.- GRAM PANCHAYAT E-TENDER NOTICE
E-Tenders are invited by the Pradhan, Bagnan I Gram Panchayat, Bagnan, Howrah, for 2 nos. of work vide **NIET NO – WB/HOW/BAGI GP/NIET-08/15 th FC/24-25**, Date of Application: from **29.11.24. 10 AM to 05.12.2024. 6 P.M**, Date of Submission of Bid: **29.11.24.10 AM to 05.12.2024. 6 P.M.** Date of Opening of Bid (Technical): **06.12.2024, at 6PM.** Detail information available at this GP Office and website **https://wbtenders.gov.in**. during the working hours.
Sd/- Pradhan,
Bagnan I Gram Panchayat, Bagnan, Howrah.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Director General (Electrical), KMC invites e-tender online in two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/LTG/HQ/CS/10/24-25
Name of the work: **Improvement of all the outdoor lighting accessories along with indoor lighting system of different stores at Central Store under KMC.** Estimated amount: ₹ **3,98,898.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **09.12.2024 at 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **30.11.2024 at 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-V/G.R.U., KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/LTG/RS/25/24-25/82
Name of the work: **Improvement of street lighting system at Mullick Para, Tapa Para and others in Ward No.-140, BR-XV.** Estimated amount: ₹ **4,39,933.78.** Earnest money: ₹ **9,000.00.** Period of completion: **30 days.**
(2) NIT No. : KMC/LTG/RS/26/24-25/83
Name of the work: **Improvement of street lighting system at Thunder Para, Paschim Jala and others in Ward No.-140, BR-XV.** Estimated amount: ₹ **3,79,977.15.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **30 days.**
(3) NIT No. : KMC/LTG/RS/27/24-25/84
Name of the work: **Installation of street lighting system at Gabtala, different Lanes and Bye Lanes of Karbala Road, Hazi Ratan and others in Ward No.-139, BR-XV.** Estimated amount: ₹ **4,47,469.39.** Earnest money: ₹ **9,000.00.** Period of completion: **30 days.**
(4) NIT No. : KMC/LTG/RS/28/24-25/85
Name of the work: **Supply and delivery of LED light fittings at different Lanes and Bye Lanes of S.A. Farooque Road, Gollam Mollah Road and others in Ward No.-139, BR-XV.** Estimated amount: ₹ **3,96,164.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **30 days.**
(5) NIT No. : KMC/LTG/RS/29/24-25/86
Name of the work: **Supply and delivery of LED light fittings at different Lanes and Bye Lanes of Satghara Road, Safi Kathgola to Akra Road junction and others in Ward No.-140, BR-XV.** Estimated amount: ₹ **3,94,852.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **30 days.**
(6) NIT No. : KMC/LTG/AA/10/24-25/65 (2nd Call)
Name of the work: **Repairing and renovation of street lighting system at surrounding areas of Mollahpara, Dr. A.K. Road and others under Ward No.-141.** Estimated amount: ₹ **4,72,201.07.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**
(7) NIT No. : KMC/LTG/AA/12/24-25/67 (2nd Call)
Name of the work: **Installation of new street lighting works at Ayub Nagar Bustee, New Bustee areas and others in Ward No.-141.** Estimated amount: ₹ **3,69,469.11.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **10.12.2024 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 to 7).** The bid forms and other details are available on and from **30.11.2024 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 to 7).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 7).** For corrigendum/addendum, etc., if any, the same website has to be seen **(For Sl. No. 1 to 7).**

The Executive Engineer (E)/Electricity, KMC invites e-tender online percentage/item rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/ELY/ESTM-118/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Replacement of 02 nos. old panel board of ancillary department by new panel board at Dist-II Garage under KMC.** Estimated amount: ₹ **3,50,742.83.** Earnest money: ₹ **7,100.00.** Period of completion: **14 days.** Last date and time of submission of bid: **09.12.2024- 4 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **29.11.2024 - 4 p.m.**
(2) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-63/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of four numbers of AC Machines, and replacement of one defunct AC Machine, installed at the Conference Room of TPD-Department under KMC.** Estimate amount: ₹ **1,68,946.74.** Earnest money: ₹ **3,500.00.** Period of completion: **07 days.**
(3) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-62/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Supply and installation of light fittings by replacing the old fittings and allied works at Municipal Building Tribunal at 5th Floor of HUDCO Building under KMC.** Estimate amount: ₹ **1,95,875.36.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **10 days.**
(4) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-74/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Supply and installation of wiring, for power distribution and illumination at Newly Renovated Office at 3rd Floor of 48 Market Street/KMC.** Estimate amount: ₹ **3,81,321.46.** Earnest money: ₹ **7,800.00.** Period of completion: **10 days.**
(5) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-21/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Supply and installation of changeover and other allied electrical works at IT Building under KMC.** Estimate amount: ₹ **1,83,063.84.** Earnest money: ₹ **3,700.00.** Period of completion: **15 days.**
(6) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-55/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Supply and installation of wiring, timer system and allied electrical works for the air ventilation system of Transformer and HT Swgr. Rooms at New Market New Complex Substation under KMC.** Estimate amount: ₹ **3,60,674.03.** Earnest money: ₹ **7,300.00.** Period of completion: **15 days.**
(7) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-79/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Supply and installation of water cooler cum purifier at 3rd Floor of 48 Market Street/KMC.** Estimate amount: ₹ **1,30,356.00.** Earnest money: ₹ **2,700.00.** Period of completion: **07 days.**
(8) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-42/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Supply and installation of MCCB at the outgoing of main panel supplying power to the vigilance department along with allied electrical works at HUDCO Building 8th Floor under KMC.** Estimate amount: ₹ **3,85,061.49.** Earnest money: ₹ **7,800.00.** Period of completion: **20 days.** Last date and time of submission of bid: **10.12.2024 up to 4 p.m. (For Sl. No. 2 to 8).** The bid forms and other details are available on and from **30.11.2024 (For Sl. No. 2 to 8).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 8).**

The Executive Engineer (E)/Lighting/Zone-I, KMC invites e-tender online percentage bid system for the following works:
(1) NIT No. : LTG/276/WD-33/BR-III/Z-I/24-25
Name of the work: **Installation of different types of decorative light fittings at the Road side Garden in Ward No.-33 under BR-III.** Estimated amount: ₹ **2,99,768.21.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **20 days.**
(2) NIT No. : LTG/280/WD-33/BR-III/Z-I/24-25
Name of the work: **Improvement of street lighting arrangement with LED light fittings 200 Watt at different Streets and Road in Ward No.-33 under BR-III.** Estimated amount: ₹ **4,99,004.82.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **20 days.** Last date & time of submission of bid: **09.12.2024 (1 p.m.) (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on & from **29.11.2024 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 & 2).**
(3) NIT No. : LTG/348/WD-14/BR-III/Z-I/24-25
Name of the work: **Installation of street lighting arrangements with LED lights at Manicktala Main Road, Canal East Road, Bagmari Road, Murari Pukur Road with adjacent area under Ward No.-14, KMC.** Estimated amount: ₹ **2,99,123.42.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **7 days.**
(4) NIT No. : LTG/331/WD-14/BR-III/Z-I/24-25
Name of the work: **Operation & maintenance work of street lighting system in Ward No.-14 under BR-III.** Estimated amount: ₹ **4,79,944.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **365 days.**
(5) NIT No. : LTG/332/WD-32/BR-III/Z-I/24-25
Name of the work: **Operation & maintenance of street lighting system in Ward No.-32 under BR-III.** Estimated amount: ₹ **4,89,931.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **365 days.** Last date of submission of bid: **11.12.2024 (1 p.m.) (For Sl. No. 3 to 5).** The bid forms and other details are available on & from **29.11.2024 (4 p.m.) (For Sl. No. 3 to 5).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**

The Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-II/BR-IV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following work:
NIT No. : KMC/LTG/102/WD25/IV/ZII/24-25
Name of the work: **Annual operation and maintenance of street lighting system within Ward No.-25, BR-IV.** Estimate amount: ₹ **4,97,902.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid (online): **07.12.2024 up to 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **29.11.2024 (2 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-IV/BR-XI, KMC invites e-tender online two part bid system for the following work:
NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/219/24-25/PD
Name of the work: **Improvement of Bustee lighting arrangement at Beltala Pukur, Ghosh Para and adjacent surrounding areas in Ward No.-111, BR-XI.** Estimated amount: ₹ **3,44,096.48.** Earnest money: ₹ **7,500.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of completion of bid: **07.12.2024 up to 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **29.11.2024 from 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**
(943/24-25)

গৃহকোন

আপনি বাড়ির রান্না ঘরে ফ্রিজ রাখবেন যেভাবে

যত দিন যাচ্ছে, তত কমছে বাসাবাড়ির পরিধি। মনমতো ঘর সাজাতে গেলেই শুরু হয় জায়গা নিয়ে টানাটানি। বিশেষ করে শহরে ছোট ফ্ল্যাটে যাঁরা থাকেন। বসার ঘরে একটা জিনিস রাখলে আরেকটা জিনিস রাখার জায়গা হয় না। কিন্তু তাই বলে দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ তো আর বাদ দেওয়া যায় না। তেমনই এক অনুষঙ্গ ফ্রিজ। কর্মব্যস্ত জীবনে ফ্রিজ ছাড়া আজকাল চলেই না। বেশির ভাগ ফ্ল্যাটেই ফ্রিজের জায়গা হয় বসার কিংবা খাবার ঘরে। চাইলেও তখন ঘরের অ্যাসথেটিকের সঙ্গে মিল রাখা সম্ভব হয় না। যে কারণে অনেকেই বিকল্প হিসেবে বেছে নিতে চান রান্নাঘর। বিদেশেও ওপেন কিচেন সেটিংয়ে রান্নাঘরের আশপাশেই রাখা হয় ফ্রিজ। এতে অনেকখানি সময় সাশ্রয় করা সম্ভব হয়। তবে রান্নাঘরে ফ্রিজ রাখার জন্য নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। না হলে বলেকয়ে ডেকে আনবেন বিপদ। কোথায় রাখবেন না বৈদ্যুতিক আইটেম বলে অনেকেই ফ্রিজ ও ওভেনকে পাশাপাশি রাখার কথা চিন্তা করেন। কিন্তু এতে হতে পারে হিতে বিপরীত। ওভেনের গরম তাপ ফ্রিজকে ঠান্ডা করতে বাধা দেয়। এতে ফ্রিজের কম্প্রেসরকে দ্বিগুণ কাজ করতে হয়। এ ছাড়া দুটি বৈদ্যুতিক পণ্য একই জায়গায় থাকলে তা থেকে যেকোনো দুর্ঘটনার আশঙ্কাও থাকে। চুলা থেকে ফ্রিজ যত দূরে রাখা সম্ভব, তত ভালো। চুলার আগুন ও তাপ দুটিই ফ্রিজের জন্য ক্ষতিকর। এ ছাড়া বৈদ্যুতিক জিনিস আগুন থেকে যতটা দূরে রাখা সম্ভব, ততটাই ভালো। চেষ্টা করবেন ফ্রিজ ও চুলার মধ্যে অন্তত দুই ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে। এতে চুলার গরম সরাসরি ফ্রিজের গায়ে লাগবে না। আগুন থেকে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কাও অনেকটা কমে যাবে। ফ্রিজ রাখার সবচেয়ে নিরাপদ ও ভালো জায়গা হলো রান্নাঘরের এক কোণ। এতে চলাফেরার পথে ফ্রিজ যেমন কোনো বাধার সৃষ্টি করবে না, তেমনই ছোট রান্নাঘরে ফ্রিজ থাকবে হাতের কাছে। রান্নাঘরের দরজার পাশেও ফ্রিজ রাখা যেতে পারে। তবে খেয়াল রাখবেন ফ্রিজের দরজা যেন রান্নাঘরের দরজা বন্ধ না করে দেয়। ফ্রিজের ঠিক পাশেই একটি কাউন্টার টপ থাকলে সবচেয়ে ভালো হয়। ফ্রিজে কোনো কিছু রাখতে চাইলে বা বের করতে সাহায্য করবে কাউন্টার টপ। বর্তমান সময়ের বেশির ভাগ ফ্রিজই যাতে জল সরাসরি ফ্রিজে না পৌঁছাতে পারে। এত সব নিয়মের বেড়াজাল দেখে প্রশ্ন করতে পারেন, তবে ফ্রিজ রাখব কীভাবে? ফ্রিজ রাখার জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় হলো তিন কোনা পদ্ধতি।

রান্নাঘরে ফ্রিজের অবস্থান হবে এমন, যাতে সিঙ্ক, স্টোভ ও ফ্রিজের মাঝখানে একটি তিন কোনা অবস্থান তৈরি হয়। এতে চুলার গরম হাওয়া কিংবা সিঙ্কের জল

জলরোধী। তবু জলের আশপাশে বৈদ্যুতিক জিনিস না রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। রান্নাঘর নকশার সময় চেষ্টা করবেন ফ্রিজ ও সিঙ্কের মাঝামাঝি দূরত্ব বজায় রাখতে, কোনোটাই ফ্রিজের গায়ে লাগবে না। হাতের কাছেই যেমন প্রয়োজনীয় উপাদান পেয়ে যাবেন, তেমনই রান্নাঘর থাকবে সুন্দর, গোছানো আর পরিষ্কার।

বিছানার চাদরে যদি থাকে সাদা কিংবা হালকা রং, তাহলে ঘর বড় দেখাবে

ভালো ঘুমের বেশ কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে। অন্যতম হলো প্রশান্তিদায়ক পরিবেশ। আলো বা শব্দে ঘুমের ব্যাঘাত তো ঘটেই, বিছানা-বালিশের মতো অনুষঙ্গও ভালো ঘুমে ভূমিকা রাখে। ভালো ঘুমের জন্য কেমন চাদর প্রয়োজন, চলুন জেনে নেওয়া যাক।

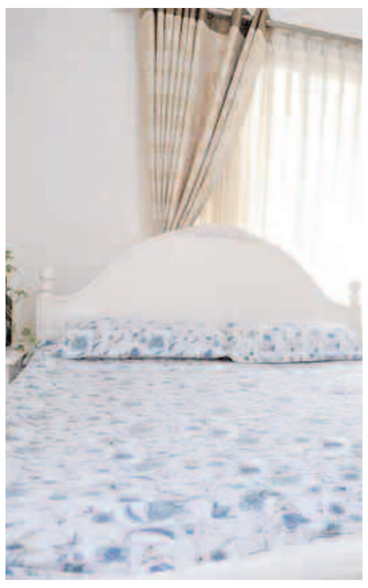

বিছানার চাদর হতে হবে মসৃণ ও নরম। কেনার সময়ই খেয়াল করুন, চাদরে যাতে কোনো রকম খসখসে বা অমসৃণ ভাব না থাকে। সুতি চাদরই সবচেয়ে আরামদায়ক। বেছে নিন সাদাসিধে বুননের কাপড়। টুইলের চাদরও নেওয়া যেতে পারে, যদি তা নরম হয়। রংটাও গুরুত্বপূর্ণ। বয়স ও রুচি অনুযায়ী চাদরের রং ও নকশা বেছে নেওয়া প্রয়োজন। প্রশান্তি ও আরামের দিক বিবেচনায় সাদা রংই বিছানার চাদরের জন্য সবচেয়ে ভালো। পাঁচতারা হোটেলগুলোতেও যেমনটা দেখা যায়। অন্য হালকা রঙের চাদরও ব্যবহার করতে পারেন। বেছে নিতে পারেন পছন্দের কোনো রঙের হালকা শেড। হালকা রঙের চাদরে অন্য রঙের ছোটখাটো নকশায় সৃষ্টি হতে পারে মিশ্র অনুভূতি। সেটিও ঘুমের জন্য ভালো। ধূসর রঙেও কেউ কেউ ভালো অনুভব করেন, কারও কারও মধ্যে আবার একটু বিষণ্নতার জন্ম দেয় এই রং। কালোতে আভিজাত্যের প্রকাশ ঘটলেও এই রঙের চাদরে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে। খুব উজ্জ্বল রঙের চাদরও ঘুমের জন্য সহায়ক নয় বলেই জানালেন তিনি। প্রকৃতির রঙে মিশে যাওয়া মাথার ওপরের নীল আকাশকে রোজই তো দেখি আমরা। তবে নৈমিত্তিক এই ‘জিনিস’টিও অনেকের খেয়াল করে দেখার অবসর হয় না। নীল রং মানসিক চাপ কমাতে সহায়ক, সবুজ রং আমাদের দেহকে শিথিল হতে সহায়তা করে। বিছানার চাদরের জন্য বাছাই করা যেতে পারে প্রকৃতির এই সবুজ বা নীল শেড। ব্যক্তিভেদে রং ও নকশাশিশুদের বিছানার চাদর বাছাই করার ক্ষেত্রে অবশ্য তাদের পছন্দকে প্রাধান্য দেওয়াই ভালো। চাদরে থাকতে পারে শিশুদের চাহিদামাফিক নকশা। আবার নারী ও পুরুষের পছন্দও হতে পারে আলাদা। মিষ্টি গোলাপি রঙের চাদরে ফুলেল মোটিফের নকশা হয়তো দেখতে সুন্দর, কিন্তু একজন পুরুষের তা পছন্দ না-ও হতে পারে। কোন ঘরের বিছানার চাদর কেনা হচ্ছে, চাদরটি কে ব্যবহার করবেন, এসব বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখুন চাদর কেনার সময়। প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য চেক কিংবা ডোরাকাটা নকশার চাদর বেছে নেওয়া যায়। হালকা রঙের সুবিধাও বেশবিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, হালকা রঙের বিছানার চাদর বেছে নিলে আরও কিছু সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। শহুরে অন্দরের গড়পড়তা পরিধি এখন অনেক ছোট হয়ে এসেছে। এই ছোট্ট অন্দরের একটা বড় অংশজুড়েই থাকে বিছানা। বিছানার চাদরে যদি থাকে সাদা কিংবা হালকা রং, তাহলে ঘরকে বড় দেখাবে। তাতে মনেও আসবে স্বস্তি। বিছানার চাদর ময়লা হয়ে গেলে হালকা রঙের চাদরে ময়লা ভাবটা বোঝা যায় বেশি। কেউ কেউ ভাবতে পারেন, এটি হালকা রঙের চাদরের খারাপ দিক। কিন্তু গাঢ় রঙের চাদরের ময়লা আপনার চোখে না পড়লেও সময়ের সঙ্গে সেখানে কিন্তু ময়লা ঠিকই জমতে থাকে, যা আপনার জন্য অস্বাস্থ্যকর হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই হালকা রঙের চাদরই বেছে নিন। আর যে রঙের চাদরই ব্যবহার করা হোক না কেন, তা অবশ্যই নিয়মিত পরিষ্কার করে ফেলুন। দিনের বেলা চাইলে একটা বাড়তি চাদর দিয়ে মূল চাদরটিকে ঢেকে দিতে পারেন, যাকে বলা হয় ‘বেড কভার’। তাহলে মূল চাদরটি সহজে ময়লা হবে না। বেড কভার যেকোনো উপকরণেরই হতে পারে এটি নরম সুতি কাপড়ে তৈরি না হলেও ক্ষতি নেই। এই অভ্যাস গড়ে তুললে আপনার বিছানার চাদর সত্যিকার অর্থেই কম ময়লা হবে।

ট্রেনে অ্যালার্ম চেইনের অপব্যবহারের অপরাধে ৮,০০০ টাকার জরিমানা আরোপ

মালিগাঁও, ২৮ নভেম্বরঃ ট্রেনে অ্যালার্ম চেইন টানা এবং ট্রেন ডিটেনশ্যনের অভিযোগে প্রথমবার বঙাইগাঁওয়ের স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ৮,০০০ টাকা জরিমানা আরোপ করেছে। অপরাধী ব্যক্তি ১৫ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে বরপেটা রোড স্টেশনের পাশে ট্রেন নং. ১২৫২০ ডাউন আগরতলা-লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেসের অ্যালার্ম চেইন টেনেছিল। চেইন টানার ফলে ট্রেনটি বরপেটা রোড স্টেশনের পাশে কিঃমিঃ ২৯৬১-এ থেমে গিয়েছিল।

কর্তব্যরত আরপিএফ টিম সাথে সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করে অপরাধীকে আটক করে। পরবর্তী সময়ে অপরাধীর বিরুদ্ধে রেলওয়ে আইনের ১৪১ ধারার অধীনে জরিমানা ও ট্রেন ডিটেনশ্যন চার্জ আদায়ের জন্য বিচার প্রক্রিয়া চালানো হয়। এর পূর্বে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে একই ধরনের ৫টি এবং কাটিহার ডিভিশনে ৮টি মামলার অনুসন্ধান চালিয়েছিল। ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রেলওয়ে আইন লঙ্ঘন করার অভিযোগে সংশ্লিষ্ট আদালতগুলির অধীনে বিচার চালানো হচ্ছে।

যাত্রীবাহী ট্রেনগুলিতে অ্যালার্ম চেইনের অপব্যবহারের ফলে ট্রেনের সময়ানুবর্তিতায় প্রভাব পড়ে এবং রেলওয়ের পরিচালনামূলক ক্ষতির কারণ হয়। যে কোনও অপ্রত্যাশিত ঘটনা প্রতিরোধ করতে ট্রেনের প্রতিটি কোচে অ্যালার্ম চেইন সিস্টেম থাকে।

ট্রেন ভ্রমণের সময় যাত্রীদের সুবিধার জন্য শুধুমাত্র নিরাপত্তাসুরক্ষা ব্যবস্থার সাথে জড়িত অত্যন্ত জরুরীকালীন সময়ে ব্যবহারের জন্য ট্রেনে অ্যালার্ম চেইন রাখা হয়। পর্যাপ্ত ও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া অ্যালার্ম চেইনের ব্যবহার রেলওয়ে আইন-এর ১৪১ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ, এর ফলে গ্রেপ্তার ও জরিমানা অথবা দুটোই হতে পারে।

জ্বালানি খাতের ওপর বড় হামলা

ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামো লক্ষ্য করে বড় ধরনের হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। বিভিন্ন নগরে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। ইউক্রেনের জ্বালানি মন্ত্রী হারমান হালুশচেঙ্কো এমন দাবি করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে হালুশচেঙ্কো লিখেছেন, ইউক্রেনজুড়ে জ্বালানি কেন্দ্রগুলো লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে। এতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোরে ইউক্রেনের বিমানবাহিনী দেশজুড়ে বিমান হামলাজনিত সতর্ক সংকেত ঘোষণা করে। ক্ষেপণাস্ত্র হামলার আশঙ্কায় এমন সতর্কতা করা হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুসারে, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ইউক্রেনে ১ হাজার ৫০০টির মতো বিমান হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। দেশটির যত অঞ্চল আছে, তার অর্ধেকজুড়ে আঘাত হেনেছে এগুলো। ইউক্রেনের বিমানবাহিনী আরও রকেট হামলার আশঙ্কা করছে। রিভনে, ভিনিৎসিয়া, ক্রোপিভিনৎস্কি, বাল্টা এবং মিকোলাইভসহ দেশটির অনেক অঞ্চলে রকেট হামলা হতে পারে বলে সতর্কতা জারি করেছে তারা। খারকিভের মেয়র ইগর তেরেখোভ বলেন, শহরের বেসামরিক একটি এলাকায় গোলা হামলা হয়েছে। আর লুৎস্কের মেয়র ইহর পোলিশচুক বলেছেন, কয়েকটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। বলা হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ বন্দর শহর ওদেসায় বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। আঞ্চলিক গভর্নর ওলেগ কিপার স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপদ জায়গায় থাকতে বলেছেন।

ফিলিস্তিনি পুরুষদের আটক

গাজা উপত্যকার উত্তরাঞ্চলীয় অবরুদ্ধ শহর বেইত লাহিয়া ছেড়ে পালাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এসব বেসামরিক মানুষের ওপরও ধরপাকড় চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। বুধবার নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটে চলা এসব মানুষের দল থেকে পুরুষদের আলাদা করে বেছে নিয়ে আটক করা হয়েছে। ৫০ দিনের বেশি সময় ধরে বেইত লাহিয়া এলাকাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। ওই এলাকায় খাবার, জল ও ওষুধ প্রবেশে বাধা দিচ্ছে তারা। এমন অবস্থায় স্থানীয় লোকজন এলাকা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন। বেসামরিক মানুষের অনেকে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে জিনিসপত্র হাতে নিয়ে পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন। কেউ কেউ গাধায় টানা গাড়িতে করে এলাকা ছাড়ছেন। বেইত লাহিয়া থেকে পালিয়ে আসা নারী উম্মে সালেহ আল-আদহাম বলেন, ‘আমরা বাড়ি ছেড়ে এসেছি এবং এখানে বসে আছি। আমাদের কোনো আশ্রয় বা খাবার নেই।

কোথায় যেতে হবে, তা আমাদের জানা নেই।’ওই নারী আরও বলেন, ইসরায়েলি সেনারা ফিলিস্তিনি পুরুষদের আলাদা করেছেন। শুধু নারী ও শিশুদের গাজা নগরীর দিকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বলছে, তারা বেইত লাহিয়া থেকে হাজার হাজার বেসামরিক নাগরিককে নিরাপদে সরে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছে।

জ্বলছে বাংলাদেশ - ভারত কি নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারে?

সমীর দাসঃ বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের পিছনে অন্যতম কারণ ছিল সেই দেশে ছাত্র সমাজের কোটা বিরোধী আন্দোলন। কিন্তু বাংলাদেশের অজান্তেই সেই আন্দোলনের রাশ চলে যায় পাকিস্তানপন্থী জামাত গোষ্ঠীর হাতে। তাদের হাসিনা বিরোধী আন্দোলন পরিণত হয় ভারত বিরোধী ও হিন্দু বিরোধী আন্দোলনে। এই বিষয়ে লেখিকা তসলিমা নারসিন আগে বার বার করে সাবধান করে দিয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে মহম্মদ ইউনুউসের নেতৃত্বে গঠিত হলো নতুন অন্তরবর্তী সরকার। অন্তরবর্তী সরকারের কাছে মানুষের দাবি ছিল অনেক। কিন্তু দেখা গেলো তিনি তো দেশের ধর্ম নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে পারলেন না বরং ওই দেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর আক্রমন ক্রমাগত বেড়ে চললো। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম সর্বত্র ভাঙ্গা হচ্ছে হিন্দু মন্দির, জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে হিন্দুদের বাড়ি,ঘর, দোকান। এই পরিস্থিতিতে প্রতিবাদের পথে নেমেছে হাজার হাজার হিন্দু। আর সেই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন ইস্কনের সাধু চিন্ময় কৃষ্ণ দাস। চিন্ময় মহারাজ সহ ১৯ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আদালত তাদের জামিন তো দেয় না বরং ওই দেশের এক শ্রেণীর মানুষ ইস্কনকে হিন্দু মৌলবাদী আখ্যা দিয়ে ইস্কনকে নিষিদ্ধ করার দাবি

তোলে। বৃহস্পতিবার ঢাকায় ইস্কনের একটি অফিস সেনা বাহিনী তুলে দেয়। স্বাভাবিক কারণেই চারিদিক থেকে ওঠে প্রতিবাদ। কয়েকদিন আগেই ভারত সরকার হিন্দুদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ জানিয়ে বার্তা পাঠিয়েছেন ইউনুস সরকারের কাছে।

ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দল এর প্রতিবাদ করেছে। এক বার্তায় শুভেন্দু অধিকারী বলেন, তারা পেট্রাপোল সীমান্ত আবারোধ করে প্রতিবাদ জানাবে। তিনি এও বলেন, দ্রুত চিকিৎসা ভিসা বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশের মানুষেরা চিকিৎসা করাতে কলকাতা বা ভারতে নয়, পাকিস্তানে যাক। এদিকে বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার মেনে নেওয়া যায় না। তিনি এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সহমত পোষণ করে বলেন, ভারতের পক্ষ থেকে আরও জোড়ালো প্রতিবাদ জানাতে হবে। এই বিষয়ে বিধানসভায় বিজেপি ও তৃণমূল সহমত পোষণ করে।

তিন লক্ষ টাকার জাল নোট সহ ধৃত এক ব্যক্তি

কলকাতা,২৮ নভেম্বরঃ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ধর্মতলা বাস ডিপোতে ছেয়ে গিয়েছিল আধিকারিকরা। প্রথমে কেউ কিছু বুঝতে না পারলেও পরে উত্তরবঙ্গ থেকে একটি বাস ধর্মতলা ট্রাম ডিপোতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে ওঠেন ওই আধিকারিকরা। চলে ম্যারাথন তল্লাশি। সন্দেহজনক এক ব্যক্তিকে তারা ধরেন। তার কাছে থাকা একটি ব্যাগেও চালানো হয় তল্লাশি। এরপরই আধিকারিকদের হাতে আসে পাঁচশো টাকার বান্ডিল-বান্ডিল জাল নোট। আটক হওয়া ব্যক্তিকে ওখানেই পুলিশ পাহারায় বসিয়ে রাখা হয়েছে। এসটিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, আটক ব্যক্তি মালদহ থেকে বাসে উঠেছিলেন। ব্যক্তির নাম মনোয়ার শেখ। মালদহের কালিয়াচকে বাড়ি। প্রায় তিন লক্ষ টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। এলাকায় বেশ ভিড় জমে যায়। পুলিশকে ভিড় সামলাতে বেশ বেগ পেতে হয়। সূত্রের খবর, এর কাছে আগেই খবর ছিল উত্তরবঙ্গ থেকে এক জাল নোটের কারবারি কলকাতায় আসছে বাসে করে। সেই মতো তারাও প্রস্তুত ছিল। ইতিমধ্যে ওই ব্যক্তিকে হেফাজতে নিয়ে তারা জানার চেষ্টা করছে কার থেকে ওই টাকা নিয়ে তিনি কাকে দিতে যাচ্ছিলেন।

ইমরান খানের মুক্তিসহ বিভিন্ন দাবিতে ব্যাপক সংঘর্ষ

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) নেতা কারাবন্দী ইমরান খানের মুক্তির দাবিতে হাজার হাজার কর্মী-সমর্থকের গাড়িবহর গত সোমবার রাতে রাজধানী ইসলামাবাদের ডি-চক এলাকায় পৌঁছায়। তাঁকে মুক্ত না করা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান নিয়ে থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন ইমরানের স্ত্রী বুশরা বিবি। কিন্তু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মঙ্গলবার মধ্যরাতের আগে অভিযান চালিয়ে বিক্ষোভকারী কর্মী-সমর্থকদের হটিয়ে দেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। এ সময় দুই পক্ষে সংঘর্ষ হয়। ঘটে হতাহত হওয়ার ঘটনা। বুশরা বিবি ছাড়াও খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও পিটিআই নেতা আলী আমিন গান্দাপুর অন্ধকারে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সরে যেতে বাধ্য হন। পরে নিরাপত্তা বাহিনী বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ব্যবহার করে। গতকাল বুধবার সকালের মধ্যে পিটিআই এক বিবৃতিতে জানায়, বিক্ষোভ ‘আপাতত’ প্রত্যাহার করা হয়েছে। পিটিআই নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের গাড়িবহর খাইবার পাখতুন খাওয়া থেকে ইসলামাবাদ অভিমুখে গিয়েছিল। রাজধানীতে প্রবেশে আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই ইসলামাবাদে প্রবেশ করে বহর। তাদের দাবি ছিল তিনটিগত ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে পিটিআইয়ের কাছে থেকে ‘ছিনিয়ে নেওয়া’ ম্যান্ডেট পুনরুদ্ধার, ইমরানসহ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি ও বিচার বিভাগে নিয়োগের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে আনা সংবিধান সংশোধনী বাতিল করা। এখন বিক্ষোভকারীরা ইসলামাবাদ থেকে পিছু হটায় পিটিআইয়ের শীর্ষ নেতৃত্ব ভীষণ চাপে পড়েছেন বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। তাঁদের মতে, দলটির কোনো দাবি পূরণ হয়নি। এ পরিস্থিতিতে পিটিআই কীভাবে সংগঠিত হবে, সেটা নিয়ে অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক জাইঘাম খান আল-জাজিরাকে বলেন, এ বিক্ষোভ কর্মসূচিকে ‘চূড়ান্ত ডাক’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছিল পিটিআই। এখন এভাবে বিক্ষোভ ধসে পড়া, দলটির রাজনৈতিক কৌশলের জন্য একটি বড় ধাক্কা। পিটিআইয়ের দাবি, তাদের আটজন সমর্থক বিক্ষোভে নিহত হয়েছেন। সরকারের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দমাতে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। সরকারের দাবি, বিক্ষোভকারী কেউ নিহত হননি। কর্মকর্তারা বলেন, সোমবার পিটিআইয়ের বহর থেকে নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের ওপর গাড়ি তুলে দেওয়া হলে তিন রেঞ্জার নিহত হন। আর দলটির সমর্থকদের সঙ্গে সংঘর্ষে এক পুলিশ কনস্টেবল নিহত হয়েছেন। চার মাসের মধ্যে এটা পিটিআইয়ের চতুর্থ বিক্ষোভের ঘটনা। গত অক্টোবরে একটি বিক্ষোভ অঙ্কুরেই থেমে যায়। খাইবার পাখতুন খাওয়ার মানশেহরা শহরে গতকাল বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে আলী আমিন গান্দাপুর পিটিআই নেতা-কর্মীদের ওপর সরকারের দমনপীড়নের তীব্র নিন্দা জানান। তিনি ইঙ্গিত দেন, দলটি সরকারের কাছে নিজেদের দাবিদাওয়ার কথা জানানো অব্যাহত রাখবে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে পার্লামেন্টে অনাস্থা ভোটে হেরে ক্ষমতাচ্যুত হয় ইমরান সরকার। এর পর থেকে দলটি একের পর এক বিক্ষোভ করে আসছে। গত ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচনে পিটিআই প্রার্থীরা বেশির ভাগ আসনে জয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু দলটি সরকার গঠনে ব্যর্থ হয়। পিটিআই দাবি করছে, তাদের ম্যান্ডেট ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছেইমরান খান ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে কারাগারে আছেন। তাঁকে দুর্নীতি, বিশ্বাসঘাতকতাসহ বিভিন্ন অভিযোগের মুখোমুখি হতে হয়েছে। দুর্নীতির মামলায় বুশরা বিবিও নয় মাস জেল খেটেছেন। গত অক্টোবরে জামিন পান তিনি। এখন পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নাকভি ইসলামাবাদে অস্থিরতার পেছনে বুশরা বিবিকে দায়ী করেছেন। গত মঙ্গলবার নাকভি অভিযোগ করে বলেন, ‘গত কয়েক দিনে প্রাণহানি ও অর্থনৈতিক ক্ষতির দায়ভার তাঁর (বুশরা) কাঁধেই বর্তায়।’ দল এখন কী করবেএ বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান পিটিআই নেতা সাঈদ জুলফি বুখারি। তিনি বলেন, এখন তাঁর দল হতাহতদের বিষয় সামাল দেওয়ায় মনোযোগ দিয়েছে। তবে লাহোরভিত্তিক রাজনৈতিক বিশ্লেষক বেনজির শাহ বলেন, ইমরান খানের মুক্তির জন্য আরেকটি বড় আকারের বিক্ষোভ শুরু করা এ মুহূর্তে পিটিআইয়ের জন্য প্রশ্নাতীত বলেই মনে হচ্ছে।

NAME CHANGE
I,Jayasree Jha, W/o Ashok Nath Jha,R/o-Flat No.:1D, Merlin Daffodil,10/07 Jyangra Ghosh Para,Post Office:Deshbandhu Nagar, Police Station:Baguihati, District:North 24 Parganas, Kolkata-700059 and shall henceforth be known as Jayashree Jha, as declared before the 1st Class Judicial Magistrate, Barasat Court vide affidavit(No.1259) Dated 04.02.2022. Jayasree Jha & Jayashree Jha both are same and identical person.

Name Change
I, Sk Ohid (Old Name) S/o Sk Maniruddin Residing at Vtc - Rupdaypur, P.o - Panskura R.S, Sub District - Panskura-1, District - Purba Medinipur,Pin- 721152 West Bengal India shall henceforth be known as Sk Abdul Ohid (New Name) as declared before the Notary Public, Kolkata vide affidavit Dated 27-11-2024. Sk Ohid (Old Name) and Sk Abdul Ohid (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Milan Mukherjee (Old Name) S/o Late Joydeb Mukherjee Residing at Green Park, Vtc - Madhyamgram (M), P.O - Michael Nagar, District - 24 Pgs(N), Pin- 700133, W.B. India shall henceforth be known as Milan Kumar Mukherjee (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 28/2024 Dated 28-11-2024. Milan Mukherjee (Old Name) and Milan Kumar Mukherjee (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Sisir Kumar Samanta (old name) son of Mantulal Samanta, residing at Vill- Pratappur, P.O.- Panchmaro Pratappur, P.S.- Ghatal, West Medinipur, Pin- 721212, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sisir Samanta (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 27/11/2024. Sisir Samanta (new name) and Sisir Kumar Samanta (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Rosulan Bibi (old name), W/O Musaraf, residing at 30/1B/H/2, Ekbalpore Lane, Kolkata – 700023, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Rasulan Bibi (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at kolkata on 28/11/2024.That Rasulan Bibi (new name) and Rosulan Bibi (old name) both are the same and one identical person.

Name Change
I, Jitesh Jaysukhlal Bavishi (old name) son of Jaysukhlal Keshavlal Bavishi @ Jaysukhlal Bavishi, residing at 83 Sambhunath Pandit Street, Bhowanipore. L.R. Sarani, Kolkata- 700020, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Jitesh Bavishi (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 28/11/2024. Jitesh Bavishi (new name) and Jitesh Jaysukhlal Bavishi (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Jayshree Jitesh Bavishi & Jayashree Jitesh Bavishi (old name) wife of Jitesh Bavishi, residing at 83 Sambhunath Pandit Street, Bhowanipore. L.R. Sarani, Kolkata- 700020, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Jayshree Bavishi (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 28/11/2024. Jayshree Bavishi (new name) and Jayshree Jitesh Bavishi (old name) all are same and identical person.

Name Change
I, BISHWANATH SHAW (OLD NAME) SON OF LATE BHAGIRATH SHAW RESIDING AT 243, D.B.ROAD, AMRABATI, PO & PS - TILJALA, KOLKATA-700039, WEST BENGAL INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH KNOWN AS BISWANATH SHAW (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/11/2024. BISHWANATH SHAW(OLD NAME) AND BISWANATH SHAW(NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

শিলিগুড়িতে তাঁতের শাড়ির প্রতিষ্ঠানকে ধরে রেখেছে কমল এবং সঞ্জয়ের শাড়ি কুটির

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর ঃ বিগত কুড়ি বছর ধরে শিলিগুড়িতে তাঁতের শাড়ির প্রতিষ্ঠানকে ধরে রেখেছে কমল এবং সঞ্জয়ের শাড়ি কুটির। বাঙ্গালীদের কাছে তাঁতের শাড়ির মহিমা অপরিসীম। যারা তাঁতের শাড়ি পড়তে ভালোবাসেন এবং উপহার দিতে ভালোবাসেন , তাদের কাছে তাঁতের শাড়ি মানে স্বপ্ন। আর শিলিগুড়িতে তাঁতের শাড়ির ঐতিহ্য বহন করে চলেছে কমল সাহা এবং সঞ্জয় সাহার হাঁড়ি কুটির। কুড়ি বছর ধরে শিলিগুড়ির হাকিম পাড়াতে শাড়ির দোকান আছে তাদের। মিষ্টি ব্যবহারের জন্য খদ্দেরের কাছে প্রচন্ড জনপ্রিয় দুই ভাই। তারা জানালেন মানুষের সাথে যদি ভালো ব্যবহার নাই করি তবে কিভাবে মানুষ আমাদের কাছে আসবেন। শুধুমাত্র শিলিগুড়ি নয়, শিলিগুড়ি আশেপাশের বিভিন্ন জায়গা জুড়ে ক্রেতা আছে তাদের। তারা জানালেন গত বছর এবং এই বছর বিভিন্ন কারণে ব্যবসা প্রচন্ড খারাপ থাকায়, ঘাটতি হয়েছে ঠিকই তবে আমরা হার মানিনি। শিলিগুড়ি থেকে নবদ্বীপ এবং ফুলিয়ার শাড়ি তারা আনেন। তারা জানালেন শিলিগুড়ির মানুষ পছন্দ করেন এইসব এলাকার শাড়ি। আর আমাদের কাছে তো এটা একটা ধর্মের মতন। গত কুড়ি বছর ধরে এই ব্যবসা করে চলেছি আমরা, এই ব্যবসা থেকেই আমাদের উপার্জন আমাদের আয় আমাদের ব্যয়। আমাদের সংসার চালানো সবকিছুই। তাই আমরা নিজেরাই তৈরি করে চলেছি এই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এর উন্নয়ন। কমল এবং সঞ্জয় আরো জানালেন আমাদের কাছে নানান ধরনের মানুষ আছেন, যাদের আয় এবং উপার্জন এক হয় না, সবাইকে মানিয়ে নিয়ে চলতে চেষ্টা করি আমরা। জানালেন তারা, শিলিগুড়ির হাকিম পাড়ায় তাদের একটাই দোকান এই দোকানে বিভিন্ন ধরনের মানুষ আসেন এবং তাদের পছন্দ থাকে আলাদা আলাদা, আমাদের কাছে সব ধরনের শাড়ি আছে। যার যেমন ক্ষমতা সেই ভাবেই তারা শাড়ি কেনেন। কমল সঞ্জয় আরো জানালেন, শাড়ি কুটিরে এখন শুধুমাত্র তাঁতি বিক্রি হয় না। অন্যান্য শাড়িও বিক্রি হয়। তবে শাড়ি কুটির নাম এটাই থেকে যাবে জানালেন দুই ভাই। এই ভাবেই আমরা আরও বড় করতে চলেছি শাড়ি কুটির এর ব্যবসা।

পূর্ব রেলওয়ে

নং.এসডিএসটিই-রানিং-রুম-২০২৪ তারিখ ঃ ২৭.১১.২০২৪, ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার-১, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **স্থান সহ কাজের নাম ঃ** (১) হাওড়া স্টেশনে রান্নাঘর, শৌচালয়, গ্যাংওয়ের সংস্কার, ছাদের ত্রুটি মেরামতি সহ ক্যামটেক ডিজাইন-এর বাসস্থানে রানিং রুমকে রূপান্তরের জন্য সংস্কার। (২) এইএন/আরপিএইচ-এর আওতাধীনে রামপুরহাটে রানিং রুমের আধুনিকীকরণের কাজ। (৩) এইএন/আরপিএইচ-এর আওতাধীনে পাকুড়-এ রানিং রুমের আধুনিকীকরণের কাজ। (৪) বোলপুরে ক্রু লবি তথা রানিং রুমের কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য (টাকা) ঃ** ৫২,২৫,২৩৩.৬০; **বায়না অর্থ (টাকা) ঃ** ১,০৪,৫০০.০০; **দরপ্রস্তাবের ধরন ঃ** সাধারণ টেন্ডার; **টেন্ডারের ধরন ঃ** ওপেন; **দরপ্রস্তাব প্রদানের ব্যবস্থা ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট; **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.১১.২০২৪ তারিখ সন্ধ্যা ৬ টা ১২ মিনিটে; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৩.১২.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩ টে; **টেন্ডারিং বিভাগঃ** এস অ্যান্ড টি; **দরপ্রস্তাবের স্টাইল ঃ** তালিকাভুক্ত প্রতিটি দফার জন্য একক দর; **প্রস্তাবের বৈধতা (দিন) ঃ** ৬০; **টেন্ডার নথির মূল্য (টাকা)ঃ** ০.০০; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৯ মাস; **চুক্তির ধরন ঃ** ওয়ার্কস; **চুক্তির বিভাগ ঃ** ব্যয়; **দরপ্রস্তাব শুরুর তারিখ ঃ** ০৯.১২.২০২৪। দরপ্রস্তাবদাতাগণ তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত দরপ্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-449/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ডুয়ার্সের চা-কে ব্র্যান্ড করতে বিশেষ কনক্লেভের আয়োজন ক্ষুদ্র চা চাষিদের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ নভেম্বর ঃ দেড়শো বছর আগে জলপাইগুড়িতেই প্রথম চা বাগান তৈরি হয়েছিল, ডুয়ার্সের চা-কে ব্র্যান্ড করতে বিশেষ কনক্লেভের আয়োজন ক্ষুদ্র চা চাষিদের। এই বিষয়ে সাধারন মানুষকে অবগত করতে বৃহস্পতিবার ক্ষুদ্র চা চাষি সংগঠণের জলপাইগুড়ি জেলা কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে বিস্তারিত জানালেন সংগঠণের সভাপতি বিজয় গোপাল চক্রবর্তী। এদিন জলপাইগুড়ি জেলার চা বাগানের ইতিহাস উল্লেখ করে তিনি বলেন, ১৮৫৪ সালে গাজোলডোবায় প্রথম চা বাগান স্থাপন করে ব্রিটিশ সাহেব। আজ দেড়শো বছর পর সেই জলপাইগুড়ি তথা ডুয়ার্সের চায়ের কোন ব্র্যান্ড নেই যেমনটা দার্জিলিং, আসামের ক্ষেত্রে রয়েছে। আমরা ডুয়ার্সের চা-কে বিশ্ব মানচিত্রে তুলে ধরতে আগামী ৩০ নভেম্বর লাটাগুড়িতে উপস্থিতিতে একটি কনক্লেভ বিশিষ্ট চা বিশেষজ্ঞদের আয়োজন করেছি।

Office of the
Ramur dihibhursut asanda GRAM PANCHAYAT
VILLAGE :ASANDA, P.O :DIHIBHURSUT, P.S :UDAYNARAYANPUR, DIST: HOWRAH
Pin 712408, e-mail : rdagpasanda@gmail.com : 8343917594

E-Tender are invited by the Pradhan Rampur Dihibhursut Asanda Gram Panchayet under Udaynarayanpur Block , Howrah from reputed and resourceful contractors for 2 nos **E-Tender ID-2024_ZPHD_775572_1. 2024_ZPHD_775642_1** , Publish date - **28/11/2024 at 6.00PM** . Last date of Online Submission Technical & Financial Bid up to **13/12/2024 at 2.00 P.M.**, Date opening-**16/12/2024 at 12.30 PM** for details Visit **website https://wbtenders.gov.in**

Sd/ Pradhan
Rampur Dihibhursut Asanda Gram Panchayet

NORTH BARRACKPORE MUNICIPALITY
PALTA, BARRACKPORE
NORTH 24 PARGANAS

One(1)no. of Corrigendum Notice vide Ref No. 5769/NBM/Store dtd. 28.11.2024 is being uploaded by The Chairman, North Barrackpore Municipality for the following e-tender. Sl No. 1. Tender Details 2024_MAD_769078_1(5535/NBM/Store 13.11.2024) For details see **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
North Barrackpore Municipality

OFFICE OF THE
HATGACHHA-II GRAM PANCHAYAT
BARBERIA,SOMRUK,ULUBERIA,HOWRAH-711316
Notice Inviting e-Tender
Tender Ref:-WB/HZP/ULUBERIA-I/HAT-II/eNIT-07/2024-25,

Electronic Tenders are hereby invited by the Pradhan, Hatgachha-II Gram Panchayat, Uluberia-I Block for implementation of **Eight (8) nos**. work within Hatgachha-II Gram Panchayat, Howrah. Last date of submission of Tender up to **04/12/2024 at 12:00 Hrs**. Time and Date for opening Technical Bid/Bids **06/12/2024 at 12:00 Hrs**. Details are available in **https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-Pradhan
Hatgachha-II Gram Panchayat

মেট্রো গত পাঁচ মাসে ৯.৩ কোটিরও বেশি যাত্রী বহন করেছে

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর ঃ কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির বাসিন্দাদের জন্য মেট্রো রেলওয়ে চার দশকেরও বেশি সময় ধরে পরিবহন ব্যবস্থার সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং চাওয়া হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে আরো বেশি যাত্রীরা দ্রুত, সস্তায় এবং আরামদায়কভাবে তাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য মেট্রোকে পছন্দ করে। ফলে সাম্প্রতিক সময়ে কলকাতার মেট্রো রেলে যাত্রী সংখ্যা বেড়েছে। মেট্রো গত পাঁচ মাসে, অর্থাৎ জুলাই'২৪ থেকে ৯.৩ কোটিরও বেশি যাত্রী বহন করেছে। এই পাঁচ মাসে আট কোটি যাত্রী ব্লু লাইনে ভ্রমণ করেছেন, গ্রীন লাইন-১-এ প্রায় ৬১ লাখ যাত্রী, গ্রীন লাইন-২-এ প্রায় ৬৪ লাখ যাত্রী, অরেঞ্জ লাইনে ২.৭ লাখ এবং পার্পল লাইনে ৭৯০০০ যাত্রী ভ্রমণ করেছেন। ফলস্বরূপ, এটিও লক্ষ্য করা গেছে যে আরও বেশি সংখ্যক মেট্রো যাত্রীরা ডিজিটাল মোড যেমন ইউপিআই, নেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিটক্রেডিট কার্ডগুলি টোকেন এবং স্মার্ট কার্ড কেনার জন্য এবং মেট্রোতে স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করার জন্য অর্থপ্রদানের জন্য বেছে নিচ্ছেন। এই বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল পেমেন্ট যাত্রীদের সময় বাঁচাতে এবং পরিবর্তনের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করছে। ইউপিআই ভিত্তিক টিকিট সিস্টেম চালু করা হয়েছে স্টেশনগুলিতে ইনস্টল করা সমস্ত স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিনে (ASCRM) পাশাপাশি ব্লু লাইন গ্রীন লাইন-১, গ্রীন লাইন-২, অরেঞ্জ এবং পার্পল লাইনের টিকিট কাউন্টারে। ফলস্বরূপ, যাত্রীদের এখন এই স্টেশনগুলিতে কারেন্সি নোট এবং কয়েনে সঠিক ভাড়া টেন্ডার করতে হবে না। পরিবর্তে, তারা এখন তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করছে বা এই বিকল্প ব্যবস্থার সাহায্যে টোকেন ক্রয় করছে। কলকাতা মেট্রোতে এই ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতি চালু হওয়ার পরে, যাত্রীদের মধ্যে মুদ্রা নোটে ভাড়া টেন্ডার করার ঐতিহ্যগত পদ্ধতি বেছে নেওয়ার পরিবর্তে এই নতুন সিস্টেমের সাথে টোকেন বা স্মার্ট কার্ড কেনার জন্য ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। আরও বেশি সংখ্যক যাত্রী এই টিকিট মোডটিকে ব্যবহারকারী-বান্ধব বলে মনে করেছেন। যাত্রীরা আনন্দিত কারণ পেমেন্টের ডিজিটাল মোড নির্বিঘ্ন লেনদেনের অনুমতি দেয় এবং এটি যাত্রীদের অনেক সময় বাঁচায় এবং তাদের একটি স্মার্ট টিকিটিং সিস্টেম উপভোগ করতে সক্ষম করে। মোট আয়ের মধ্যে, ২৫.৫১ শতাংশ এর বেশি উপার্জন ডিজিটাল পদ্ধতিতে অর্থপ্রদানের মাধ্যমে আসছে। জুলাই'২৪ থেকে নভেম্বর'২০২৪ সাল পর্যন্ত সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, যাত্রীদের মধ্যে অর্থ প্রদানের জন্য ডিজিটাল মোড ব্যবহারের এই প্রবণতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডি, মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, যাতায়াতের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসাবে মেট্রো রেলের প্রতি তাদের আস্থা দেখানোর জন্য কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির জনগণকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ নং. জিএসইউ-এএসএন-২০২৪-০৩, তারিখ ঃ ২৮.১১.২০২৪; ডেপুটি সিপিএম/ইএনজিজি./জিএসইউ/এএসএন, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন - ৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং. ঃ জিএসইউ-এএসএন-২০২৪-০৩; কাজের নাম ঃ** আসানসোল ডিভিসনের গতিশক্তি ইউনিটের অধীনে মানকর এবং রাজবাঁধ স্টেশনের মধ্যে ডিএফসি রুটে লেভেল ক্রশিং গেট নং. ৯৪ (কিমি ১৪৫/০০-০১), ৯৬(কিমি ১৪৭/১৯-২১), ১০৫ (কিমি ১৫৬/১৫-১৭ এবং ১০৬ (কিমি ১৫৮/১৫-১৭) অপসারণের পরিপ্রেক্ষিতে ০৪(চার) টি আরওবি নির্মাণের জন্য জিএডি প্রস্তুতি, বিশদ নকশা, অঙ্কন এবং তৎসহ জিও টেকনিকাল অনুসন্ধান কার্যের ওপেন টেন্ডার; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,১৫,২৩,৩২৮.৪৬ টাকা; **বায়না অর্থঃ** ২,০৭,৬০০.০০ টাকা; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস; **বন্ধের তারিখ ও সময়/দরপ্রস্তাব খোলার নির্ধারিত তারিখ ঃ** ২৩.১২.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টেয়; **সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের ওয়েবসাইট ঃ www.ireps.gov.in** থেকে দেখা যাবে

(ASN-248/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৪৯ অফ ২০২৪; তারিখ ঃ ২৫-১১-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার নং ঃ ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/১/কাটিহার -এর এখতিয়ারের অধীনে সিঙ্গেল স্লট ক্রসিবল পদ্ধতিতে এবং ঢালাইয়ের কম্প্রেসড এয়ার প্রিহিটিং সিস্টেমে ব্যবহারের জন্য ৬০ই আই আর ২৬০ গ্রেড রেলগুলির জন্য এটি অংশের উৎপাদন ও সরবরাহ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৬২,৭৬,৮৪৯/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ১,২৫,৬০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় **১৫:০০** ঘণ্টায় এবং খোলা **২০-১২-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০** ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **২০-১২-২০২৪** তারিখে **১৫:০০** ঘণ্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমি শ্রী আকাশ প্রসাদ পিতা মল্লিকা প্রসাদ ঠিকানা কামরাবাদ, রাজপুর, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১৫০ নতুন EC পাইবার জন্যে W.B.L.C.S.C - এ আবেদন কারিয়াছি। যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের ভিতর চেয়ারম্যান W.B.L.C.S.C 1 Baliaghate Road, Kolkata-14 যোগাযোগ করুন।

নোটিশ

যে আমার মক্কেল ফরিদা বেগম, সেখ গোলাম মারতোজার স্ত্রী, সদর ও ডাকঘর- মোহর, থানা- সাবাং, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুরে বসবাসকারী, একটি দলিল হারিয়েছিলেন যা এডিএসআর অফিসে যথাযথভাবে নথিভুক্ত ছিল। পিংলা এবং বুক নং ।, সিডি ভলিউম নং ১৪, পৃষ্ঠা ৪৪১৭ থেকে ৪৪৩২ পর্যন্ত, ২০১০ সালের জন্য নং ০৪২৫০ হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছে এবং ১১।১১।২০২৪ তারিখের জি.ডি এন্ট্রি নং ৪৬৮ এর মাধ্যমে পিংলা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও দায়ের করেছে। যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি যাহাই হোক না কেন সমর্থনকারী দলিল প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবশ্যই এই তারিখ থেকে পাক্ষিকের মধ্যে অবহিত করতে হবে যেখানে দাবির পরে যদি কোনটি মওকুফ করা হবে বলে গণ্য করা হবে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার, অ্যাডভোকেট.
চেম্বার ১৩এন, সন্তোষ রায় রোড,
কলকাতা - ৭০০০০৮
মোবাইল ৯০০৭৮২৪৯৫৭

পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট ও ক্লক রুমের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য ই-নিলাম

লামডিং ডিভিশনে পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট ও ক্লক রুমের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ঠিকার জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** পিএনইউ-এলএমজি-০৬-২০২৪, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট)ঃ** ০৯-১২-২০২৪ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৯-১২-২০২৪ তারিখের ১১.১০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল,**ট্রিপ/দিনঃ** এএ/১ থেকে এএ/৪ ঃ ১০৯৫ এবং এবি/১ ঃ ১৮২৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-এলএমজি-জেআরএনএ-টিওআই-২১-২২-২ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	জিরনিয়া স্টেশনে পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/২	পিএনইউ-এলএমজি-কেডব্লিউএম-টিওআই-৪৫-২২-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	কামপুর স্টেশনে পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/৩	পিএনইউ-এলএমজি-এমএএনইউ-টিওআই-২২-২২-২ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	মনু স্টেশনে পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/৪	পিএনইউ-এলএমজি-এনজিএএন-টিওআই-৩৯-২২-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	নগাঁও স্টেশনে পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এবি/১	পিএনইউ-এলএমজি-এসসিএল-ডব্লিউআরএল-৪৮-২৩-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-লাউঞ্জ/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লক রুম)	শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে (পিএফ/০১) ক্লক রুমের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা।

সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো লাচুং

দুরন্ত বার্তা, ২৮ নভেম্বর ঃ শীত পড়ে গেছে, সেই সাথে সাথে উত্তরবঙ্গে বেড়েছে পর্যটকদের আনাগোনা। যার শীর্ষস্থানে আছে লাচুং, পর্যটকরা লাচুং কালকে থেকেই বুকিং চাইছেন লাচুং এর, অনেকেই জানিয়েছেন লাচুং গিয়ে পরে অন্য কথা হবে । এইবার সবার আগে লাচুং যেতে হবে, পর্যটকরা জানিয়েছেন দার্জিলিং হয়ে লাচুং যেতে তারা বেশি পছন্দ করবেন। কারণ লাচুং এর আবহাওয়া, হোটেলগুলিতে একেবারে টিকিট নেই বললেই চলে। অনেক জায়গায় টিকিট কাটতে হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পর্যটকেরা। সিকিম গেলে লাচুং যেতে হবে এটাই মনে প্রাণে স্থির করে রেখেছেন তারা। কবে থেকে কবে পর্যন্ত বুকিং করা হবে সেটাও আগেভাগে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে ঠিক করে রেখেছেন হোটেল কর্তৃপক্ষ। মূলত আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে লাচুং যেতে পছন্দ করছেন অনেকে। এর জন্য বেশি দামে গাড়ি ভাড়া করতেও দেরি করছেন না তারা। তাই destination লাচুং এখন আপাতত লক্ষ্য পর্যটকদের।

এখনও খেল দেখাচ্ছে মশা! শীতেও হু হু করে বাড়ছে ডেঙ্গির প্রকোপ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৮ নভেম্বর ঃ ডেঙ্গি নিয়ে এখনও আতঙ্ক রয়েছে মালদায়। সাধারণ শীত পড়লে ডেঙ্গির প্রকোপ কমতে থাকে। কিন্তু এই বছর শীতেও ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে মালদায়। এখনও সপ্তাহে দুই শতাধিক রোগী ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হচ্ছে। এমনকি মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বর্তমানে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রয়েছে নয় জন রোগী। শীতে ঠান্ডার প্রকোপ বৃদ্ধি পেলেও মালদায় এখনও ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা না কমায় উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য দফতরের কর্তারা। নিয়মিত এখনও জেলা জুড়ে চলছে ডেঙ্গি সচেতনতার বিভিন্ন শিবির। মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এমএসভিপি প্রসেনজিত বর বলেন, বর্তমানে মেডিকেল কলেজে নয় জন ডেঙ্গি আক্রান্ত রোগী ভর্তি রয়েছেন। চিকিৎসা চলছে। মালদা জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে, এই বছর এখন পর্যন্ত মালদায় ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছে প্রায় ২৫০০ জন। বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে জেলায় ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হচ্ছে প্রায় ২০০ জনেরও বেশি। জেলার রতুয়া ব্লকে এই বছর সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গির প্রকোপ দেখা দিয়েছে। এছাড়াও কালিয়াচক, ইংরেজবাজার পুরাতন মালদায় ডেঙ্গির প্রকোপ রয়েছে বেশি। পাশাপাশি অন্যান্য ব্লকগুলিতেও এই বছর ডেঙ্গিতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা রয়েছে। গত সপ্তাহে জেলায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২৫০ জন। এই সপ্তাহে একটু কমেছে। রতুয়া দুই নম্বর ব্লকে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫০০ জনের উপরে ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছে এই ব্লকে।

ঘর হারাদের পাট্টা দিল শিলিগুড়ি পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ নভেম্বর ঃ আজকে শিলিগুড়ি পুরসভার তরফ থেকে, এই বছরের সমস্ত ঘর ছাড়া দের পাট্টা দেওয়া হলো। মেয়র গৌতম দেব এবং ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এই পাট্টা তুলে দিলেন। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরসভার কাউন্সিলর এবং এমএমআই সিরা। এদিন মেয়র জানালেন আমাদের তরফ থেকে

যতটুকু পারা যায় সেটা করে দেওয়া হলো। কারণ এই বছরে বিভিন্ন বিপর্যয় ঘটেছে, মানুষ হারিয়েছেন দোকান এবং ঘর। তাই আমরা এইসব মানুষের পাশে দাদাকে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলাম, বেশ কিছুদিন আগে থেকেই। আজকে আমরা আমাদের কর্তব্য এবং দায়িত্ব পালন করলাম। তবে একদিনে তো সবটা করা সম্ভব হয় না, আবার একটা নির্দিষ্ট তারিখ ঠিক করে আবার পাট্টা দেওয়া হবে। বলে জানালেন মেয়র গৌতম দেব। তিনি আরো জানালেন, দেখলাম অনেকেই আসেননি, যারা আজকে আসতে পারেননি নির্দিষ্ট নথিপত্র এসে জমা দিলেই পাট্টা দেওয়া হবে। এদিন উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরসভার বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকেরা।

মালদা থেকে গ্রেফতার সিএসপির মালিক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৮ নভেম্বর ঃ সিএসপি-র আড়ালে ট্যাব কান্ডের টাকা হদিসের চক্রের সাথে জড়িত থাকায় মালদার বৈষ্ণব নগর থেকে গ্রেফতার এক। ট্যাব কান্ডের সাথে জড়িত থাকায় একের পর এক দোষীদের গ্রেফতার করছে পুলিশ। শিলিগুড়িতে ৪০ জন পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা গায়েব হয়ে যায়। তারই তদন্তে নেমে মালদার বৈষ্ণবনগর থানা এলাকা থেকে মনোজ চৌধুরী নামে এক ব্যক্তিকে করল শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মালদা জেলার বৈষ্ণব নগরে সিএসপি চালাতো ধৃত ব্যক্তি। সেই সিএসপি-র আড়ালে ট্যাব চক্রের সাথে জড়িত রয়েছে তিনি। শিলিগুড়ির ৪০ জন পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা এই ব্যক্তি হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ। সেই মত সাইবার ক্রাইমের দল মালদা বৈষ্ণবনগর থেকে গ্রেফতার করে তাকে। এদিন আদালতে তোলা হয় ধৃতকে।

নাবালক শ্যালককে অপহরণের অভিযোগ জামাইবাবুর বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৮ নভেম্বর ঃ নাবালক শ্যালককে অপহরণ করে মুক্তিপণের দাবির অভিযোগ জামাইবাবুর বিরুদ্ধে। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হোটেল থেকে উদ্ধার নাবালক। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনায় পাকড়াও জামাইবাবু। ধৃতের নাম নকুল গোয়েল। ঘটনাটি মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থানার বদরপুর এলাকায়। জানা গেছে, সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ অর্ডার করা খাবার বাড়ি থেকে পঞ্চাশ মিটার দূরে আনতে গিয়ে নিখোঁজ হয় ওই নাবালক। এর ঘণ্টা খানেকের পর মুক্তিপণ চেয়ে একটি ভিডিয়ো বার্তা দেয় জামাইবাবু। এরপর বহরমপুর বাস স্ট্যান্ড সমন্বয় এলাকায় আসতে বলা হয় পরিবারকে। খবর দেওয়া হয় বহরমপুর থানায়। এরপর পরিবারের লোকজন বহরমপুর বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় যায়। পুলিশের যৌথ তৎপরতায় বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন একটি হোটেল থেকে ওই নাবালককে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করে। নাবালককে চিকিৎসার জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পাশাপাশি নকুল গোয়েলকে আটক করে পুলিশ। কী কারণে অপহরণ করেছিল, কেন নকুলের ওতো টাকার প্রয়োজন ছিল, তা সবই খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

ntc industries limited
CIN : L70109WB1991PLC053562
Regd Office: 149, B.T. Road, Kamarhati,
Kolkata-700 058, Ph: +91 7595046813,
e-mail id: investors@ntcind.com, Website: www.ntcind.com

পোস্টাল ব্যালট নোটিশ

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হয় যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ (''অ্যাক্ট'') এবং কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ধারা ১০৮, ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, সম্মতিতে (''নিয়ম''), সাধারণ সার্কুলার নং ১৪ / ২০২০ সহ পড়ুন, ১৭/ ২০২০, ২২/২০২০, ৩৩/২০২০, ৩৯/২০২০, ১০/২০২১, ২০/২০২১, ৩/ ২০২২, ১১/২০২২, ০৯/ ২০২৩, ০৯/ ২০২৪ তারিখ ৮ এপ্রিল ২০১২০১২ ০৩ জুন, ২০২০, ২৮ সেপ্টেম্বর,২০২০, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ২৩ জুন, ২০২১, ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ মে, ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর, কর্পোরেশন ২৪ সেপ্টেম্বর, মন্ত্রক কর্তৃক জারি করা হয়েছে বিষয়, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৪-এর সাথে সম্মতিতে ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া (এসএস-২) দ্বারা জারি করা সাধারণ সভার সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস, ২০১৫ (লিস্টিং প্রবিধান) এবং জারি করা আইন, বিধি, সার্কুলার এবং বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে এর অধীনে (আপাতত বলবৎ এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত কোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা পুনঃপ্রণয়ন সহ) কোম্পানি পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে পাস করার প্রস্তাবিত শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন চাইবে অনুসরণের জন্য পোস্টাল ব্যালট নোটিশে (নোটিশ) বিশদ পদ্ধতিতে ব্যবসাগুলি সেট করা হয়েছেঃ

১.	এনটিসি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং আরডিবি রিয়েল এস্টেট কনস্ট্রাকশন লিমিটেড, RDB Primarc Techno Park LLP এবং Ritudhan Suppliers Private Limited-এর মধ্যে যে উপাদান সংক্রান্ত পার্টি লেনদেন করা হবে তা অনুমোদন করতে।
২.	NTCIL রিয়েল এস্টেট প্রাইভেট লিমিটেড এবং আরডিবি রিয়েল এস্টেট কনস্ট্রাকশন লিমিটেড, RDB Primarc Techno Park LLP এবং Ritudhan Suppliers Private Limited-এর মধ্যে যে উপাদান সংক্রান্ত পার্টি লেনদেন (গুলি) করা হবে তা অনুমোদন করতে।

কোম্পানি ২৮ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে ইমেলের মাধ্যমে ৯ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে পোস্টাল ব্যালট নোটিশ প্রেরণ সম্পন্ন করেছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানিতে নিবন্ধিত হয়েছে বা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী / রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট যেমন, মেসার্স নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড ('আরটিএ') এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ অর্থাৎ, শুক্রবার, ১৫ নভেম্বর, ২০২৪ তাদের ভোট দেওয়ার জন্য।

ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোড, ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের পোস্টাল ব্যালটে রিমোট ই-ভোটিং এবং ভোট দেওয়ার পদ্ধতি এবং যে সদস্যরা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের জন্য বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।

দূরবর্তী ই-ভোটিং শুক্রবার, ২৯ নভেম্বর, ২০২৪ সকাল ৯.০০ এ (IST) শুরু হয় এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ শনিবার বিকেল ৫.০০ টায় শেষ হয়। (IST)। সদস্যরা এই সময়ের মধ্যে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন। এরপরে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('NSDL') দ্বারা দূরবর্তী ই- ভোটিং অক্ষম করা হবে। একবার সদস্য দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না। সদস্যদের ভোটের অধিকার শুক্রবার, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ হিসাবে গণনা করা হবে। যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তিটি ব্যবহার করা উচিত। নোটিশে উল্লিখিত হিসাবে সদস্যদের তাদের ভোট দেওয়ার আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর নির্দেশাবলী সাবধানে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং ডাক প্রিপেইড স্ব-ঠিকানাকৃত ব্যবসায়িক উত্তর খামের সাথে নোটিশের প্রকৃত কপি সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে না। সদস্যরা লক্ষ্য করতে পারেন যে বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.ntcind.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে, যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে, যেমন, BSE লিমিটেড ('BSE') https// :www.bseindia.com/এবং কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ('CSE') www.cse-india.com-এ।

কোম্পানিটি প্রদানের জন্য NSDL-এর পরিষেবাগুলি গ্রহণ করেছে। শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ই-ভোটিং সুবিধা। পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করতে এবং প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য পরিচালনা পর্ষদ এমকেবি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের অংশীদার প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (এসিএস নং ১৭১৯০, সিপি নং ১৮৪২৮) শ্রী রাজ কুমার বান্থিয়াকে নিযুক্ত করেছে। এই ধরনের নিয়োগের জন্য গৃহীত হয়েছে।

স্ক্রুটিনিজারের রিপোর্টের সাথে ই-ভোটিংয়ের ফলাফলগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.ntcind.com-এ স্থাপন করে ঘোষণা করা হবে এবং স্টক এক্সচেঞ্জেও জানানো হবে, যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে https://www.bseindia.com এবং www.cse-india.com ই-ভোটিংয়ের শেষ তারিখ থেকে দুই কার্যদিবসের মধ্যে, অর্থাৎ, সোমবার বা তার আগে, ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৪ এবং ফলাফল কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে উপলব্ধ করা হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট প্রাপ্তি সাপেক্ষে, নোটিশে উল্লিখিত রেজোলিউশন(গুলি) যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা পাস করা হয় তবে তা ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৪, অর্থাৎ ভোটের সময়কালের শেষ তারিখে পাস করা হয়েছে বলে গণ্য হবে।

দূরবর্তী ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন / অভিযোগের ক্ষেত্রে বা ই-ভোটিং, অনুগ্রহ করে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ) এবং দেখুন সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ বা টোল ফ্রি নম্বরে যোগাযোগ করুন। ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ বা evotingnsdl.com-এ একটি অনুরোধ পাঠান বা মিঃ অমিত বিশাল, সিনিয়র ম্যানেজার বা মিসেস পল্লবী মাহাত্রে, ম্যানেজার, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড, নির্ধারিত ইমেল আইডিতে যোগাযোগ করুনঃ evotingnsdl.com/pallavid@nsdl.com বা টেলিফোন নম্বরেঃ ০২২- ৪৮৮৬ ৭০০০।

এনটিসি ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড
স্বা /-
অনুশ্রী চৌধুরী
কোম্পানী সেক্রেটারি এবং কম্প্লিয়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৯ নভেম্বর ২০২৪

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Borough-I, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EEC/I/033/45/2024-2025

Name of the Work: **Repairing of damaged sewerage system at 83D/1/H/27, 83D/1/H/23 etc. Belgachia Road and other places in Ward No. 3**. Estimated Amount (Incl GST & CESS): **Rs. 1,99,325.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **21 days**. Last date and time of submission of bid: **09.12.2024** up to **1 p.m.** Tender will be opened on: **11.12.2024** at **1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **29.11.2024** at **6 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), Borough-III, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE-III/32/30/24-25(1st Call)

Name of the Work: **Repair of Sewer Line at 67, B/65/H/18 M M Road, 4 Basanti Colony and different places in Ward No. 32**. Estimated Amount (Incl GST & CESS): **Rs. 2,91,869.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of bid: **10.12.2024** up to **12 noon.** Date and time of opening of bid: **12.12.2024** after **12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **30.11.2024** at **5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The Executive Engineer (Civil), Borough-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/041/33/2024-2025

Name of the Work: **Development of Paver Block Footpath infront of 161 C.R. Avenue in Ward No. 41 under Borough-V**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,99,864.81**. Earnest Money: **Rs.4,000.00**. Period of Completion: **20 days**.

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/041/32/2024-2025

Name of the Work: **Improvement of Stone Sets Footpath/Pavement at 1, Bal Mukund Makkar Road in Ward No. 41 under Borough-V**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,99,906.41**. Earnest Money: **Rs.6,000.00**. Period of Completion: **20 days**.

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/044/033/2024-2025/D

Name of the Work: **Thorough Repairing Eastern Side Footpath of Kanai Seal Street after complition of Water Supply Pipe Laying Work in Ward No. 44**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,97,207.83**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **25 days**. Last date and time of submission of bid: **09.12.2024** at **11 a.m. [For Sl. No. 1 to 3].** Date and time of opening of tender: **11.12.2024** at **11 a.m. [For Sl. No. 1 to 3].**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/040/13/2024-2025/BUSTEE

Name of the Work: **Uttaran signage at entry point at Keshab Chandra Sen Street and other Bustee location in Ward No. 40, BR-V**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,47,420.25**. Earnest Money: **Rs. 7,000.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of bid: **10.12.2024** at **11 a.m.** Date and time of opening of tender: **12.12.2024** at **11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **29.11.2024** at **5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 4]**.

The Executive Engineer (Civil), Borough-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE(C)/Br-VIII/085/022/2024-2025/D

Name of the Work: **Restoration of Footpath and Road Surface disturbed by W.S. Department at 4/2 to 11/40, 5/A, 9/1, 35/A Panditia Road and 12 Sevak Baidya Street to 75 Hazra Road in Ward No. 85**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,87,330.40**. Earnest Money: **Rs. 9,800.00**. Period of Completion: **90 days**. Last date and time of submission of bid: **11.12.2024** at **12 noon.** Date and time of opening of tender: **13.12.2024** at **12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **02.12.2024** at **5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : EEC/BY/081/045/2024-2025

Name of the Work: **Maintenance of Sanitary Latrine near 61, 63 61D, T.G. Road etc. in Ward No. 81, BR-X**. Estimated Amount (Incl GST & CESS): **Rs. 2,99,416.78**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **120 days.**

(2) NIT No. : EEC/BX/081/046/2024-2025

Name of the Work: **Maintenance of Sanitary Latrine near 27, 33/1, T.C. Road & surrounding Chetla Road etc. in Ward No. 81, BR-X**. Estimated Amount (Incl GST & CESS): **Rs. 2,49,631.76**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **120 days**.

(3) NIT No. : EEC/BX/093/022/2024-2025

Name of the Work: **Maintenance of IPS passage near Premises No. 1/501, 505, 1/317A Jodhpur Park etc. in Ward No. 93, BR-X**. Estimated Amount (Incl GST & CESS): **Rs. 2,98,864.15**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **120 days.**

(4) NIT No. : EEC/BX/093/016/2024-2025

Name of the Work: **Construction of Ladies Toilet at 31 Rahim Ostagar Road (Slum Area) in Ward No. 93, BR-X**. Estimated Amount (Incl GST & CESS): **Rs. 1,63,599.37**. Earnest Money: **Rs. 3,300.00**. Period of Completion: **90 days.**

(5) NIT No. : EEC/BX/081/044/2024-2025

Name of the Work: **Maintenance of IPS passage near 27 T.C. Road, 88/6, 88, 85 Chetla Road etc. in Ward No. 81, BR-X**. Estimated Amount (Incl GST & CESS): **Rs. 2,49,678.69**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **90 days**. The bid forms and other details are available on and from **29.11.2024** from **5 p.m. [For Sl. No. 1 to 5].**

(6) NIT No. : EEC/BX/094/019/24-25/R

Name of the Work: **Repairing of latrines in different Bustee/Uttaron in Ward No. 94**. Estimated Amount (Incl GST & CESS): **Rs. 1,98,871.25**. Earnest Money: **Rs. 3,980.00**. Period of Completion: **30 days.**

(7) NIT No. : EEC/BX/094/018/24-25/R

Name of the Work: **Repair, Renovation and Maintenance of IPS and Paver Block in Barabagan, Hoglapara and Dorjipara Bustee etc.** Estimated Amount (Incl GST & CESS): **Rs. 2,97,341.04**. Earnest Money: **Rs. 5,950.00**. Period of Completion: **30 days.**

(8) NIT No. : EEC/BX/091/035/24-25/R

Name of the Work: **Repairing of latrines in different Bustee/Uttaron in Ward No. 94**. Estimated Amount (Incl GST & CESS): **Rs. 1,22,089.75**. Earnest Money: **Rs. 2,445.00**. Period of Completion: **35 days**. Last date and time of submission of bid: **09.12.2024** at **12 noon. [For Sl. No. 1 to 8]**. Date and time of opening of bid: **11.12.2024 at 12 noon. [For Sl. No. 1 to 8]**. The bid forms and other details are available on and from **30.11.2024** from **5 p.m. [For Sl. No. 6 to 8].** The website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 8].**

CORRIGENDUM

NIT No. KMC/EE(E)/Z-VI/144/13/24-25 published in this newspaper on **21.11.2024 (Key No. 885/24-25)** of **Electrical, Lighting, Zone-VI Department.** The last date and time of submission of bid will be read as **30.11.2024** at **6 p.m.** instead of 29.11.2024 at 6 p.m. Other terms and condition remain unchanged.

941/24-25

২-১ ব্যবধানে দুরন্ত জয় দিয়ে শুরু সিন্ধুর

লখনউ, ২৮ নভেম্বরঃ সাইদ মোদি ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪-এ বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় রাউন্ডে প্রতিযোগিতা চলছিল। ভারতীয় তারকা শাটলার পিভি সিন্ধু আয়রা শর্মার বিপক্ষে তৃতীয় গেমে কঠিন লড়াইয়ের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি ২১-১০, ১২-২১, ২১-১৫ ব্যবধানে জয়লাভ করে তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছান। প্রথম গেমে সিন্ধু দারুণ খেলেন এবং ২১-১০ স্কোরে জিতেন। তবে দ্বিতীয় গেমে আয়রা শর্মা তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানান এবং ১২-২১ ব্যবধানে সিন্ধুকে পরাজিত করেন। তৃতীয় গেমে সিন্ধু কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিলেন ১৩-১০ স্কোরে, তবে তিনি মনোসংযোগ রেখে খেলেন এবং অবশেষে ২১-১৫ ব্যবধানে ম্যাচটি জিতে নেন। সিন্ধু পুরো ম্যাচটি খেলতে ৪৯ মিনিট সময় নেন। এই জয়ে তিনি পরবর্তী রাউন্ডে ওঠেন এবং সেখানে তার প্রতিপক্ষ হিসেবে আয়রা শর্মার সঙ্গেই আবার দেখা হবে। এদিকে, সাইদ মোদি ২০২২ সালের চ্যাম্পিয়ন লক্ষ্য সেনও নিজের ম্যাচে জয়লাভ করেছেন। বিশ্ব ব্যাডমিন্টন র‍্যাঙ্কিংয়ে

উচ্চতর অবস্থানে থাকা লক্ষ্য সেন মালয়েশিয়ার অপ্রত্যাশিত খেলোয়াড় শোলে আইডিলকে ২১-১২, ২১-১২ ব্যবধানে পরাজিত করেন। লক্ষ্য সেনের এই জয়ে তাঁর পরবর্তী প্রতিপক্ষ হিসেবে ইজরায়েলের দানিল দুবোভেঙ্কোর সঙ্গে ম্যাচ হবে। দিনের প্রথম ম্যাচে, মিশ্র ডাবলস বিভাগে তানিশা ক্রাস্টো এবং ধ্রুব কপিলা মোহিত এবং লক্ষীতা জাগলানকে ২১-৭, ২১-১৩ ব্যবধানে পরাজিত করে পরবর্তী রাউন্ডে প্রবেশ করেন। তাঁদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দর্শকদের মন জয় করেছে এবং তাদের জন্য আরও বড় চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। সাইদ মোদি ইন্টারন্যাশনাল ২০২৪ ভারতীয় শাটলারদের দারুণ পারফরম্যান্স দেখে মনে হচ্ছে তারা বিশ্বব্যাপী ব্যাডমিন্টনে নিজেদের প্রতিষ্ঠা আরও দৃঢ় করতে সক্ষম। পিভি সিন্ধু, লক্ষ্য সেন, তানিশা ক্রাস্টো ও ধ্রুব কপিলার মতো প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা দেশের মুখ উজ্জ্বল করছেন এবং তাদের সাফল্য ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের জন্য অত্যন্ত আশাপ্রদ। সাইদ মোদি টুর্নামেন্টের পরবর্তী রাউন্ডগুলোতে আরও অনেক উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ হতে চলেছে।

মুস্তাক আলির পর অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছেন মহম্মদ সামি, খেলবেন?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

৩৬০ দিন পর ক্রিকেটে ফিরেছেন। ভারতীয় টিমে প্রত্যাবর্তন যদি ধরতে হয়, এক বছর নয়, অপেক্ষার মেয়াদ দেড় বছরও হতে পারে। সেদিকেই গড়াচ্ছে মহম্মদ সামির পরিস্থিতি। প্রথমে ভাবা হয়েছিল, ঘরের মাঠে ২টো হোম সিরিজের কোনও একটাতে সামির প্রত্যাবর্তন হবে, কিন্তু তা হয়নি। পায়ের চোট সারলেও দ্বিতীয় দফায় হাঁটুর চোটে পড়েছিলেন। যে কারণে ফিট হতে প্রায় ১ বছর সময় লেগেছে। নিউজিল্যান্ড সিরিজের সময়ই বলা হচ্ছিল অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় দলে অন্তর্ভূক্তি হবে সামির। কিন্তু নির্বাচকরা বুমরা-সিরাজেই ভরসা রেখেছেন। দ্বিতীয় সারির বোলার হিসেবে হর্ষিত রানা, আকাশ দীপ, নীতীশ রেড্ডি, মুকেশ কুমারদের উপরই ফোকাস করা হয়েছে। ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরে সামি নিজেকে আবার প্রমাণ করছেন। অস্ট্রেলিয়া সফরে তাঁকে কি দেখা যাবে? এই প্রশ্নের যে উত্তর মিলছে, তা কিন্তু কিছুটা হতাশ করার মতো। কেন? বোর্ড, নির্বাচক এবং টিম ম্যানেজমেন্টের যা ভাবনা অস্ট্রেলিয়া সফরে পেস বোলিং বিভাগে তেমন কোনও বদলের সম্ভবনা নেই। বুমরা-সিরাজ-হর্ষিত-নীতীশরা যথেষ্ট ভালো পারফর্ম করছেন। পারথ টেস্টে জয় ভারতীয় পেস ইউনিটের আত্মবিশ্বাস এক ধাক্কায় বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকটা। অ্যাডিলেড, গাব্বা, মেলবোর্ন, সিডনি অন্য ভেনুতেও বুমরারাই সাফল্য দিতে পারেন। তাই প্রশ্ন, সামিকে নিয়ে কেন অকারণ ঝুঁকি নেওয়া হবে? মুস্তাক আলিতে সামি যতই ভালো বোলিং করুন, ফিটনেস মার্ক পার করছেন কিনা, সেদিকেই নজর বোর্ডের ক্রীড়াবিজ্ঞানী নীতীন প্যাটেল ও এনসিএর ট্রেনার নিশান্ত বরদলুইরে। ওজন কমাতে হবে তাঁকে। যদি ফিটনেস টেস্টে পাস করেন সামি, তা হলে তাঁকে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানো হতে পারে। তবে টেস্ট খেলতে দেখা যাবে না সামিকে। তাঁকে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানোর একটাই যুক্তি। ভারতীয় টিমের সঙ্গে প্র্যাক্টিস করলে দ্রুত ছন্দ ফিরে পাবেন। সেই সঙ্গে ভারতীয় টিমের পরিবেশ তাঁকে দ্রুত আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে। মহম্মদ সামি কবে নাগাদ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরতে পারেন? বোর্ড ও নির্বাচকদের যা ভাবনা, তাতে সামিকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য তুলে রাখা হচ্ছে। অর্থাৎ ওয়ান ডে বিশ্বকাপের পর আবার ওয়ান ডে দিয়েই প্রত্যাবর্তন হবে সামির। এই ভাবনার কারণ কী? সামির বয়স, চোট প্রবণতা, আগামী বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, আইপিএল এ সব মাথায় থাকছে নির্বাচকদের। যে কারণে বাংলার সিনিয়র পেস বোলারকে বেশি ওয়ার্কলোড দিতে চায় না টিম ম্যানেজমেন্ট। বড় ম্যাচের জন্য তুলে রাখা হবে সামিকে। প্রশ্ন কি একটা থেকে যাচ্ছে তাও? বোধহয়। সামি কি ৫ দিনের টেস্ট খেলার ধকল আর নিতে পারবেন?

পিঙ্ক বলের টেস্টে বাদ পড়ছেন কোহলি, বুমরাহ!

মুম্বই, ২৮ নভেম্বরঃ বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি ২০২৪-এর প্রথম টেস্টে দুর্দান্ত জয় লাভ করে ঐতিহাসিক রেকর্ড গড়েছে ভারত। পার্থে অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্টে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ২৯৫ রানের বিশাল জয় অস্ট্রেলিয়ার কাছে এক চমকপ্রদ পরিণতি হিসেবে ধরা দিয়েছে। যদিও প্রথম ইনিংসে কিছুটা চাপে পড়েছিল টিম ইন্ডিয়া, পরবর্তীতে শক্তিশালী সাড়া দিয়ে এক দারুণ জয় তুলে নেয় তারা। এবার নজর টিম ইন্ডিয়ার দ্বিতীয় টেস্টের দিকে, যেটি ৬ ডিসেম্বর থেকে অ্যাডিলেডে শুরু হতে যাচ্ছে। এই ম্যাচটি হবে গোলাপি বলে অর্থাৎ দিন রাত্রির টেস্ট, যা বিশেষ চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসবে দুই দলের জন্যই। যেহেতু প্রথম টেস্টের চতুর্থ দিনে রোহিত শর্মা দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন এবং দ্বিতীয় টেস্টের আগে তার ফিটনেসও নিশ্চিত হয়েছে, তাই এটা স্পষ্ট যে, রোহিতকে প্রথম একাদশে নেওয়া হবে। তবে ভারতীয় শিবিরে কিছু পরিবর্তন আসতে পারে, বিশেষ করে যেহেতু শুভমন গিল চোট পেয়েছেন। গিলের আঙুলে ফের চোট লেগেছে, এবং তাঁকে অন্তত ১০ থেকে ১৪ দিন বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাই দ্বিতীয় টেস্টে তাকে পাওয়া যাবে না। এই পরিস্থিতিতে, ভারতীয় দলের সম্ভাব্য একাদশ নিয়ে অনেক আলোচনা চলছে।

টিম ইন্ডিয়ার প্রথম টেস্টের একাদশে কিছু চমক ছিল, তবে দ্বিতীয় টেস্টে কিছু বড় পরিবর্তন হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। ১. দেবদত্ত পদিকাল বাদ পড়তে পারেন। ২. ধ্রুব জুরেল বাদ পড়তে পারেন। ৩. রবিচন্দ্রন অশ্বিনের এন্ট্রি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দ্বিতীয় টেস্টে ভারতীয় দল কেমন দেখতে পারে? চূড়ান্ত একাদশে যেসব পরিবর্তন হতে পারে, তার আলোকে একটি সম্ভাব্য একাদশ হতে পারে-

ভারতীয় একাদশ-যশস্বী জয়সওয়াল, কেএল রাহুল, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, ঋষভ পন্থ, সরফরাজ খান, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, নিতিশ কুমার রেড্ডি, মহম্মদ সিরাজ, জসপ্রীত বুমরাহ, হর্ষিত রানা। এই একাদশে ব্যাটিং, বোলিং এবং স্পিনের মিশ্রণ থাকবে, যা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতীয় দলকে সঠিকভাবে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সাহায্য করবে। তাছাড়া, ভারতীয় দলের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এবং সঠিক পরিবর্তন নিয়ে এই দ্বিতীয় টেস্টেও জয় নিশ্চিত করা সম্ভব। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতের পারফরম্যান্স বরাবরই চ্যালেঞ্জিং, কিন্তু প্রথম টেস্টে সফলতার পর ভারতীয় দলের আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে। দ্বিতীয় টেস্টে নতুন কিছু পরিবর্তন আসবে, তবে ভারতীয় দল তাদের শক্তিশালী স্কোয়াডের মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুত। অ্যাডিলেডে এক নতুন লড়াই, এবং ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা আশা করছেন, তাদের প্রিয় দল আরও একবার দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দিয়ে সিরিজে এগিয়ে যাবে।

বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে গোল ঠেকালেন মার্তিনেজ

বার্মিংহ্যাম, ২৮ নভেম্বরঃ ভিলা পার্কে তাঁর রাতটা শুরু হয়েছিল দুই সন্তানকে নিয়ে মাঠে হেঁটে। চারপাশে গ্যালারিভর্তি দর্শক। তাঁদের সামনে গত দুই বছরে জেতা গোলকিপারদের ব্যালন ডি'অর (ইয়াশিন ট্রফি) দুই হাতে উঁচিয়েও দেখালেন। তখনো যাঁদের মনে সন্দেহ, তিনি এই পুরস্কারের যোগ্য কি না-সেই সব 'বিচক্ষণ' দর্শক থেকে বিশ্লেষকদের জন্য সৃষ্টিকর্তা বোধ হয় একটি চমক ঠিক রেখেছিলেন। নইলে ওই গোলটি ঠেকায় সেই সাধ্য কার! শুধু এমিলিয়ানো মার্তিনেজের। তার আগে ছিলেন সম্ভবত গর্ডন ব্যাংকস। ৫৪ বছর আগে-পরের দুজনকে একই মোহনায় মেলানোর কারণ গোল ঠেকানোয় তাঁদের অকল্পনীয় ক্ষিপ্রতা। এক কথায় অবিশ্বাস্য! অ্যাস্টন ভিলার পোস্টে দাঁড়িয়ে মার্তিনেজ গতকাল রাতে কী করেছেন, তা এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনার জানা বা দেখা। ম্যাচের ৬৫ মিনিটে মার্তিনেজের ডান দিকের পোস্টের খুব কাছ থেকে জোরের ওপর হেড করেছিলেন জুভেন্তাস উইঙ্গার ফ্রান্সিসকো কনসেইসাও। তারপর ভিলার আর্জেন্টাইন গোলকিপারের রিফ্লেক্স দেখে বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে যেতে পারে। ডান দিকে ঝাঁপিয়ে ডান হাতটা গোললাইনের পেছন থেকে টেনে এনে বলটা সেভ করেন মার্তিনেজ। ভিডিও রিপ্লেতে দেখা গেছে, বলের পুরোটা গোললাইন প্রায় পেরিয়েই গিয়েছিল (কয়েক সেন্টিমিটার বাকি ছিল), কিন্তু মার্তিনেজের হাত অনেকটাই বড়শির মতো গেঁথে বলটাকে পেছনে ফিরিয়েছে। কিংবা এভাবেও ভাবতে পারেন,

ডান হাতটা গোল লাইনের পেছন থেকে নিয়ে এসেছিলেন বলেই বলটা গোললাইন পেরোনোর আগেই তাঁর হাত সরাসরি ধাক্কা মেরে ফিরিয়ে দিয়েছে। ডাইভ দিয়ে আড়াআড়ি হাত পাতলে বলটা না ঠেকার সম্ভাবনাই ছিল বেশি। ১৯৭০ বিশ্বকাপে ব্রাজিলের বিপক্ষে ম্যাচে পেলের হেডও শরীরের পেছন দিকে ডাইভ দিয়ে অকল্পনীয় ক্ষিপ্রতায় ঠেকিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের প্রয়াত গোলকিপার ব্যাংকস। সেই সেভকে ইতিহাসের অন্যতম সেরা সেভ হিসেবেই ধরা হয়। মার্তিনেজের ক্যারিয়ারসেরা সেভ সম্ভবত গত বিশ্বকাপের ফাইনালে ফ্রান্সের র‍্যান্ডল কোলো মুয়ানির শটে। কিন্তু কৌশলগত বিশ্লেষণে ব্যাংকসের সেই সেভের সঙ্গে মার্তিনেজের কাল রাতের সেভের মিলই বেশি। ব্যাংকসের মতো মার্তিনেজেও শরীরের পেছন দিকে ডাইভ দিয়েছিলেন, সঙ্গে বাজপাখির থাবার ছোবলের মতো ক্ষিপ্রতা তো ছিলই। তাতে জুভেন্তাসও গোল পায়নি। ০-০ ড্রয়ে উল্টো পয়েন্ট কেড়েছে অ্যাস্টন ভিলাই। ১৯৯২-৯৩ মরসুমে এসি মিলান ও ১৯৯৯-০০ মরসুমে চেলসির পর তৃতীয় দল হিসেবে চ্যাম্পিয়নস লিগে ঘরের মাঠে নিজেদের প্রথম তিন ম্যাচেই ক্লিন শিট (গোল হজম করেনি) রাখল ভিলা। সব মিলিয়ে এই মরসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগে ৫ ম্যাচের ৪টিতেই ক্লিন শিট পেয়েছেন ইংলিশ ক্লাবটি। সেটা যে মার্তিনেজের সৌজন্যে তা না বললেও চলে। ৫ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে নবম উনাই এমেরির দল। এদিনের অন্য ম্যাচে মোনাকোর মাঠে দুবার পিছিয়ে পড়েও ৩-২ গোলে জিতেছে বেনফিকা। দুটি গোল বানিয়েছেন বেনফিকার আর্জেন্টাইন উইঙ্গার আনহেল দি মারিয়া। ৫ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে ১৪তম পর্তুগিজ ক্লাবটি। স্টুটগার্টকে ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে রেড স্টার বেলগ্রেড। ৫ বছর পর চ্যাম্পিয়নস লিগে তুলে নেওয়া জয়ে ৫ ম্যাচে মোট ৩ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে ৩১তম সার্বিয়ান ক্লাবটি। চ্যাম্পিয়নস লিগের ইতিহাসে ৮৬ মিনিট পর্যন্ত ২-০ গোলে পিছিয়ে থাকার পরও প্রথম দল হিসেবে জিতেছে ডাচ ক্লাব পিএসভি। শাখতারের বিপক্ষে ঘরের মাঠে ৩-২ গোলে জিতেছে ডাচ ক্লাব পিএসভি। চ্যাম্পিয়নস লিগের ইতিহাসে ৮৬ মিনিট পর্যন্ত ২-০ গোলে পিছিয়ে থাকার পরও প্রথম দল হিসেবে তুলে নেওয়া জয়ে ৫ ম্যাচে মোট ৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে ১৮তম পিএসভি। সেল্টিক-ব্রুগা ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। ৫ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে ২০তম স্কটিশ ক্লাবটি। দিনামো জাগরেবের মাঠে ৩-০ গোলে জিতেছে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। ৫ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে চতুর্থ জার্মান ক্লাবটি।

'আমরা পারি, ভারত কেন পারবে না' আর রাখঢাক নয়, তোপ পাকিস্তানের

ইসলামাবাদ, ২৮ নভেম্বরঃ আর সমঝোতা নয়, আর কোনও অবস্থায় নতিস্বীকার নয়। পাকিস্তান এ বার গলা তুলল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ইস্যুতে ওয়াঘার এপার ওপারের যুদ্ধ নতুন করে শুরু হয়েছে। গত এক দশক ধরে যে 'স্টান্স', ভারত সেখান থেকে এক চুলও সরতে নারাজ। শুধু ক্রিকেট নয়, পাকিস্তানে কোনও খেলার দলকেই পাঠাতে নারাজ ভারত সরকার। আর ভারতের এই অনমনীয় মনোভাবই পাকিস্তানকে চরমপন্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে, এমনই দাবি পাক সরকারের। শুক্রবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি কোথায় হবে, তা নিয়ে বৈঠক আইসিসিতে। শোনা যাচ্ছে ভারতকে টুর্নামেন্টের অংশ করতে পাকিস্তানের বদলে অন্য কোনও দেশে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হতে পারে। প্রাথমিকভাবে আইসিসি হাইব্রিড মডেলের বিকল্প দিয়েছিল। পাকিস্তান তাও মানতে চায়নি। এই পরিস্থিতিতে পাক ক্রিকেট বোর্ড সরাসরি যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিল। পিসিবির চিফ মহসিন নকভি যুক্তি তুলে ধরেছেন, পাকিস্তান যদি ভারতে গিয়ে খেলতে পারে, তা হলে ভারত কেন পাকিস্তানে আসবে না? সাম্প্রতিক অতীতে দু'তিন বছরের হিসেব ধরলে ভারতীয় টেনিস টিম ডেভিস কাপ খেলার জন্য দু'বার পাক সফর করেছে। সে যুক্তি অবশ্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ক্ষেত্রে কাজ করছে না। মহসিন যে কারণে বলছেন, ''একতরফা কিছু হতে পারে না। যা হবে দু'তরফা। আমরা ভারতে গিয়ে খেলতে পারি আর ভারত আমাদের দেশে খেলতে আসবে না, সেটা হতে পারে না। পিসিবি চেয়ারম্যান হিসেবে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দেশের ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সেই দায়িত্ব পালনে কখনও বিচ্যুত হইনা। যে কারণে আইসিসির সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগে আছি। চেয়ারম্যানের সঙ্গে বার বার কথা হচ্ছে। আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত খুব স্পষ্ট করে জানিয়েছি।'' ব্যাপারটা এখানেই শেষ করছেন না পিসিবি চেয়ারম্যান। মহসিন নকভি বিসিসিআইয়ের উপর পাল্টা চাপ খেলার চেষ্টা করছেন। আরও ভালো করে বললে, বোর্ড সচিব জয় শাহর উপর এখন থেকেই চাপ তৈরি করতে চাইছেন। মহসিন বলছেন, ''জয় শাহ ডিসেম্বরে আইসিসির দায়িত্ব নেবে। আমি নিশ্চিত তখন আইসিসির স্বার্থই উনি দেখবেন। বিসিসিআই থেকে সরে যাওয়ার পর আইসিসিকে দেখাটাই ওঁর কাজ হওয়া উচিত।''

রিয়ালের সাদা মেঘ সরিয়ে ১৫ বছর পর উঠল লিভারপুলের লাল সূর্য

লিভারপুল, ২৮ নভেম্বরঃ লিভারপুলের ১৫ বছরের যন্ত্রণার মর্ম বুঝতে পূর্ণেন্দু পত্রীর কবিতার সেই লাইন অন্য অর্থে আবিষ্কার করতে হয়-'প্রতীক্ষাতে প্রতীক্ষাতে, সূর্য ডোবে রক্তপাতে।'

১০ মার্চ, ২০০৯। সাদা মেঘের ভেলা ছাপিয়ে অ্যানফিল্ডে গোধূলিবেলায় সেদিনও সূর্যটা লাল টকটকে দেখা গিয়েছিল, লিভারপুলের জার্সির মতোই। স্টিভেন জেরার্ড-ফার্নান্দো তোরেসরা গোল করে সেই সূর্যকে যেন আরও রক্তিম বানিয়ে ছাড়েন। রিয়াল মাদ্রিদের ১১ 'সাদা মেঘের ভেলা' সেদিন ৪-০ গোলের হারে স্রেফ উড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর মাদ্রিদের মেঘের ভেলার মুখোমুখি হয়ে লাল টকটকে সূর্যটা যে প্রতিবারই রং হারাবে, ডুবে যাবে, তা জানত কে! এই ১৫ বছরে টানা ৮ ম্যাচ জয়হীন। এর মধ্যে ৭টিতেই হার! লিভারপুলের সমর্থকেরা এই ১৫ বছরে গোটা পৃথিবীটাই পাল্টে যেতে দেখেছেন। চ্যাম্পিয়নস লিগে রিয়ালের শিরোপাসংখ্যা ৯ থেকে হলো ১৫টি, লেস্টার সিটির মতো ক্লাবও জিতে নিল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, এমনকি ৩৬ বছর অপেক্ষার পর আর্জেন্টিনাও জিতেছে বিশ্বকাপ, লিভারপুল নিজেরাও প্রিমিয়ার লিগ জিতেছে ৩০ বছর পর। তবু লিভারপুল সমর্থকদের আরেকটি প্রতীক্ষা শেষ হচ্ছিল না। সেই ৮ ম্যাচে প্রতিবারই আশার সূর্য উদিত হয়ে ভেতরে-ভেতরে রক্তক্ষরণে ডুবেছে। কিন্তু কথায় আছে, 'সূর্য ডোবার সময় কিছুক্ষণের জন্য আকাশে ভোরের মতো রং দেখা যায়, যেন মানুষ আশা করে কাল আবার সকাল হবে।' লিভারপুল সমর্থকেরা এই ১৫ বছর ধরে তেমনই এক সকালের প্রতীক্ষায় ছিলেন। যে সকালে ঘুম থেকে উঠে মনে হবে, বুকের ভেতরকার 'সাদা' পাথরটা নেমে গেছে! আজ সেই সকাল। দে। দশক প্রতীক্ষার পর গতকাল রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগে রিয়ালকে ২-০ গোলে হারিয়েছে লিভারপুল। সেই অ্যানফিল্ডে, সেই 'ইউ উইল নেভার ওয়াক অ্যালোন' গানের ছন্দে। তাই বুঝি লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট ম্যাচ শেষে গায়ে অদৃশ্য ভদ্রতার লেবাসটা আর রাখেননি। একঝটকায় খুলে তিনি যা বলেছেন, সেটির বাংলা অর্থ আসলে প্রকাশযোগ্য নয়। তবে ইংরেজিতে কিছুটা সহনীয়। এই দেড় দশকজুড়ে রিয়াল মাদ্রিদ লিভারপুলের কাছে কেমন ছিল, সেটা বুঝিয়েছেন একটি বাক্যে-'পেইন ইন দ্য অ্যাস।' কাছাকাছি বাংলা অর্থে সে কথার অর্থ হতে পারে, অবশেষে সেই 'সাদা' 'কাঁটা'টি সমূলে উৎপাটন করতে পারল লিভারপুল।

অবশেষে! খুব প্রতীক্ষিত কোনো কিছু ধরা দিলে তার স্বাদটা যেমন আলাদা হয়, তেমনি নাটকীয়তাও নাকি কম হয় না! অ্যানফিল্ডের রঙ্গমঞ্চেও গতকাল রাতে তেমন নাটকই হলো ম্যাচের শেষ অর্ধে। গোল হলো দুটি, পেনাল্টি মিসও হলো দুটি। আর পেনাল্টি দুটি মিস করলেন কারা? দুই দলের সবচেয়ে ব। দুই তারকা-কিলিয়ান এমবাপে ও মোহাম্মদ সালাহ! ৫২ মিনিটে রিয়ালের বক্সের ভেতর থেকে অ্যালেক্সিস ম্যাক-অ্যালিস্টারের গোলে লিভারপুল এগিয়ে যাওয়ার পর গর্জে উঠেছিল অ্যানফিল্ডের টইটম্বুর গ্যালারি। ৬০ হাজার দর্শকের সামনে ৯ মিনিট পরই পেনাল্টি মিস করে বসেন রিয়াল তারকা কিলিয়ান এমবাপে। লিভারপুলের নিয়মিত গোলকিপার আলিসন চোটে পড়ায় পোস্টে দাঁড়ানোর সুযোগ পাওয়া আইরিশ গোলকিপার কেলভিন কেলাহার বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে এমবাপের শট ঠেকানোর সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে ফেটে পড়ে অ্যানফিল্ডের গ্যালারি। এই দুই সপ্তাহে তিনটি পেনাল্টি সেভ করলেন কেলাহার, তাতে গড়েছেন ইতিহাসও। গত ১১৫ বছরের মধ্যে লিভারপুলের ইতিহাসে প্রথম গোলকিপার হিসেবে ঠেকালেন টানা দুই ম্যাচে পেনাল্টি। চ্যাম্পিয়নস লিগে এই মরসুমে তিন ম্যাচে কোনো গোল হজম করেননি, শট ঠেকিয়েছেন ১৩টি। অথচ চোট থেকে আলিসন ফিরলেই তাঁকে বসতে হবে বেঞ্চে। লিভারপুলের প্রাক্তন কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপের দেওয়া তকমা 'বিশ্বের দ্বিতীয় সেরা গোলকিপার' এর ভাগ্য কী নির্মম! যেমনটা এমবাপেরও। যেমনটা সালাহরও। ফরাসি তারকার ৬১ মিনিটে পেনাল্টি মিসের ৯ মিনিট পরই একই পরীক্ষা দিতে হয়েছে সালাহকে। ৭০ মিনিটে লিভারপুলের পাওয়া পেনাল্টি বাঁ পায়ের শটে পোস্টের বাইরে মারেন মিসরীয় তারকা। ম্যাচে লিভারপুল তখনো ১-০ গোলে এগিয়ে থাকলেও সালাহর পেনাল্টি মিস দেখে গ্যালারিতে বিস্ময়ে চোখ আরেকটু হলেই খসে পড়েছিল তাঁর ভাইয়ের! কিন্তু সালাহর ভাইয়ের মতো লিভারপুল সমর্থকদের সেই অবিশ্বাসকে স্বস্তিতে পরিণত করেন ডাচ উইঙ্গার কোডি গাকপো। ৭৬ মিনিটে হেডে গোল করেন। বক্সের ভেতর থেকে আপন মনে লাফিয়ে গাকপো কীভাবে গোলটি করতে পারলেন, সেই প্রশ্নের জবাব দিতে ৮ নভেম্বর রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তির 'সব সমস্যার সমাধান পেয়ে গেছি' বলা নিজের কথাটাই হজম করতে হবে। ইতালিয়ান এই কোচকে হজম করতে হবে আরও অনেক কিছুই। ৫ ম্যাচে ৩ হার ও ২ জয়ে মোট ৬ পয়েন্ট নিয়ে ৩৬ দলের চ্যাম্পিয়নস লিগ টেবিলে ২৪তম রিয়াল। ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নদের এমন অবস্থান আনচেলত্তির নিজেরই হয়তো বিশ্বাস হওয়ার কথা নয়। পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষ ৮ দল সরাসরি জায়গা পাবে শেষ ষোলোয়। ৯ম থেকে ২৪তম দলের মধ্যে প্লে-অফ খেলার মাধ্যমে শেষ ষোলোয় বাকি ৮ দল নিশ্চিত হবে। বিপদ বুঝেও আনচেলত্তি অবশ্য আত্মবিশ্বাসী। ম্যাচ শেষে বলেছেন, ''আমাদের শীর্ষ ২৪-এর মধ্যে থাকতে হবে, আমরা সেটা করব। আগের বছরগুলোর মতোই আমরা চ্যাম্পিয়নস লিগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব।'' আনচেলত্তির অবশ্য এই ম্যাচে হার নিয়ে রিয়াল সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজের সঙ্গে আলাপে একটি অজুহাত দেওয়ার সুযোগ থাকছে। চোটগ্রস্ত ফুটবলারদের লম্বা তালিকা। ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, রদ্রিগো, দানি কারভাহাল, এদের মিলিতাও, অঁরেলিয়ে চুয়ামেনি ও ডেভিড আলাবাকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যেতে পারেনি রিয়াল। লিভারপুল কোচ স্লটের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি একটু ভিন্ন। রিয়ালকে হারানোটাই যে জরুরি খবর, আপাতত এই ব্যাপারটাই উপভোগ করছেন লিভারপুল কোচ, ''অনেকবার চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী একটি দলের বিপক্ষে খেলাটাই বিশেষ ব্যাপার, তার ওপর অনেক বছর ধরেই তারা লিভারপুলের জন্য ছিল পেইন ইন দ্য অ্যাস। এই সপ্তাহটা আমাদের জন্য অনেক ব। ও আনন্দের। শেষ ষোলোয় যদি তাদের সঙ্গে দেখা হয় এবং সেখানেও তাদের হারাতে পারলে সেটা হবে ব। বিবৃতি।'' শেষ ষোলো? হ্যাঁ, লিভারপুল এখনই ওই জায়গাটা নিয়ে ভাবতে পারে। ৫ ম্যাচের সবকটি জিতে মোট ১৫ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ টেবিলের নেতৃত্বে স্লটের দল। বাংলাদেশের লিভারপুল সমর্থকেরা হয়তো কাল রাতেই মনের মিছিলে স্লোগান ধরেছেন, 'মার্কা কি আছে? আছে রে...কোন সে মার্কা? লিভারপুল! লিভারপুল!'

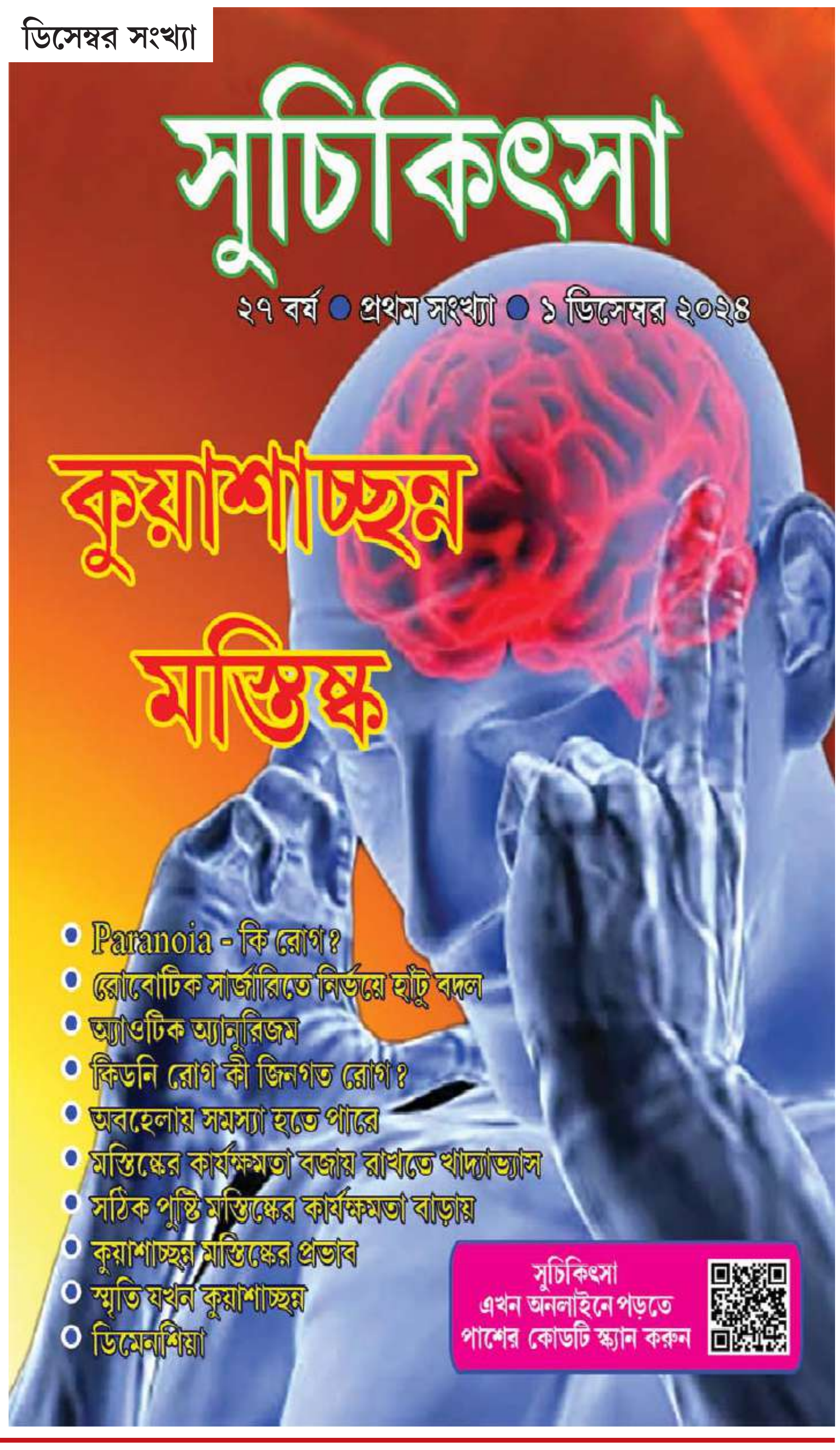

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com